BY

NABIN CHANDRA VYDYARATNA

PROFESSOR OF SANSKRIT

OF

THE METROPOLITAN COLLEGE

ভারতের সুখ শশী যবন-কবলে।

নাটক।

শ্রীনবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্তৃক

বিরচিত।

কলিকাতা।

কাব্য প্রকাশযন্ত্রে

শ্রীব্রহ্মব্রতসামাধ্যায়ি কর্তৃক

মুদ্রিত।

সন ১২৮২।

ন পাদ-বিক্ষেপ-মনোহনুরঞ্জিনী ॥
ন বা রসাঢ্যা, ন চ মঞ্জুভাষিণী ॥
ন বেদ্মি কেনেয়মনঙ্গমঞ্জরী ॥
গুণেন তে চিত্তমুদে ভবত্যলম্ ॥

তথাপি সৌরীন্দ্র! সমর্প্যতে ময়া, ॥
প্রসীদতেয়ং পরিগৃহ্য পাল্যতাম্ ॥
ধ্রুবং সরোজপ্রতিবোধ দীক্ষিতো ॥
দিবাকরঃ পদ্মবিশেষনিস্পৃহঃ ॥

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	৮	এনন	এমন
,,	২২	তারি	পারি
১৩	৮	ঝড়ছে	ঝরছে
২৯	১৫	কেনন	কেমন
৪৩	৪	মহাজের	মহারাজের
,,	১৬	অপবাধিনী	অপরাধিনী
৫৮	৩	পুস্পুকেতুর	পুষ্পকেতুর
৮৯	১২	অংস্কৃত	সংস্কৃত
১০৯	৪	রহিবি	রহিলি
,,	৭	দললে	দলনে
১১২	১৭	কৃনান	কৃপাণ
১১৫	৭	তবরারে	তরবারে
১১৬	১১	বর্ঝর	ঝর্ঝর

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।
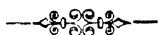
পুরুষগণ।

জয়চন্দ্র	- - - - -	কান্যকুব্জের রাজা।
সুমতি	- - - - -	মন্ত্রী।
পৃথুরাজ	- - - - -	হস্তিনার রাজা, নায়ক।
সোমরাজ	- - - - -	চিতোরের রাজা, পৃথুরাজের সখা।
পুষ্পকেতু	- - - - -	অবন্তির রাজকুমার, জয়চন্দ্রের প্রিয়পাত্র।
মহম্মদঘোরি	- - - -	গিজনির সুলতান।
কুটবুদ্দিন	- - - - -	ঘোরির অনুচর।
সুন্দরক	- - - - -	জয়চন্দ্রের গূঢ়চর।
জয়কেতু	- - - - -	জয়চন্দ্রের সেনাপতি।
বসন্ত	- - - - -	পুষ্পকেতুর সহচর।
গণপত মিশ্র	- - - -	বিয়ে পাগলা ব্রাহ্মণ।
ভীমসেন কালকেতু	- - - -	পৃথুরাজের সেনাপতি।

রক্ষক, প্রহরী, দস্যুগণ, সেনাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

রাজ্ঞী	- - - - -	জয়চন্দ্রের মহিষী।
অনঙ্গমঞ্জরী	- - - - -	জয়চন্দ্রের কন্যা, নায়িকা।
মালবিকা কেতকী লবঙ্গিকা তমালিকা	- - - -	অনঙ্গের সখীগণ।
মন্ত্রিপত্নী		
কামন্দকী	- - - - -	তপস্বিনী।
অপরাজিতা	- - - -	কামন্দকীর শিষ্যা।

গর্ভবতী স্ত্রী, নটীদ্বয় ইত্যাদি।

ভারতের সুখ শশী যবন-কবলে।
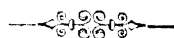
প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদকানন।

মালবিকা এবং কেতকীর প্রবেশ।

মাল। কেতকি! এত দিনে ফুলটি ফুটেছে।

কেতকী। অলিও এসে জুটেছে।

মাল। আমাদের সখী এখনও কিছু ফোটেন নি।

কেত। নাই ফুটুন্, বুঝ্তেও কিছু বাকি নেই।

মাল। সখী যে এত দিন কাকেও পচন্দ করেন নি সে বেস্ করেছিলেন, না?

কেত। যে যার বর—

মাল। ভাই কি সুন্দর রূপ!

কেত। রাজনন্দিনী যে এখনও আস্ছেন না?

অনঙ্গমঞ্জরীর প্রবেশ।

অনঙ্গ। (স্বগত) মনের কথা মনেই থাক। যা অসম্ভব, তা প্রকাশ কর্‌লে লোকে হাসে, ও পাগল বলে—

মাল। মনের কথাটি বল্‌তে হবে।

কেত। আজ্‌ ছাড়বো না।

অন। মনে ত কত কথাই আছে, তা তোরা—

মাল। বলি, এই গত রাজসূয় যজ্ঞে কত রাজা কত রাজপুত্র এসেছিলেন, তুমিও বাতায়নে বসে সকলকে দেখেছ তা বল না ভাই, সকল অপেক্ষা কারে অধিক সুন্দর দেখ্‌লে ?

অন। পোড়া কপাল ! এই তোর মনের কথা! কাল সন্ধ্যার সময় যে গানটি গাচ্ছিলি সেইটি একবার গা—

মাল। তা গাচ্ছি, কিন্তু মনের কথাটি বল্‌তে হবে, কেতকি! একটু সঙ্গে ধরিস্‌ ত ভাই।

সঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঝিট্‌ তাল আড়াঠেকা।

মিছে করিছ গোপন
সকলি বলেছে তব মলিন বদন।
খাটে না আর চতুরালী
সকলি জেনেছি আলি।
কিসে লো ! তোর এত লজ্জা, না বুঝি কারণ।
গঙ্গাধান্‌ রত্নাকরে,
হংসী ধায় সরোবরে,
তুমিও লো যোগ্যবরে করেছ মনন॥

অন। মুখে আগুন্‌! ঐটে বুঝি গাইতে বল্যেম্‌ ?

[প্রস্থানোদ্যত।

কেত। চল্যে যে? আজ্ ছাড়্বো না—

অন। তোদের দেখ্ছি সকলেরই এক বুলি, মালবিকা আমায় পাগল করেছে, আবার তুইও তাতে যোগ দিতে এলি, মনের কথা আবার কি লা?

মাল। ও কথায় আমরা ভুলি না।

কেত। বল্তে কি ভাই, আমরা বেস্ লক্ষ্য করে আস্ছি যজ্ঞের দিন থেকে তোমার মন আর এক রকম হয়েছে—

অন। সত্য ভাই! সিংহদ্বারে যে প্রতিমূর্ত্তি আছে তাই দেখে অবধি আমার মন আর এক রকম হয়েছে, আমার আর আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল ঐ বিষয়েই সর্ব্বদা চিন্তা করি—

কেত। এ বিষয়ে আমার পিতাও যার পর নাই চিন্তিত হয়েছেন, তা ভাই তাঁরাই তার প্রতিবিধান কর্বেন, তোমার আমার চিন্তায় কি আসে যায়?

অন। তা সত্য বটে, কিন্তু মন ত কারও বশ নয়।

লবঙ্গিকার প্রবেশ।

লব। অনঙ্গ! (অর্দ্ধোক্ত) কেমন অভ্যাসের দোষ, কিছু-তেই শোধ্রায় না—রাজপু—

অন। তুমি আমায় অনঙ্গ ছাড়া আর যা বলে ডাক্বে আমি তাতে উত্তর দিব না—কি বল্ছিলে?

লব। মহিষী তোমাদিগকে ডাক্ছেন।

অন। হাঁ চলো—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

মন্ত্র ভবন।

মন্ত্রী আসীন।

মন্ত্রী। আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি! তা না হলে মহারাজ কেন আমার কথায় কর্ণপাত কর্‌লেন্ না? পূর্ব্বে যা বল্‌তাম্, তাতেই সম্মত হতেন্, সে দিন আমার কথায় একেবারে খড়্গহস্ত হলেন্।

রাজ্যলক্ষ্মি! কণ্টকময় কমল বনে তোমার বাসস্থান, পাছে কণ্টকে তোমার চরণ ক্ষত হয় এই ভয়ে তোমাকে সর্ব্বদা ডিঙিমেরে চল্‌তে হয় এই অভ্যাস দোষেই তুমি কোথাও স্থির হয়ে থাক্‌তে পার না। মনে করেছিলেম্ মহারাজ জয়চন্দ্রের গৃহে তোমার অপূর্ব্ব কারাগার নির্ম্মাণ কর্‌বো যত্নও প্রায় সফল হয়েছিল কিন্তু মহারাজ সহসা রাজসূয় যজ্ঞের আড়ম্বর করে সব নষ্ট কর্‌লেন।

ইচ্ছা ছিল অগ্রে পৃথুর সহিত রাজকন্যার পরিণয় সংঘটিত করব—তা হলে মহারাজ জগৎপূজ্য এবং প্রকৃত রাজসূয়ের অধিকারী হতে পার্‌তেন। তা হল না—

সুন্দরকের প্রবেশ।

সুন্দরক। (কৃতাঞ্জলিপুটে) এ দাসের প্রতি রাজমন্ত্রীর কি আদেশ?

মন্ত্রী। অদ্যই তোমাকে হস্তিনায় যেতে হবে গত রাজসূয় যজ্ঞে রাজাধিরাজ পৃথুরাজের কিরূপ অবমাননা হয়েছে তা তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ ?

সুন্দ। সামান্য বুদ্ধিতেও বুঝ্‌তে পারি অত বড় চক্রবর্ত্তীর প্রতিমূর্ত্তি দ্বারবান্ রূপে রাখা মহারাজের—

মন্ত্রী। সে কার্য্য অতিগর্হিত হয়েছে, এ সংবাদ এত দিনে তাঁর কর্ণগোচর হয়ে থাক্‌বে, যাও, তিনি এরূপ অপমানে কি করেন প্রচ্ছন্নভাবে জেনে এস—বুঝ্‌তে পেরেছ ?

সুন্দ। আজ্ঞে, আমি এই দণ্ডেই চল্যাম—

মন্ত্রী। একজন দ্বারবান্‌কে এখানে আস্‌তে বল।

সুন্দ। যে আজ্ঞা।　　　　[প্রস্থান।

মন্ত্রী। আর কিছু দিন অপেক্ষা কর্‌লে সকল কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হত। পৃথুর সঙ্গে বিবাদ কর্‌লে কে নিরাপদে থাক্‌তে পারে ?

দ্বারবানের প্রবেশ।

রৈবতক ! শীঘ্র যাও, প্রলম্বজিৎকে গিয়ে বল শীঘ্রই রাজপুত্রী অনঙ্গমঞ্জরীর একটি স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ কর্‌তে হবে যেন সে একবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করে—

দ্বার। যে আজ্ঞা　　　　[প্রস্থান।

(নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য।)

মন্ত্রী। মহারাজ আস্‌ছেন (গাত্রোত্থান।)

রাজা জয়চন্দ্রের প্রবেশ।

জয়চন্দ্র। সুমতি ! আমি পুষ্পকেতুকেই মনোনীত করেছি

পাত্রটি সর্ব্বাংশেই আমার অনঙ্গের যোগ্য, মহিষীরও মত হয়েছে, তুমি কি বল ?

সুমতি। (স্বগত) এরূপ বুদ্ধির ভ্রম না হলে এসময়ে রাজসূয়ের আড়ম্বর কর্‌বেন কেন ?

জয়। কিছু বল্‌ছ না যে ?

সুম। মহারাজ ! যদি রাজপুত্রী স্বয়ম্বরা না হন্ তবে মহারাজই তাঁর বরনির্ণয়ে প্রভু তাতে আমার মতামত কি ?

জয়। (উপবেশন করিয়া) সুমতি বস।

[মন্ত্রীর উপবেশন।]

জয়। সুমতি ! এমন কথা বল্যে কেন ? পুষ্পকেতু অবন্তিরাজের পুত্র, তিনি ত কুলে শীলে ন্যূন নন্।

সুম। ন্যূন নাই হৌন মহারাজ অপেক্ষা কোন অংশেও ত বড় নন্ ?

জয়। তা বটে, কিন্তু পাত্রটি দেখ্‌তে অতি সুন্দর, দেখেছ, সে দিন সভা আলো করে বসেছিল—

সুম। রূপে কুল উজ্জ্বল হয় না।

জয়। তোমাকে বল্‌তে কি, মালবিকা বলে তাকে যজ্ঞস্থলে দেখে আমার অনঙ্গ তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে।

সুম। তা হলে আর কোন কথা নাই।

জয়। কাশীরাজ কি আজ একান্তই যাত্রা কর্‌বেন ?

সুম। আজ্ঞে হাঁ, চলুন্, একবার তাঁর সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে হবে—

[উভয়ের নিষ্ক্রমণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

কন্যান্তঃপুর।

অনঙ্গমঞ্জরীর প্রবেশ।

অন। কেন দেখ্‌লাম্? দেখেও তত ক্ষতি হয় নি, কেন আপ্‌না খেয়ে শুন্‌লাম! তাঁর সেই চরিতামৃত কেন কাণপেতে পান কর্‌লাম? এখন মনকে ফিরায় কে? কত দেখ্‌লাম, কত বুঝালাম্, মন ত কিছুতেই বশে আসে না? কেন দেখ্‌লাম, প্রতিমূর্ত্তি দেখে লাভ কি? মন তা একবারও ভাব্‌লে না? চক্ষু ত আমার কথা শুন্‌লে না! দিবারাত্র তাতেই লেগে থাক্‌ত! কেন শুন্‌লাম! কেন আপ্‌না খেয়ে ভগবতীর মুখগলিত সে অমৃত পান কর্‌লাম?

মন বড় নিষ্ঠুর, বড় চঞ্চল, অতি অসার একবার আমার মুখের দিকে চায় না! কত ভুলাই, কত বিষয়ে টেনে নিয়ে যাই, ক্ষণকাল তথায় থাকে না, আমায় ভুলায়ে আপন কাজে ব্যস্ত হয়। আবার ভুলাই, আবার আমাকে ভুলায়ে চলে যায়। কেন এমন কাজ কর্‌লাম! কেন ইচ্ছা করে সুখের দ্বারে প্রস্তর দিলাম? কেন আপ্‌না খেয়ে রত্ন ভেবে জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শ কর্‌লাম? উঃ সখি! এত হাঁপ্‌য়েছ কেন? তোমার আকার দেখে বোধ হচ্ছে যেন তুমি কি এক অদ্ভুত সংবাদ নিয়ে এসেছ?

মালবিকার প্রবেশ।

মাল। ঠিক ভেবেছ, আমি বড় শুভ সংবাদ নিয়ে এসেছি—

অন। শুভ সংবাদ কি ?

মাল। শীঘ্র তোমার বে হবে, শুনে মুখ আঁধার কর্‌লে যে? যজ্ঞের পর অবধি তুমি এমন হলে কেন ? এক দিনও ত তোমায় হাস্‌তে দেখ্‌লাম না !

অন। সখি ! মেঘে বিদ্যুতের হাসি, লতায় ফুলের হাসি, জলে ঈষৎ তরঙ্গের হাসি, আর সুখীর অধরে হাসি, বড় মধুর, মন পুড়ে যাচ্ছে মুখে হাস্‌লে কি হবে, সে হাসি নীরস বৈ ত নয়—

মাল। তোমার কথা শুন্‌লে হাসি পায়, আর ভাই তোমায় কাষ্ঠ হাসি হাস্‌তে হবে না, বাবা কাকে স্থির করেছেন তা শুনেছ ত ?

অন। কারে ?

মাল। মনে মনে যারে বরণ করেছ।

অন। সখি ! তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক আহা আমার কি এমন দিন হবে ! হ্যাঁ মালু ! আমি কারে মনে মনে বরণ করেছি ?

মাল। সত্যি সত্যি এত ন্যাকা নই যে এইটে বুঝ্‌তে পারি নি।

অন। তবু

মাল। কেন? সেই যিনি যজ্ঞেরদিন বাবার ডান্‌দিকে বসে-ছিলেন, যাঁর রূপে সভা আলো করেছিল, যাঁকে দেখে

পুরকামিনীরা বলেছিল "কুমার বুঝি শাপভ্রষ্ট হয়ে ভূতলে জন্মগ্রহণ করেছেন" এবং বাবা যাঁকে যজ্ঞের পর অর্ঘদান করেন, তিনি, কেমন হয় নি?

অন। (সবিষাদে স্বগত) এ কি সর্ব্বনাশ! পিতা এইজন্যে কি তাকে দেশে যেতে দেন্ নি! পাত্র খুঁজ্‌তে যে দুদিন বিলম্ব হবে তারও আশা নাই!

মাল। (সহাসে) কোন কথা বল্‌ছ না যে? কেমন, ঠিক্ বলেছি কি না?

অন। তোর যেমন বুদ্ধি, তেমনি বলেছিস্

মাল। আর ভাঁড়ালে কি হবে, অমৃত দেবতাদের খাবার জিনিস্, তাতে লজ্জা কি?

অন। সুধা সুরভোগ্য, তবে কেতু কেন চন্দ্রের সুধা পান কর্‌তে আসে ও কথা যাক্, সখি! এঁর নাম কি? এঁর বাড়ী কোথায়?

মাল। এঁর নাম পুষ্পকেতু, ইনি অবন্তির রাজকুমার

অন। তবে এ তোর মন গড়া কথা, অবন্তির রাজা বাবাকে কর দেয়, তার পুত্রের সঙ্গে আমার বে হবে কেন? আমি ত মুহূর্ত্তের জন্যেও বিশ্বাস কর্‌তে পারি না এ প্রাণ থাক্‌তেও এ কাজ্ ঘট্‌বে না

মাল। মাইরি বল্‌ছি ঘট্‌বে, এ আমার মন গড়া কথা নয়, তুমি হতাশ হইও না, বাবা এইমাত্র আমায় ডেকে বল্‌লেন "আমি পুষ্পকেতুকেই স্থির করেছি, অনঙ্গকে বল, তার যোগ্য বরেই অভিলাষ হয়েছে"

অন। (সাবেগে) ওমা ! কি ঘেন্নার কথা ! তাঁকে কে বল্লে যে পুষ্পকেতুর প্রতি আমার অনুরাগ জন্মেছে ? তুই বুঝি বলেছিস্ ? ছি ! ছি ! তুই এমন কথা কেমন করে বল্লি ! ! সে হলো বাবার পরাজিত রাজার ছেলে, আমার অভিলাষ হয়েছে বলে তাঁকে তার হাঁটু ধর্‌তে হবে ! ! আমার এই নীচ প্রবৃত্তি দেখে না জানি তিনি কত ঘৃণা করেছেন ?

মাল। তুমি এক মেয়ে ! যা হোক্ এমম আর দুটি দেখি না বাবা ত কিছুই বলেন্ নি, বরঞ্চ শুনে কত সন্তুষ্ট হলেন্ যাকেই দিন্ পরাজিত ভিন্ন কোথায় পাবেন্ ! এই গত রাজসূয় যজ্ঞে কে আসে নি ? কে চাকরের মত কাজ করে নি ?

অন। সকলই এসেছে ? সকলই ভৃত্যের ন্যায় কাজ্ করেছে ? কৈ ? পৃথুরাজ ত আসেন্ নি ? তিনি ত ভৃত্যের ন্যায় কাজ্ করেন্ নি ?

কেতকীর প্রবেশ।

কেত। মালবিকা বুঝি একাই পারিতোষিকটি নিয়ে ফেলেছে ?

মাল। তুমিও এসে ভাগ ন্যাও, পারণার সময় অনেকেই আসে !

কেত। আমি সাক্ষ্য না দিলে মহারাজ কি একা তোর কথায় বিশ্বাস করতেন্ না ?

অন। তোরা দূর হ, তোরাই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্ ?

কেত। এখন এ কথা বল্‌বেই ত, তা ভাই আমরা তারি-

তোষিক চাই না, তোমার যে মনোরথ পূর্ণ হল এই বিস্তর

অন। কে বল্লে ?

কেত। বাবা বলেছেন্ এই মাসের ১৫ই বিবাহ হবে, বিশে পুষ্পকেতু সেনাপতি হয়ে পৃথ্বু বিজয়ে যাত্রা কর্‌বেন— আজ্ ৭ই—

অন। (সবিষাদে) মৃত্যুর দিন ত তবে ঘুনিয়েছে, এদের বাসর শয়নের উদ্যোগ না হতেই আমাকে চিতায় শয়ন কর্‌তে হবে।

মাল। বলি হ্যাঁলা কেতি! এ খবর কি তোর এ সময়ে না দিলে হত না ? ঐ দেখ্ বিরহ ভাবনায় সখীর মুখ সকাল বেলার চাঁদের ন্যায় মলিন হয়ে গেল!

কেত। সত্যি ভাই আমি এত বুঝ্‌তে পারি নি তা সখি! তুমি ভেব না তোমার অমতে কুমার কখনই যুদ্ধে যাবেন্ না আমরাও যেতে দিব না

অন। তোদের অসাধ্যই বা কি আছে!

[সকলের নিষ্ক্রমণ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজ ভবন-কক্ষান্তরে।

পুষ্পকেতুর প্রবেশ।

পুষ্প। বালকে যেমন উৎসবের দিন, তপস্বী যেমন বরলাভের দিন, উৎসুকচিত্তে প্রতীক্ষা করে, আমিও তেম্নি মালবিকার আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছি তার কৌশলে আজ্ নয়ন চরিতার্থ হয়েছে। ধন্য রাজমহিষি! আপনার গর্ভ সুধাসাগরে এমন অমৃতময়ীর উৎপত্তি হয়েছে! রাজপুত্রীর অবয়বে অনেক পূর্ব্বরাগের লক্ষণ লক্ষিত হয়েছে—এই যে সখী আস্‌ছেন্!

মালবিকার প্রবেশ।

মাল। যুবরাজ ঠিক্ লক্ষ্য করেছেন্

পুষ্প। ভাল, আমার জন্যই যে তাঁর সেইরূপ অবস্থা ঘটেছে তার কোন বিশেষ প্রমাণ পেয়েছ?

মাল। হাজার হাজার প্রমাণ পেয়েছি, বিশেষ সে দিন তোমার নাম উল্লেখ করাতে সখী নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন্ "এ প্রাণ থাক্‌তে এ কাজ্ ঘট্‌বে না"

পুষ্প। (সকৌতুকে) তার পর?

মাল। সেই দিন হতে তাঁর মন আরও চঞ্চল হয়েছে, সাধ্য সাধনা না করলে স্নানাদি করেন না, একা বসে থা-

ক্‌তে ভাল বাসেন, চোখ বুজিয়ে কি ভাবেন সখী সহজেই অতি ধীর সর্ব্বদাই মনের বিকার গোপন কর্‌তে চেষ্টা করেন্‌

পুষ্প। বটে!

মাল। কাল দেখি তাঁর সেই নেত্র দুটি জলে টল টল কর্‌ছে, বল্‌লাম “সখি! কাঁদ্‌ছ নাকি?” অমনি উত্তর কর্‌লেন্‌ “না সখি! কাঁদ্‌বকেন? চখে কর্ণোৎপলের পরাগ পড়েছে, তাই জল ঝড়্‌ছে” অথচ তখন কানে কোন আভরণ ছিল না!!

পুষ্প। (সহর্ষে) সখি! তবে আর সন্দেহ নাই, আমার ন্যায় তিনিও ব্যাকুল হয়েছেন্‌। তাঁর দর্শন দিন হতে চিরসেবিত নিদ্রা যেন ঈর্ষা করেই আমায় পরিত্যাগ করেছে

মাল। বাস্তবিক, কুমারকেও আর চেনা যায় না! আমার সখীর বড় ভাগ্য, যাঁর প্রতি ফুলধনু কুমারকে এত পক্ষপাতী করেছে

পুষ্প। সখি! মন ও শরীরের এরূপ সম্বন্ধ যে একটি অসুস্থ হলে অপরটি অবশ্যই অসুস্থ হয় অতএব তাদৃশ ইষ্ট বিরহে এরূপ কষ্ট হবে বিচিত্র কি?

সসম্ভ্রমে লবঙ্গিকার প্রবেশ।

লবঙ্গিকা। তুমি এখানে কি কর্‌ছ রাজপুত্রীর বড় অসুখ—

মাল। (সাবেগে) কি হয়েছে?

লব। কি জানি আমি ভগবতীকে একখানি চিটি দিতে গিয়েছিলেম, এসে দেখি, অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, এত

ডাক্‌লেম উত্তর দিলেন না একবার কেবল “ পুষ্পকেতু” এই কথা বলে শুয়ে রইলেন

মাল। যুবরাজ ! ঐ শুনুন, এক্ষণে চল্লাম

[সত্বরে লবঙ্গিকার সহিত মালবিকার প্রস্থান।

পুষ্প। (সহর্ষে) তিনি যে পুষ্পকেতুর জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন এ আনন্দ আমার শরীরে ধর্‌ছে না এক্ষণে ইষ্ট সমাগম বিরহে পুষ্পকেতুর মৃত্যু হয় তা হলে তাতে কোন দুঃখ নাই

সঙ্গীত।

রাগীণী বাহার, তাল আড়াঠেকা।

ধৈরজ ধর হে ধনি ! পঙ্কজনয়নে !
অচিরেই হবে সুখী প্রিয়সম্মিলনে
জলের মাধুর্য্যগুণ
বেড়ে থাকে শতগুণ
রসনা রসিলে পূর্ব্বে কষাফল আস্বাদনে
ভেবে দেখ বিধুমুখি !
চক্রবাকী কত সুখী
বঞ্চে নিশি একাকিনী, প্রভাতে হেরে রমণে
পুড়ে ঘোর বৈশ্বানরে
স্বর্ণ কত কান্তি ধরে
বিরহে দহিলে অঙ্গ সঙ্গ শোভে বরাননে।

[নিষ্ক্রমণ।

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কামন্দকীর তপোবন।

পত্র করে কমান্দকীর প্রবেশ।

কামন্দকী। পত্রখানি যতই পড়ি ততই মধুর বোধ হয় আর একবার পড়ি।

" ভগবতি !

হয় ত আমায় অপলজ্জ বলিয়া কতই ঘৃণা করিবেন, তা করুন, আপনি বৈ আমার মনের দুঃখ প্রকাশ করিবার স্থান নাই " তা আর বল্‌তে, সখীরা সুখ দুঃখ ভাগিনী বটে, কিন্তু বাছা তাদের নিকট মনের কথা ব্যক্ত কর্‌তে পারেন না, তারা পুষ্পকেতুর পক্ষপাতিনী।

[পুনঃ পত্র পাঠ।]

" আমার ইষ্ট লাভের কোন আশা নাই সে বিষয়ে আপনাকে যত্ন করিতেও অনুরোধ করি না। কেন অসাধ্য বিষয়ে অনুরোধ করিব ? কিন্তু এই উপস্থিত অনিষ্টাপাত হইতে আমায় রক্ষা করিতে হইবে। আমি নিশ্চয়ই বলি-

তেছি পুষ্পকেতুর ত কথাই নাই স্বয়ং পুষ্পকেতু আসিলেও আমি তাঁহাকে এই কর অর্পণ করিতে দিব না ”

(নেপথ্যাভিমুখে) বৎসে অপরাজিতে !

(নেপথ্যে) কি আজ্ঞে ভগবতি !

কাম। সে কার্য্য সমাধা হয়েছে ত ?

(নপথ্যে) আজ্ঞে তদ্দণ্ডেই—

কাম। আমায় অসাধ্য বিষয়ে অনুরোধ করিবেন না, বাছা আজও জান্তে পারেন্ নি যে, মন্ত্রী সুমতি এবং কামন্দকী একত্র হ'লে অসাধ্য কিছুই থাকে না, কাল জান্তে পারবেন্ তাঁর ভগবতী কি কাণ্ড করে তুলেছেন ! রাজমন্ত্রী কি সুচতুর ! এমন প্রভুভক্ত ও স্বামিহিতৈষী মন্ত্রী আর দেখা যায় না।

সুমতির প্রবেশ।

সুম। ভগবতি ! আমি ত কৃতকার্য্য হয়েছি—

কাম। (সহর্ষে) হবেই ত ! কি কল্লে বল দেখি শুনি—

সুম। বল্লাম “ মহারাজ ! বামদেব শাস্ত্রী এই বিবাহের দিন দুষেছেন ” তৎক্ষণাৎ তিনি আহূত হলেন, সংস্কৃতের এমন গুণ নয় ! গণপত মিশ্র যে বচনে ঐ দিন শুভ বলে নির্ণয় করেন, ইনি সেই বচনে ঐ দিন সপ্তশলাকা দোষে দুষে গেলেন !

কাম। তার পর ?

সুম। পুনর্ব্বার দিন নির্ণয়ের আদেশ হলে বল্লাম “মহারাজ ! এক্ষণে বিবাহের আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই ” তিনি

বল্লেন "কেন ? শুভ কর্ম্ম রাখ্‌তে নাই" সকল উদ্যোগ, বিশেষ শুনেছি তারা দুইজনেই যার পর নাই কাতর হয়েছে।"

কাম। মালবিকা যেরূপ শুনিয়েছে তাতে তাঁর এরূপ বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব নয়! তার পর ?

সুম। বল্লাম্ "এখন উৎসবের সময় নয়, সামান্য লোকেও অপমান সহ্য করে না, ধূলিও পদদলিত হয়ে মস্তকে পদার্পণ করে, অতএব পৃথু কান্যকুব্জ অবরোধ না কর্‌তেই, চলুন, তাকে গিয়ে আক্রমণ করা যাক্ সে অধীনে এলে নিরুদ্বেগে মহাসমারোহে অনঙ্গের বিবাহ দেওয়া যাবে, আমি এমন বল্‌ছি না যে পুষ্পকেতুই সমরে নিহত হবেন, কিন্তু আজ জীবনসর্ব্বস্ব তনয়ার বিবাহ দিবেন আর কাল সেই প্রাণাধিক জামাতাকে যুদ্ধে পাঠাবেন ইহা পরিণামদর্শীর কার্য্য নয়, আমি এ বিষয়ে যখন চিন্তা করি তখন আমার হৃৎকম্প হতে থাকে।"

কাম। (সহর্ষে) বেস্ বলেছ! তার পর ?

সুম। তার পর তিনি বল্‌লেন "এ কথা সংগত বটে অগ্রে শত্রু জয় করাই শ্রেয়ঃ।"

কাম। (সাহ্লাদে) ভগবান্ শূলপাণি চারিদিক্ রক্ষা করেছেন, তাঁর পর ?

সুম। তার পর বল্‌লেন "তবে তুমি যাত্রার উদ্যোগ কর, আমি পুষ্পকেতুকে বুঝিয়ে বলি গে—" এই কথা বলে তিনি প্রস্থান কর্‌লে আমি এখানে এলেম্, এক্ষণে পৃথুকে এখানে আন্‌বার কি বলুন্ ?—

কাম। সে চিন্তায় প্রয়োজন কি? দুই চার দিনের মধ্যেই তাকে এখানে দেখ্‌তে পাবে—

সুম। পৃথুর প্রতি রাজকন্যার অনুরাগের কথা শুনে অবধি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ জন্মেছে তা আর কি বল্‌ব— এক্ষণে যেমন কেতুকে বঞ্চিত করে হরি সুধা হস্তগত করেছিলেন—

কাম। পৃথুও তেম্নি পুষ্পকেতুকে বঞ্চিত করে রাজকন্যাকে হস্তগত কর্‌বে—সে জন্য কোন উদ্বেগ নাই।

সুম। তা হলে আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত মনোরথ পূর্ণ হয়—

কাম। তা হবে, এক্ষণে চল, একবার জাহ্নবী-তীরে যাওয়া যাক্—

[উভয়ের নিষ্ক্রমণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

কন্যান্তঃপুর।

অনঙ্গমঞ্জরী পর্য্যঙ্কে শয়ান।

অনঙ্গ। আমার মন বড় অবোধ। তিনিই বা কোথায়? আমিই বা কোথায়? তিনি হস্তিনায়, আমি অবরোধে, আমি তাঁর প্রতিমূর্ত্তি দেখেছি, তিনি আমার নামও শুনেন নি, তিনি আমার পিতার শত্রু, আমি তাঁর শত্রুকন্যা—আমি তাঁকে মনে মনে বরণ করেছি এতেই

কি তিনি আমায় গ্রহণ কর্‌বেন ? এ পোড়া মন এক-বার ভাব্‌লে না ! বিধাতারই বা কি বিড়ম্বনা ! কার এমন ঘটেছে ?

(স্মরণ করিয়া সভয়ে) ও মা ! বিবাহের ত দিন এসেছে, চারি দিক্ হতে কুটুম্ব আস্‌ছে। আহা ! কি পোড়া কপাল ! কপাল দোষে ভগবতীরও কথা মিথ্যে হল ! এখন কোথায় যাই, কার শরণ লই, কার কাছে দুঃখ জানাই, কে আমার দুঃখ ঘুচায়। (গবাক্ষের নিকট যাইয়া) হস্তিনাপতে ! শিশুপালের মত পুষ্পকেতু উপ-স্থিত, আমি রুক্মিণীর ন্যায় ব্যাকুল হয়েছি, তুমি হরির ন্যায় এসে আমায় নিয়ে যাও। তুমি কামন্দকীকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তোমা বৈ জানি না। আহা ! কেন দেখ্‌লাম, কেন আপ্‌না খেয়ে তাঁর গুণগান শুন্‌লাম্ ?

আহা ! বাবার কোন দোষ নেই, আমি তাঁর বড় আদরের ধন—আমার কষ্ট নিবারণের জন্যেই এত সত্বরে বিবাহের উদ্যোগ করেছেন। মালবিকা এখনি মরুক্, পোড়ার মুখী আমার সর্ব্বনাশ করেছে—

মঞ্চ প্রস্তুত হচ্ছে, পোড়া কপাল ! আমি ঐ মঞ্চে উট্‌বো ? এখুনি চিতায় শয়ন করুব, সখীরা কৌতুক গৃহ সাজাচ্ছে, অভাগ্যি ! আমি আবার ঐ ঘরে যাব, এখুনি শ্মশানে যাবার উদ্যোগ করি গে—সখীরা আমায় তার পার্শ্বে বসাবে। ছি ছি ! শৃগালীরা চিতা হতে টেনে নিয়ে আমার আদ্‌পোড়া মাংস ছিঁড়ে খাক্। মা বড় ব্যস্ত হয়ে-ছেন, আহ্লাদে পথ দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, তাঁর অনঙ্গ বাসরে

যাবে, তিনি লুকিয়ে থেকে কৌতুক দেখ্‌বেন। এই তাঁর অনঙ্গ যমের বাড়ী যায়—মাগো! তোর মায়া ভুল্‌তে ইচ্ছে করে না।

সখি! তোকে সকলই ত বলেছি, তবে তুই এমন সর্ব্বনাশ করলি কেন? তুই এত নিষ্ঠুর, একবার আমার মুখের দিকে চাইলি নে? পুষ্পকেতুই কি তোর এত আত্মীয়? যা কর্‌বার করেছিস্‌ এক্ষণে আমি চল্‌লাম—আমি ছেড়ে গেলাম্‌ তুই মাকে ছেড়ে যাস্‌নে।

(বাক্স খুলিতে উদ্যত) বিধাতা একান্ত বিমুখ, নইলে সুমতিরও যত্ন বিফল হয়! (সচকিতে) ও কি সখি! তুমি যে কাঁদ্দে কাঁদ্দে আস্‌ছ?

মালবিকার প্রবেশ

মাল। সখি! আমার বুক ফেটে গেল, একেবারে আমার শিরে শত শত বজ্রপাত হলেও বোধ হয় আমার এত কষ্ট হত না, (ক্রন্দন)

অন। সখি! একে জ্বলে মর্‌ছি, আবার কেন জ্বালাও, আর দগ্ধে মেরো না, এক কোপে কাটাই ভাল, কি হয়েছে, বল?

(নেপথ্যে) বাপের বেটী হব, হক্‌ কথা কব্‌ বাপ হলে কি হয়, বাবার মত নিষ্ঠুর ত্রিসংসারে আর কেউ নাই, এ সময়ে এমন কাজও কর্ত্তে আছে?

অন। (সহর্ষে স্বগত) বুঝি মা কালী মুখ তুলে চাইলেন, (প্রকাশে) সখি! এখানে এস, কি হয়েছে বল?

কেতকীর প্রবেশ।

কেত। পুরুষে যদি মেয়ের দুঃখ বুঝ্‌ত, তবে দুঃখ কি? তা হলে লোক আর এখান হতে স্বর্গে যেতে চাইত না—

অন। তোরা অম্নি করে মর্‌গে, আমি আর কথা কইব না, আমি যা ভাব্‌ছি তাই হয়েছে।

কেত। তুমি কি ভাব্‌ছিলে।

অন। হয় ত এ বিবাহে ভাঙ্‌চি পড়েছে—

মাল। (অনঙ্গের কণ্ঠ ধারণ করিয়া) সখি! এত দিন তুমি কেমন করে বাঁচবে, তোমার এ শরীর শিরীষ হতেও নরম, এই খবরেই হয় ত তোমার বুক ফেটে যাবে।

অন। সখি! আমি এক দিনের জন্যেও ভাবি নাই যে, এ বিবাহ হবে—তবে কেন আমার হৃদয় ফেটে যাবে? আমি স্থির করেছি যে কদিন বেঁচে থাকি কুমারীভাবে থেকে ঈশ্বরের আরাধনা কর্‌ব।

কেত। বাবা! কোন্ প্রাণে এ কাজ কর্‌লেন! তিনি তাই পেরেছেন—ছি ছি!

অন। সত্যিই বটে, তিনি তাই পেরেছেন আর কেউ হলে পার্‌ত না, তাঁর সমান বন্ধু আর কে আছে?

মাল। সখি! লজ্জায় কি করে, পিতা মাতার অপেক্ষায় কাজ্‌ কি? এমন কত রাজকন্যে লুকিয়ে বে করেছে বল ত, তোমার হৃদয়বল্লভকে এনে দি।

অন। দূর পোড়াকপালি! তোর সাধ্য কি, তিনি এখন অনেক দূরে, চ একবার কালী বাড়ী যাই—

[সকলের নিষ্ক্রমণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজভবন কক্ষান্তরে।

পুষ্পকেতু পত্র-পাঠে নিযুক্ত।

পুষ্প। “যুবরাজ!

আর আপনি মালবিকার কথায় প্রতারিত হইবেন না, তার মুখে যা কিছু শুনিয়াছিলেন তৎ সমুদায়ই অলীক মনে করুন, আপনি নিরুদ্বেগে পৃথুবিজয়ে যাত্রা করুন, তাঁহাকে প্রাণে বিনষ্ট করিবেন না, তাঁহাকে জীবিত বেঁধে আনিবেন। একবার তাঁহাকে দেখিতে বড় বাসনা হইয়াছে— তিনিই আমার যত দুঃখের মূল। যদি কখন মনোরথ পূর্ণ হয়, তবে অমাত্যের সমুচিত পুরস্কার করিব।”

তা আর বল্‌তে, আসি আগে, ব্যাটাকে উল্‌ট গাধায় চড়াইব।

“এক নিমিষের জন্যেও আপনার দাসী হইবার আশা রাখি না এজন্য নামের অগ্রে সে গৌরব রাখিলাম না ইতি”

শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরী—

গণপত মিশ্রের প্রবেশ।

গণ। যুবরাজের জয় হৌক্, যুবরাজ! একবার আমায় রাজসভায় নিয়ে চলুন না, একবার দেখি বেটা কি বলে

দূষেছে। বেটা! গর্ভস্রাব! আমার প্রতি কটাক্ষ! আমি যে দিন উত্তম বলে নির্ণয় করেছি, তাতে দোষারোপ! এত বড় আস্পর্দ্ধা! এত বড় যোগ্যতা! বেটার ত "ক" অক্ষর মহামাংস, মার্‌লে কোঁক্ করে না, পাছে "ক" নির্গত হয়! বেটাকে একবার সভায় আনয়ন করুন, আমি দশের সমক্ষে তাকে অপদস্থ কর্‌ব, এ যদি না করেন তবে এ প্রাণ রাখ্‌ব না—

"অবজ্ঞানং হি লোকেঽস্মিন্
মরণাদপি গর্হিতম্"

না জানি মহারাজ কি মনে করেছেন, তাঁর নিকট আমার অপ্রতিষ্ঠা করেছে।

পুষ্প। এতে আর অপ্রতিষ্ঠা কি? মনুষ্য মাত্রেরই ভ্রম হতে পারে।

গণ। কি! কি বল্‌লেন? গণপত মিশ্রের ভ্রম! আমাকে এই দণ্ডেই রাজদরবারে নিয়ে যেতে হবে। আমি আপনার এই ভ্রম নিরাস করে দিব—যদি বেটাকে এক কথায় নিরুত্তর না কর্‌তে পারি তবে আমায় ধিক্ থাক্—

পুষ্প। এখন আপনি বিচারে জয়ী হলেই বা লাভ কি, বিবাহ ত আর এখন হতে পারে না, যখন আমি কাল হস্তিনায় যাচ্ছি—আশীর্ব্বাদ করুন্ আমি জয়ী হয়ে আসি, তা হলে বামদেব শাস্ত্রীকে আপনার যা মনে আসে তাই কর্‌বেন।

গণ। কুমারের জয়লাভ হোক, আমি কাল হতে বগলা-মুখীমন্ত্রের পুরশ্চরণে প্রবৃত্ত হব—

পুষ্প। এ কাজের কথা—

বসন্তের প্রবেশ।

বস। উঃ! আমি কোথায় না খুঁজেছি।

তুমি যে এখানে নবরত্নের সভা করে বসেছ তা জান্তে পারি নাই—

গণ। হাঃ হাঃ নবরত্নের সভাই বটে—তুমি আসাতে যার অভাব ছিল, তাও পূর্ণ হয়েছে।

বস। কিসের অভাব?

গণ। কেন? বরাহের—

হাঃ হাঃ

(সকলের অট্টহাস্য।)

বস। ঠাকুরদাদা! বলি বন্ধুর ত হল না, তুমি কেন এই দিনে আইবুড়ো নামটা ঘুচিয়ে রাখ না?

গণ। আমি কি বারণ করেছি, তুমি যে বলেছিলে আজ্ তাঁকে দেখাবে?

বস। একটু পরেই দেখাচ্ছি, ঠাকুরদাদা ঐ তোমার কনে আস্‌ছে।

গণ। (সোল্লাসে) কৈ? কৈ?

লবঙ্গিকার প্রবেশ।

লব। বাপ্‌রে

গণ। সুন্দরী কি বল্‌ছেন্?

বস। তোমায় যা বল্‌বার, তাই বল্‌ছে।

লব। আজ্ আবার এ মহলে কেন ?

গণ। আহা ! স্বরটি কি মধুর ? কি বল্‌ছেন ?

বস। বল্‌ছেন্ "হ্যাগা ! ইনিই কি তিনি ? বোল্‌মাছ্ চিবুতে পারেন্ ত ?

গণ। সুন্দরি ! আমার বয়সে দাঁত পড়ে নি, আমার মা আজো কড়াই ভাজা মড়্ মড়্ করে চিবিয়ে খান, আ-মার সঙ্গে এলে কুষ্ঠি দেখাতে পারি

লব। দূর ড্যাক্‌রা ! আজ্ তোর সঙ্গে গিয়ে কি কর্‌ব ! একেবারে তোর সঙ্গে সমরণে যাব

বস। তোমার দাঁত্ পড়ে গেল কিসে ?

পুষ্প। তুমি ত কম পাগল নও।

গণ। আমার একটু গলা খুস্ খুস্ করে।

বস। উর্দ্ধকের ব্যায়রাম আছে বটে ? আমি একটা টোট্‌কা বলে দিব।

গণ। (সাবেগে) দাও না ভাই ! তা হলে ত বাঁচি, এই রোগেই ত আমায় যৌবনে জীর্ণ করেছে।

লব। হাঁ দাও, ছদে দাঁতগুলি ভেঙে গিয়েছে, আবার নুতন দাঁত উঠ্‌বে !

গণ। কৈ বল্লে না ?

বস। দেখুন, একটা তেএঁটে পাকা তাল সংগ্রহ কর্‌বেন।

গণ। তার পর ?

বস। তেমাত্রা পথে যাবে, গিয়ে সেইটে ভাঙ্‌বে, একটা আঁটি মাথা ডিঙিয়ে ফেলে দিবে, আর একটা পায়ের

নীচে দিয়ে, যেটা বাকি রইল বুঝ্‌তে পেরেছে? সেইটে টপ্ করে গিল্‌বে।

গণ। বাপরে! তা হলে যে মরে যাব?

বস। না মলে ত ও ব্যায়রাম সার্‌বে না?

গণ। হাঃ হাঃ রহস্যি কল্লে?

লব। তুমি এখন কুষ্ঠিখানা আন্‌তে পার?

গণ। এই দণ্ডেই—

লব। তবে নিয়ে এস, আমি এই খানেই রইলাম।

গণ। আমি এলাম বলে---

[বেগে প্রস্থান।

লব। যুবরাজ! রাজনন্দিনী উদ্দেশে আপনাকে প্রণাম করে এই অঙ্গুরীটি দিয়েছেন।

পুষ্প। কেন? কেন?

লব। তিনি বল্লেন "এ যুবরাজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়, আমি তাঁকে ভুলিবার চেষ্টায় আছি, তাঁর নাম মনে হলেই আমি আর আমাতে থাকি না। মন্ত্রীর মনস্কামনা পূর্ণ হোক, প্রতিজ্ঞা করেছি চিরকাল কৌমারব্রত করব, পৃথুর জন্যে ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিলাম।"

পুষ্প। বন্ধু! শুন্‌লে ত? লবঙ্গিকে! তাঁকে বুঝিয়ে বল, অচিরেই তাঁর সকল ক্লেশ দূর হবে, বন্ধু! চল, নইলে আবার সেই পাগ্‌লাটা এসে জ্বালাতন করবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

মন্ত্র-ভবন।

মন্ত্রী আসীন।

সুম। আর দুই এক দিনের মধ্যে পৃথুরাজ পুরী অবরোধ কর্‌বে। এখন উপায় কি, ভগবতী যে পৃথুকে শত্রু-ভাবে এখানে অন্‌বেন তা আমি অগ্রে বুঝ্‌তে পারি নাই।

পৃথু রূপ, গুণের একাধার। মহারাজ যে কি গুণে পুষ্পকেতুর প্রতি এত পক্ষপাতী হয়েছেন তা তিনিই জানেন! সে যা হোক এক্ষণে পৃথু চন্দ্রোদয়ে উচ্ছলিত সিন্ধুবেগের ন্যায় জগৎ আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে তার এ বেগ কে থামায়? পুষ্পকেতু গণ্ডশৈলমাত্র। তার সাধ্য কি যে সে ক্ষণকালের নিমিত্ত পৃথুর প্রতিরোধ করে। এক্ষণে কন্যাপণে সন্ধির প্রস্তাব করা প্রত্যুত তপ্ত তৈলে জলবিন্দুর ন্যায় সাতিশয় উদ্দীপক হইবে।

সুন্দরক বলে পৃথুর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল মহারাজকে জীবিত বেঁধে নিয়ে তার প্রতীহারে নিযুক্ত কর্‌বে—শুনে শরীরের শোণিত শুষ্ক হয়েছে, তবে সাহসের মধ্যে এই যে পৃথুর উপর ভগবতীর সাতিশয় প্রভুত্ব আছে। এক প্রকার হয়েছে ভাল, মহারাজ দেখ্‌তে পাবেন তাঁর পুষ্পকেতুর কতদূর বল বুদ্ধি—

(নেপথ্যে মঙ্গলধ্বনি।)

এই যে মহারাজ আস্‌ছেন !

জয়চন্দ্রের প্রবেশ।

জয়। ভাল সুমতি ! সুন্দরক বল্লে এখান হতে কে পত্র লিখেছে, কার আসন্নকাল উপস্থিত ? কে কেশরীর জটা ধরে আকর্ষণ কর্‌লে ?

সুম। মহারাজ ! তদনুসন্ধানে আমাদের প্রয়োজন কি ? আপনি গোপনে কিছুই করেন নাই, যখন অদ্যাপি প্রতিহারে পৃথুর প্রতিমূর্ত্তি রয়েছে। প্রজাবর্গের মধ্যে রাজবিদ্রোহী কেহই নয়। মনে করুন পৃথুর রাজ্যে যে দিন যা হচ্ছে তা আমরা কেমন করে জান্‌তে পার্‌ছি। সুন্দরক সন্ন্যাসিবেশে কেমন পৃথুর বিশ্বাসী ও ভক্তি-ভাজন হয়েছিল ! কৈ ? পৃথু একবারও মনে ভাবে নাই যে সে আমাদের গূঢ়চর ; সেও একজন মহারাজের ন্যায় বিজিগীষু রাজা, তার কি এ রাজ্যে গূঢ় প্রণিধি নাই ?

জয়। এক্ষণে উপায় ? অবন্তিরাজ যে সৈন্য পাঠায়েছেন তাহা কেমন দেখ্‌লে ?

সুম। বড় মন্দ নয়, কাশীরাজ পত্র লিখেছেন যে আমাদের শেষ পত্র যাবার পূর্ব্বে তিনি জলপথে হস্তিনায় এক দল সৈন্য পাঠায়েছেন।

জয়। তার অপরাধ কি ? পূর্ব্বে হস্তিনায় পাঠাবারই ত কথা ছিল, এক্ষণে উপায় ?

সুম। আমি পত্র পাঠ মাত্র তাহাদিগকে ফিরাবার জন্যে লোক পাঠায়েছি।

জয়। বেস্ করেছ, কলিঙ্গের সংবাদ কি?

সুম। অচিরেই তথা হইতে সৈন্য আস্‌বে।

রাজা। নগরে ঢ্যাঁট্‌রা ফিরান হয়েছে? অভ্রংলিহ প্রাসাদে কে আছে?

সুম। নগরের সকলেই সতর্ক হয়েছে, অভ্রংলিহ প্রাসাদে জয়কেতু আছে, সে ইতিপূর্ব্বে বলে গিয়েছে চারি ক্রোশের মধ্যে পৃথুর আগমনের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই।

জয়। অস্ত্রাগার পরীক্ষা করা হয়েছে ত?

সুম। তাহা অগ্রেই পরীক্ষিত হয়ে—সমাচার কি জয়কেতু?

সসম্ভ্রমে জয়কেতুর প্রবেশ।

জয়কে। দেখা দিয়েছে।

সুম। কেমন বোধ হল?

জয়কে। অধিক সৈন্য আস্‌ছে এমন বোধ হয় না

সুম। তবুও বিশেষ সতর্ক থাক্‌বে। আচ্ছা, তুমি যাও (জয়কেতুর প্রস্থান) এক্ষণে রাজপরিবার দুর্গে গিয়ে অবস্থান করুন, যদি পৃথুর পুরপ্রবেশ প্রতিশেধ করা যায় তা হলে পুরবাসীদের তাদৃশ উত্পীড়ন হয় না

জয়। ভয় কি, পুষ্পকেতু সসৈন্যে পুরদ্বার রক্ষা কচ্ছে।

সুম। একা পুষ্পকেতুর সাধ্য নয়

জয়। আমিও চল্লাম, তুমি রাজভবনের পরীক্ষা সম্পাদন
কর গে

(নেপথ্যে পটহনিনাদ, সেনা কল কল, এবং ধনুষ্টংকার)

সুম। উঃ যেন তীরবেগে আস্‌ছে ! !

[বেগে এক দিক দিয়া সুমতি এবং অপর দিক দিয়া
রাজার নিষ্ক্রমণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।
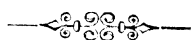
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

বসন্ত এবং গণপত মিশ্রের প্রবেশ।

বস। উঃ! যে দেখ্‌তে এমন সুন্দর তার স্বভাব এত নিষ্ঠুর!! তুমি আমার মূর্চ্ছা ভাঙ্‌লে কেন? আমি যে তাতে বেস্‌ ছিলেম!

গণ। হাঁ, এই দুর্গে যাবার পথ, বরাবর চল।

বস। আহা! আর কি বন্ধুকে জীবিত দেখ্‌তে পাব! যে প্রহার করেছে, তাতে পুনর্জীবনের কোন আশা নাই (গণপতের প্রতি) বলি বন্ধুকে যখন দুর্গে নিয়ে গেল, তখন কেমন দেখ্‌লে? বাঁচ্‌বার আশা আছে?

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ।)

এ আবার কি?

সসম্ভ্রমে জনেক গর্ভবতীর প্রবেশ।

গর্ভবতী। অগো বাছা! তুমি আমার ধর্ম্মের বাপ্‌, আমার বাড়ীর পথটি দেখিয়ে দাও, বাছা আমি আড়াই বছ-রের ছেলে ঘরে কেলে এসেছি

বস। বাছা আমি বিদেশী, তোমার বাড়ী কোন্ দিকে তা ত জানি না—

গর্ভ। (দীর্ঘ নিশ্বাসে) ও বাবা! তবে কি হবে? ও মা! আমি কোথা যাব? আমি যে আর চল্‌তে পারি নে। আমার যে প্রসব বেদনা এলো, ও বাবা! আমার সোয়ামীকে দেখেছ?

বস। বাছা! তাঁকে আমি কেমন করে চিন্‌ব?

গর্ভ। ও বাবা! তাঁর কোলে আমার বুড়ো শাশুড়ী আছেন—

বস। বাছা! ভয় নাই, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমার স্বামীকে দেখেছি, তিনি ঐ দুর্গের ভিতর গিয়েছেন। কেন বাছা! তুমি এমন সময়ে ঘর ছেড়ে বেরুলে?

গর্ভ। আহা বাবা! আর কি ঘরে থাক্‌বার যো আছে, পৃথুরাজার সৈন্যে নগর তলমছল কর্‌ছে। আমার সুমুখেই একজন বেশ্যার সব লুটে নিলে, তা দেখে আমি আর ঘরে থাক্‌তে পার্‌লেম না, আদ্দেক পথ এসে আমার বাছার কথা মনে পড়েছে।

বস। (সভয়ে) কেন? আমাদের মহারাজ ত পুর-দ্বার রক্ষা কর্‌ছেন?

গর্ভ। ও বাবা! তা আমি জানি না। আমাদের তিনি এসে বল্লেন " মহারাজ মৃতপ্রায়, আর এখানে থাকা নয়, অগ্রে মাকে দুর্গে রেখে আসি, পরে তোমাদিগকে নিয়ে যাব। "

(নেপথ্যে) "খবরদার, খবরদার, যেন স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালকের কোন প্রকার অত্যাচার না হয়।"

গর্ভ। আহা বাবা! তুমি কে? তোমার যেন রাজ্যলাভ হয়।

গণ। পলাও, পলাও।

[বসন্তের হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক বেগে নিষ্ক্রমণ।

পৃথুরাজ এবং দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।

গর্ভ। (উচ্চৈঃস্বরে) ও বাবা! তোমরা কে? আমি গর্ভবতী ব্রাহ্মণের পত্নী, আমায় রক্ষা কর (ভূতলে পতন)

পৃথু। কিছু ভয় নাই, উঠুন, উঠুন।

গর্ভ। (উঠিয়া) ও বাবা! আমার কচিছেলে ঘরে ঘুমুচ্ছে, আমি তারে ফেলে এসেছি।

পৃথু। ভয় কি, চল, আমি তোমার ছেলে এনে দিচ্ছি।

গর্ভ। আহা বাবা! তুমি চিরজীবী হও, এই পৃথুরাজার মত তোমার যেন পরাক্রম হয়।

পৃথু। তোমার বাড়ী কোন দিকে বাছা?

গর্ভ। ও বাবা তা আমি জানি না, আমি কখন ঘরে থেকে বেরুই নি, বাছা আমি কোথায় এসেছি তাও জানি না।

পৃথু। আচ্ছা, তোমার বাড়ীর কোন চিহ্ন আছে?

গর্ভ। ও বাবা! আমার বাড়ীর সমুখে বাঁধা বটতলা, সেখানে গ্রাম্যদেবতার পূজা হয়।

পৃথু। তবে কোন চিন্তা নাই, কালকেতু! তুমি এঁকে এঁর

বাটীতে রেখে এস, চারিজন সৈনিক যেন এঁর রক্ষায় নিযুক্ত থাকে।

কাল। যে আজ্ঞে মহারাজ ! মা তবে আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

গর্ভ। বাবা ! আমি চিন্তে পারি নি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন।

[কালকেতুর নিষ্ক্রমণ।

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ)

পৃথু। ভীমসেন !

ভীম। (কৃতাঞ্জলীপুটে) কি আদেশ ?

পৃথু। কি উৎপাত ! সৈনিকেরা কার আজ্ঞায় এরূপ উৎপীড়ন আরম্ভ কল্লে ! গর্ভবতীর অবস্থা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি—এখনও আমার শরীর লোমাঞ্চিত হচ্ছে ! কার সাহসে উহারা এত সাহসী হয়েছে ? শীঘ্র যাও, নিষেধ করে দাও, আর চল, প্রতীহার হতে প্রতিমূর্ত্তি আন্তে হবে।

ভীম। তবে আমি অগ্রসর হই।

পৃথু। হাঁ চল।

[উভয়ের নিষ্ক্রমণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০ঃ☰ঃ০—

রাজভবন, জয়চন্দ্রের শয়নমন্দির।

পর্য্যঙ্কে শয়নে উন্নিদ্র পৃথু এবং তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট

বঙ্গপরিকর ভীমসেন এবং কালকেতুর প্রবেশ।

পৃথু। ভীমসেন! প্রভাত হয়েছে কি?

ভীম! আজ্ঞে, হস্তিনায় হলে একথা জিজ্ঞাসা করতে হত না, এতক্ষণে বন্দিগণের প্রাভাতিক মঙ্গল-সংগীতে দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হত।

কাল। চন্দ্র অস্তোন্মুখ।

পৃথু। ভগবতী কামন্দকীর সন্ধান পেয়েছ কি?

কাল। আজ্ঞে, তাঁর সন্ধানে গিয়ে সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।

পৃথু। (সাবেগে গাত্রোত্থান করিয়া) হাঁ কি বল্লে? (স্বগত) ঠিক্ কথা, এখন অনঙ্গমঞ্জরীর অর্থ বুঝা গেল, সে দিন অনঙ্গমঞ্জরীর নাম করেই অপ্রতিভ হয়ে রতি-ব্যপদেশে গোপন করেছিল, সে যে অত্রত্য গূঢ়চর ছদ্মবেশে হস্তিনায় ছিল তাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই (প্রকাশে) কেমন সেনাপতি! আমরা যে এখানে আস্‌ব—তা এরা অগ্রে জান্তে পেরেছিল? এদের সতর্কতা দেখে সেইরূপ বোধ হয় না?

ভীম। তা বেস্ বোধ হয়, আমাদের এই পুরী অবরোধ কর্ব্বার অনেক পূর্ব্বে এরা জান্তে পেরেছিল, এই দেখুন না, রাজগৃহের আলেখ্যগুলি পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছে।

কাল। আমার ঐ সন্ন্যাসীর প্রতি সন্দেহ হয়।

পৃথু। সে তোমায় কি বল্লে ?

কাল। বল্লে তুমি যাও, আমি প্রভাতে ভগবতীকে সঙ্গে নিয়ে, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌ব।

পৃথু। আচ্ছা তুমি দেখে এস দেখি, তোরণদ্বারে সেই তিনটী প্রতিমূর্ত্তি আছে কি না ?

[কালকেতুর প্রস্থান।

পৃথু। (স্বগত) "তামিন্দুসুন্দরমুখীং হৃদি চিন্তয়ামি"

কামন্দকী এবং সুন্দরকের প্রবেশ।

পৃথু। (উঠিয়া) ভগবতী! অনেক দিনের পর শ্রীচরণ দর্শনে আত্মা পবিত্র হল, আজ্ আমার সুপ্রভাত— (প্রণিপাত)

কাম। বৎস! চিরজীবী হও (পৃথুর মস্তকে করার্পণ)

সুন্দর। এ দাসের অপরাধ মার্জ্জনা হয়, (পৃথুর চরণস্পর্শ)

পৃথু। তুমি আমার প্রনিধি সুমন্ত্র হতে কোন অংশে ন্যূন নও, আমি তোমার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হয়েছি।

[সকলের উপবেশন।]

কাম। বৎস! অনেক কথা আছে, প্রথম—নগরের কোন প্রকার উৎপীড়ন না হয়।

পৃথু। অগ্রেই এ বিষয়ে আদেশ প্রদত্ত হয়েছে, ভীমসেন! যাও, ঘোষণা করে দাও, যদি কেহ কোন প্রকার উৎপীড়ন করে, তৎক্ষণাৎ সে উৎকট্ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ভীম। যে আজ্ঞে, আমি সকলকে মহারাজের আদেশ অবগত করে দিইগে।

[প্রস্থান।

কাম। বৎস! পদাহত না হলে ভুজঙ্গ ফণামণ্ডল বিস্তার করে না, তেজস্বী অপরের তেজ সইতে পারে না, সূর্য্য-করস্পর্শে সূর্য্যকান্ত অগ্নি বমন করে, এই জন্যই পত্রে তোমার সেইরূপ ক্রোধোদ্দীপন করেছি, তা না হলে তোমাকে এত শীঘ্র এখানে পেতেম্ না।

পৃথু। আমার কৌতূহল পূর্ব্বে উদ্বুদ্ধমাত্র হয়েছিল, এক্ষণে আপনার কথায় সাতিশয় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ্ল।

কাম। গত রাত্রে তোরণদ্বারে যে স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি ছিল—

পৃথু। রাজা জয়চন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তির হস্তে যে পত্র ছিল, তৎপাঠে জেনেছি, তাহা রাজকন্যা অনঙ্গমঞ্জরীর প্রতিমূর্ত্তি।

কাম। সেই পত্রখানি কৈ?

পৃথু। (অঙ্গ-বস্ত্র হইতে বাহির করিয়া) এই সেই পত্র।

কাম। একবার পাঠ কর, তৎকালে চিত্তের স্থিরতা ছিল না। কি লেখা গিয়েছে ভাল স্মরণ হচ্ছে না।

[পৃথুর পত্র পাঠ।]

"বৎস! ক্রোধ সম্বরণ কর, না জেনে দোষ করেছি

এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করি। “সংবৃণোতি খলু দোষ মজ্ঞতা,” অজ্ঞতাই অজ্ঞানকৃত দোষ মার্জ্জনার হেতু। অনঙ্গমঞ্জরী আমার একমাত্র কন্যা, ইহাকে তোমার করে অর্পণ কল্লাম ‘রত্নং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন’ তুমি ইহাকে গ্রহণ কর্‌লে মণিকাঞ্চনের যোগ হইবে, তুমি এই কন্যার সহিত আমার সমুদায় রাজ্যের অধিকারী “ইত্যলং বিস্তরেণ।”

কাম। পত্রখানি ছিঁড়ে ফেল।

পৃথু। যে আজ্ঞা (তথা অনুষ্ঠান।)

কাম। বৎস!

পৃথু। আজ্ঞা হৌক।

কাম। গত রজনীতে তোরণদ্বারে যা দেখেছ তাহা মহারাজের জ্ঞাতসারে হয় নাই, তিনি এপর্য্যন্ত মূর্চ্ছাপন্ন আছেন, আমি এক্ষণে চল্‌লাম মন্ত্রীর নিকট যেতে হবে।

পৃথু। যে আজ্ঞা, (গাত্রোত্থান)

সুন্দ। ভগবতী! আপনি যেজন্য এখানে এসেছেন, তার—

কাম। এমনি অন্যমনস্ক হয়েছি, প্রকৃত কাজেই বিস্মৃতি—বৎস! বস।

পৃথু। আদেশ হৌক (উপবেশন)

কাম। তোমার প্রকৃতি দর্শনে এবং আমার মুখে তোমার গুণকীর্ত্তন শ্রবণে তোমার প্রতি রাজপুত্রীর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে, কিন্তু মহারাজ অবন্তিরাজপুত্র পুষ্পকেতুকে কন্যা দান কর্‌বেন বলে সংকল্প কচ্ছেন।

এ বিবাহ কবে সম্পন্ন হত, কেবল আমি এবং রাজ-মন্ত্রী সুমতি রাজকন্যার কাতরতা দেখে, এপর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রেখে, তোমায় এখানে এনেছি, কএক দিন অপেক্ষা কর্ত্তে হ:ব। রাজমন্ত্রী অতি সুচতুর, বিষম কার্য্য সঙ্ক:টেও তাঁর বুদ্ধি বিশদ ও অবিচলিত থাকে, তিনি অচিরেই কোন না কোন সদুপায় উদ্ভাবন কর্ব্বেন, এক্ষণে যেন রহস্যভেদ না হয়, রাজা জয়চন্দ্র দারুন অভিমানী, যদি জান্তে পারেন তাঁর কন্যা শত্রুর প্রতি আশক্তচিত্ত, তা হলে বিষম অনর্থ ঘটাবেন।

পৃথু। যে আজ্ঞা।

কাম। এক্ষণে চল্লাম, সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে, এস সুন্দরক!

[কামন্দকী এবং সুন্দরকের প্রস্থান।

কাল-কেতুর প্রবেশ।

কাল। সে তিনটী প্রতিমুর্ত্তির একটিও সেখানে নাই।

পৃথু। ভগবতী যা বলেছেন, মন্ত্রীটি বিলক্ষণ বিচক্ষণ।

[সকলের নিষ্ক্রমণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুর্গ মধ্যস্থ শয়ন-গৃহ।

ঔষধপ্রয়োগে তৎপরা অনঙ্গমঞ্জরী, বেদনায় কাতর রাজা এবং তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট।

মন্ত্রী সুমতির প্রবেশ।

রাজা। তোমায় এমন কাজ কর্‌তে কে বলেছিল! তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে? আমাকে দগ্ধে মার্‌বার জন্যেই তুমি এই রূপ মুর্খের ন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ? আমার চৈতন্য না হওয়াই ভাল ছিল।

অন। (মৃদুস্বরে) ঘায়ের মুখগুলি শুকিয়ে এসেছিল, আবার চাড়্‌পেয়ে সব ফেটে যাওয়াতে রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়্‌ছে।

রাজা। পড়ুক, মরণ হলেই বাঁচি, মহিষী কোথায়?

সুম। তিনি যুবরাজকে দেখ্‌তে গিয়েছেন—

রাজা। (অনঙ্গের প্রতি) যুবরাজ কেমন আছেন? কে তার শুশ্রূষায় নিযুক্ত?

সুম। যুবরাজ উঠে বসেছেন, মালবিকা তাঁর শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছে, মহিষীও সর্ব্বদা তাঁর তত্ত্বাবধারণ কর-ছেন।

রাজা। তুমি আমার সম্মুখ হতে দূর হও, আমি আর তোমার মুখ দেখ্‌তে চাই না (অনঙ্গের প্রতি) একবার মহিষী ও যুবরাজকে এখানে আনাও, আমার যা

বক্তব্য আছে বলে যাই, এ শত্রুধিকৃত প্রাণ আর রাখ্‌ব না " সতাং মানে ম্লানে মরণমথবারণ্য শরণম্‌ " মান হানি হলে ভদ্রে হয় প্রাণত্যাগ কর্‌বে না হয় অরণ্যে যাবে।

[নীরবে রাজার গাত্রে অনঙ্গমঞ্জরীর ঔষধ লেপন।]

সুম। মহারাজ! তবে আমি এক্ষণে জন্মের মত বিদায় হলেম্‌ এক্ষণে আমার দর্শন মহারাজের ঐ সকল ক্ষত প্রদেশে লবণাম্বুর ন্যায় অসহ্য হয়েছে।

অন। (সাবেগে) আবার বুঝি মূর্চ্ছা হল।

[চখে মুখে মস্তকে গোলাপ জল সেচন।]

রাজা। (নেত্র উন্মীলন করিয়া) সুমতি কি গিয়েছে ?

সুম। মহারাজ! স্বামিভক্তি যে আমায় যেতে দেয় না এবং কর্ত্তব্যানুষ্ঠানই আমার আত্ম-প্রসাদ—

রাজা। কর্ত্তব্যানুষ্ঠান কিসে হল আমায় বুঝিয়ে দাও।

সুম। রাজনীতি বিষম জটিল, এক্ষণে মহারাজের শরীর নিতান্ত অসুস্থ, অতএব সে বিষয়ের আন্দোলনে প্রয়োজন নাই।

রাজা। আমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আছি, তুমি বল—

সুম। পুষ্পকেতু অচৈতন্য, মহারাজ মূর্চ্ছাভিভূত, সেনানীর অভাবে সৈন্যগণ কে কোথায় গিয়েছে তার উদ্দেশ নাই, পৃথুসৈন্য যার পর নাই পৌরজনের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করেছে। তাদের আর্ত্তনাদে হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগ্‌ল, কি করি, কোথায় যাই, কি উপায়ে এই

উৎসন্ন-প্রায় পুরী রক্ষিত হয় এইরূপ চিন্তা কর্‌ছি এমন সময়ে ভগবতী কামন্দকী নিকটে উপস্থিত হলেন।

রাজা। তার পর ?

সুম। তার পর তিনি বল্লেন "অমাত্য! কর্‌ছ কি ? দেশ ত উৎসন্ন হয়, শীঘ্র পৃথুর সহিত সন্ধি কর" আমি বল্লাম "ভগবতি! আমার ত বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হচ্ছে না, কি উপায়ে সন্ধি করা যায় তা বলুন।"

রাজা। তার পর ?

সুম। তার পর তিনি বল্লেন "পৃথুর প্রতিমূর্ত্তি বরবেশে সজ্জিত কর, রাজার প্রতিমূর্ত্তি রাজপুত্রীর প্রর্ত্তিমূর্ত্তিকে তাঁর করে সমর্পণ করুন, পৃথুর প্রতিমুর্ত্তিই অপমানিত হয়েছে রাজার প্রতিমূর্ত্তিও তার সম্মান রক্ষা করুন।"

রাজা। তুমি রাজপুত্রীর প্রতিমূর্ত্তি কোথায় পেলে ?

সুম। পূর্ব্বে পৃথু হতে অনিষ্টাশংকা করে রাজপুত্রীর প্রতি-মূর্ত্তি প্রস্তুত করে রেখেছিলেম্—

রাজা। তার পর ?

সুম। তার পর আমি বল্‌লাম "এ উপায় ভাল নয়, এতে মহারাজের মানহানি হবে" কিন্তু তিনি তা শুন্‌লেন না, বল্‌লেন, "স্বকার্য্য সাধনের জন্য স্বয়ং পুরুষোত্তম হরি স্ত্রী হয়েছিলেন,তথাপি তাঁকে কে না পুরুষোত্তম বলে?" আমিও তৎকালে উপায়ান্তর না দেখে আপাততঃ ধূলি-মুষ্টি প্রক্ষেপের ন্যায় এই উপায় অবলম্বন কর্‌লাম্। পৃথু রাজপুত্রীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শনেই মোহিত হয়েছে— কোন প্রকারে তারে প্রতারিত করে অবসর লাভ করা

আমার উদ্দেশ্য সে বিষয়ে আমি কৃতকার্য্য হয়েছি, আপনি আরোগ্য লাভ করেছেন, বিদেশ হতে সৈন্যও আগতপ্রায়, এক্ষণে পুষ্টবল হয়ে অনায়াসেই তাকে পরাস্ত কর্‌তে পার্‌বেন। কেহই বিশ্বাস করে নাই যে, মহাজের জ্ঞাতসারে এই কন্যাপণ সন্ধি সংস্থাপিত হয়েছে।

রাজা। (সহর্ষে) একথা তুমি আমায় এতক্ষণ বল নাই কেন?

অন। (স্বগত) হৃদয়! আশ্বস্ত হও, আমার প্রতিমূর্ত্তি দেখেই তিনি মোহিত হয়েছেন!

রাজা। সুমতি! উত্তর দিচ্ছ না যে?

সুম। এতক্ষণ মহারাজ অসুস্থ ছিলেন, এজন্য বল্‌বার অবসর পাই নাই।

রাজা। (সুমতির হস্ত ধারণ করিয়া) সুমতি! তোমায় আজ্‌ বিস্তর বলেছি, অকৃত্রিম প্রণয় এবং সৌহার্দ্দ কখন কখন অবক্তব্য বলায়,এক্ষণে আমার মনে অত্যন্ত অনুতাপ হচ্ছে।

সুম। যদি মনে এমন বিশ্বাস হয়ে থাকে যে পারৎপক্ষে আমা হতে মহারাজের কোনপ্রকার অনিষ্ট বা মান হানিকর কিছু ঘটে না তা হলেই চরিতার্থ হলাম।

রাজা। এক্ষণে আমার গাত্রে বেস শক্তি হয়েছে, আজ্‌ স্বয়ং স্নান গৃহে গিয়ে স্নান কর্‌ব, তোমরা দুইজনে আমায় একটু ধর

[এক হস্ত অনঙ্গমঞ্জরীর এবং অপর হস্ত মন্ত্রীর স্কন্ধে সন্নিবেশিত করিয়া রাজার নিষ্ক্রমণ।

তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।
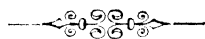
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাত্যায়নীর মন্দির।

মন্দিরের অভ্যন্তরৈকদেশে ধ্যান-মগ্ন বৃদ্ধ তাপস এবং দ্বারদেশে অনঙ্গমঞ্জরী ও অপরাজিতার প্রবেশ।

অন। (কৃতাঞ্জলিপুটে)

নমো হরমোহিনি !
মনোঽভীষ্টদায়িনি !
অসিত চরণে রুধির দাগ
নীলপদ্মে যেন অরুণ রাগ
মরি মরি কি রমণ সোহাগ
রমণ হৃদয়বাসিনি !
তড়িজিনি হাস্য কমল বদনে
খঞ্জন গঞ্জন সুচারু নয়নে
ভ্রুকুটি ভীষণে বিকট রসনে
মা তুমি দনুজদলনি !

প্রণিপাত এবং উভয়ের মন্দিরে প্রবেশ।

অপ। রাজপুত্রি! কৈ? এখানে ত আসেন নি?

অন। আপনি কি মনে করেন, ভগবতী প্রবঞ্চনা করেছেন ঐ দেখুন দেখি, কে বসে আছেন, ওঁকে দেখে পাছে রহস্য প্রকাশ হয় এই ভয়ে তিনি প্রস্থান করেছেন। চলুন আমরাও যাই যদি ওঁর সমাধির বিঘ্ন ঘটে তা হলে অসন্তুষ্ট হবেন।

অপরা। আহা! এতটা পরিশ্রম বৃথা হলো গা?

অন। এমন কথা বল্‌বেন না মহামায়ার ত শ্রীচরণ দর্শন হয়েছে।

অপরা। রাজপুত্রি! ওঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব, এখানে কেউ এসেছিল কি না?

অন। তাতে ফল কি?

অপরা। যদি না এসে থাকেন তা হলে একটু অপেক্ষা করি।

অন। এখানে সাক্ষাৎ হবার আর কোন আশা নাই, চলুন ফিরে যাই।

[উভয়ের নির্গমন।

(অভ্যন্তরে) "হা নাথ! হা হস্তিনাপতে!"

অন। (সচকিতে) আমায় ধর—(উৎকম্প)

অপরা। রাজপুত্রি! এমন হলে কেন? ভয় কি, এ কখনই আর্ত্তনাদ নয়, এখনও দুদণ্ড হয় নি, আমি তাঁকে স্বচ্ছন্দশরীর দেখে এসেছি।

(পুনরভ্যন্তরে) "হা নাথ ! একবার অলক্ষিতভাবে এখানে এস, শ্রীকৃষ্ণ যেমন রুক্মিণীকে উদ্ধার করেছিলেন, তুমিও তেমনি আমায় উদ্ধার কর। "

অন। আপনার কি বোধ হয় ? মন্দিরের ভিতর এই শব্দ হচ্ছে বোধ হয় না ?

বেগে মন্দিরে প্রবেশ।

অপরা। (প্রবেশ করিয়া) রাজপুত্রি ! তুমি কি পাগল হলে ? আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

অন। তাই ত গা আমিও ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। (দেখিয়া) আর্য্যে ! ঐ সন্ন্যাসীর বাঁদিকে যে চিত্রপট খানি পড়ে রয়েছে ঐ খানি আমাকে চেয়ে দিন না—

অপরা। ঐ পট খানি নিয়ে কি হবে ?

অন। দেখুন ঐ সন্ন্যাসীকে প্রকৃত সন্ন্যাসী বলে বোধ হয় না।

অপরা। তবে তুমি স্বয়ং গিয়ে পট খানি কেন চেয়ে ন্যাও না ?

অন। (নিকটে যাইয়া) ভগবন্ ! এই পট খানি আপনি কোথায় পেয়েছেন ?

সন্ন্যা। যেখানে পাই না কেন, তোমার যদি এতে প্রয়োজন থাকে স্বচ্ছন্দে লয়ে যাও (পট প্রদান)।

অন। এখানি ত আমি চাই নি।

অপরা। (নিকটে যাইয়া) কেন এই যে তুমি ঐ পটখানি চাইলে ? (দেখিয়া) এই ত হস্তিনাপতি চরণে পতিত, কিন্তু যাঁর চরণে পতিত তাঁকে চিন্‌তে পার্‌ছি না।

অন। (স্বগত) জীবিতেশ্বর ত আমায় দেখেন নি, আমার প্রতিমূর্ত্তির অবিকল অনুকরণ করেছেন (প্রকাশে) আর্য্যে ! এ পট খানি ত আমার নয়, আমার খানি আমায় দিতে বলুন—

সন্ন্যা। এখানি ত তোমার নয়, এখানি যাঁর, তিনি দিতে বারণ করেছেন।

অন। তিনি কে ?

সন্ন্যা। তা আমি জানি না, ইতিপূর্ব্বে জনেক যুবা এই মন্দিরে প্রবেশ করেন, আমায় দেখে কিঞ্চিৎ শঙ্কিতও হলেন, কিঞ্চিৎ বিষণ্ণও হলেন, বল্লেন যদি কোন দিব্যাঙ্গনা এখানে আসেন তবে তাঁকে এই পটখানি দিবেন, আর বল্‌বেন এই পটখানি তাঁর শয্যার আস্তরণের নীচে ছিল, পুণ্যবলে আমার হস্তগত হয়েছে।

(অনঙ্গের অপরাজিতার মুখাবলোকন।)

অপরা। এ সম্ভব বটে।

অন। ঐ পটখানি আমি দুর্গে যাবার সময় নিতে অবসর পাই নাই, অগত্যা আমায় রেখে যেতে হয়েছিল, কিন্তু হস্তিনাপতি যে এই পট অন্যের হস্তে সমর্পণ করে যাবেন তা আমি কোন ক্রমে বিশ্বাস কর্‌তে পারি না।

সন্ন্যা। কেন ?

অন। যদি আবার কখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তবে তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌বেন; এক্ষণে চল্লাম অভিবাদন করি। (প্রণিপাত)

সন্ন্যা। (কৃত্রিম শ্মশ্রুরাজি এবং জটাভার ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া) রাজপুত্রীর ইষ্টদর্শন হৌক (সম্মুখে দণ্ডায়মান)

অপরা। আহা! আপনি কে গা! আপনি কি সেই ভস্ম-রাশি হতে উঠে এলেন? রতিদেবী এখন কোথায়? এসে গাত্র মার্জ্জন করে দিন না (বসনাঞ্চলে পৃথুর গাত্র মার্জ্জন করিতে করিতে) রাজপুত্রি! দেখুন শরৎ মেঘে যে জ্যোতিঃ আবৃত ছিল—

অন। (উঠিয়া স্বগত) একি! সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদের ফল যে হাতে হাতেই!

পৃথু। (অনঙ্গের হস্ত ধরিয়া) জীবিতেশ্বরি! তুমি এই চিত্রপটে লিখেছ "হে নাথ হস্তিনাপতে! আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাও"; এক্ষণে চল হস্তিনায় যাই।

অপরা। রাজপুত্রী যে এখন কোন কথা কচ্ছেন না!!

অন। (জনান্তিকে অপরাজিতার প্রতি) আর্য্যে! এপোড়া হৃদয় বুঝি আমায় অপনাধিনী কল্লে, আমি যে দাঁড়াতে পাচ্ছি না, কথা কইব কি? আমার উরু থর্ থর্ করে কাঁপছে।

অপরা। মহারাজ অপনি বসুন, রাজপুত্রী দাঁড়াতে পাচ্ছে না।

(সকলের উপবেশন।)

অপরা। মহারাজ! দেখুন রাজপুত্রী এখনও প্রকৃতিস্থ হতে পারেন নি—ভয়ে এখনও শরীর কাঁপছে।

পৃথু। যে ঔৎসুক্য লজ্জা ও ভয়কে তিরোহিত করেছিল তাহা এক্ষণে পরিতৃপ্ত হওয়াতে একেবারে নিস্তেজ হয়েছে, সুতরাং জীবিতেশ্বরী এক্ষণে লজ্জা ও ভয়ে জড়ীভূত হবেন আশ্চর্য্য কি ?

অন। (অপরাজিতার কর্ণমূলে) চলুন আমরা যাই, আর অধিকক্ষণ মহান্তজির সমাধির বিঘ্ন করা আমাদের উচিত হয় না।

পৃথু। সমাধির ফললাভ করেছি, সমাধি লভ্য এ জগতে আর কিছুই নাই, সুতরাং, আর সমাধির প্রয়োজন কি ?

অপরা। মহারাজ ! সন্ধ্যা হয়েছে, মালবিকা আগত প্রায়, দেবলেরাও আমাদের নিষ্ক্রমণ অপেক্ষা করে রয়েছে, রাজপুত্রী আমাকে বল্‌তে বলেছিলেন, " পুষ্পকেতুর ভয়ে ইহাঁর নিদ্রা নাই "।

পৃথু। আমি কি রাজপুত্রীর একটি কথার পাত্রী নই ?

অন। (স্বগত) আমি ত বলেছি এ পোড়া হৃদয় আমায় অপরাধিনী কর্‌বে ! (প্রকাশে) যাঁর স্ত্রী হত্যার শঙ্কা নাই তিনি কথার পাত্রী কিসে ?

পৃথু। কিসে ?

অন। কষ্ট সওয়া অভ্যাস আছে তাই মন্দিরে এসে প্রাণ বিয়োগ হয় নি—

পৃথু। আমার সহস্র অপরাধ হয়েছে, তোমার মন্দিরে আস্‌বার সময় ছদ্মবেশে থাকা সচেতা সহৃদয়ের কার্য্য হয় নি।

অপরা। হতবিধি আমাকেই অপ্রিয়—সংবাদিনী কল্লে, মহারাজ ভগবতী মালবিকাকে, সঙ্গে লয়ে, এই দিকে আস্‌ছেন।

পৃথু। পৃথু জীবিত থাক্‌তে পুষ্পকেতু হতে কোন শঙ্কা নাই; এত কি পুণ্য যে ক্ষোভ মিটায়ে সুখ ভোগ করি—

[অপর দ্বার দিয়া বেগে প্রস্থান।

কামন্দকী এবং মালবিকার প্রবেশ।

কাম। বৎসে! এক দিনের সাধনে সম্পূর্ণ ইষ্টলাভ হয় না।

মাল। সখীর এই এক সৃষ্টি ছাড়া লজ্জা! এখন যুবরাজ পুষ্পকেতুর সহিত সাক্ষাৎ কর্ব্বার কত সুবিধা, অন্য মেয়ে হলে ছুতোয় নাতায় দেখে আসে, কিন্তু সখী আমার তেমন নন্—তাঁকে রাত দিন পরপুরুষের ন্যায় ধ্যান কর্ব্বেন সেও ভাল, তবু একবার চোকে দেখ্‌বেন না!

অপরা। রাজপুত্রী পুষ্পকেতুকে পরপুরুষের ন্যায় ভাব্‌বেন্ না ত কি ভাব্‌বেন্?

কাম। চল বাছা! তোমায় এই বেলা রেখে আসি।

[সকলের নিষ্ক্রমণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—✱—

কন্যান্তঃপুর।

পৃথুরাজের প্রবেশ।

পৃথু। আমার চিত্ত যে এত অসার, এত প্রণয়প্রবণ, এ আমি জান্‌তেম্ না। কি আশ্চর্য্য! এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনকে স্থির রাখতে পারছি না! আমি না বন্ধু সোম-রাজকে স্ত্রৈণ বলে উপহাস কর্‌তেম! বন্ধু আমাদের সহবাস অপেক্ষা প্রণয়িনীর সহবাসে অধিক সুখানুভব কর্‌তেন্, এ আমি কোন ক্রমে হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌তেম্ না! তিনি মধ্যে মধ্যে উঠে যেতেন, অনুসন্ধান করে দেখতাম্, বন্ধু স্ত্রীর সঙ্গে কথা কচ্চেন্, দেখে হাসতেম্, ভাব্‌তেম্, ঐ কথাই কি এতমধুর!!

এখন যে দেখ্‌ছি সেই কথা, সেই কথাই সুধাময়, সেই কথাই শুন্‌বার্ জন্য যেন শ্রবণেন্দ্রিয় নির্ম্মিত হয়েছে, তাঁকে কখন্ দেখেছি, কিন্তু বোধ হচ্চে, যেন এই তাঁকে দেখে এলেম্ সেই আগুল্ফ বিস্তৃত, সেই নিবিড় নীরদশ্যাম, সেই অসংস্কার চিক্কণ, কুটিল কুন্তল কলাপ, এখন ও যেন আমার চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদন কর্‌ছে, সেই ক্ষণ বিস্ফারিত, ক্ষণ সংকুচিত, সেই হাসচটুল নেত্রের সেই অনির্ব্বচনীয় ভাবে এখনও যেন আমার চিত্ত-চকোর নেচে নেচে উঠ্‌চে, এখনও

যেন তৎকালবৎ অননুভূতপূর্ব্ব বিকারে আচ্ছন্ন হচ্চি, এখনও যেন সেই বৃন্তচ্যুত, সেই রসার্দ্র, সেই পরিপাকপাণ্ডুর আম্রবৎ ঈষদ্ঘর্ম্মার্দ্র গণ্ডস্থল আমার চক্ষুঃ আকর্ষণ কর্চে, আহা! ভগবতী যদি কৌশলে মালবিকার আগমন নিবারণ কর্তেন! চাতকের পিপাসা শান্তির জন্য কাদম্বিনীও আকাশে আবির্ভূত হলো, অমনি নির্দ্দয় বাতাবলী উত্থিত হয়ে তাকে উড়িয়ে দিল।

নিজে হে অতনু তুমি, তব ধনুর্গুণ
বিসতন্তু, যোড় তায় মৃদুল কুসুম!
তথাপি অজেয় কেহ নাই এ জগতে
বিশ্বজয়ী! ধন্য তব সমর-কৌশল!
ধন্য মার! ধন্য তব শক্তি মারাত্মক!
ধন্য শিক্ষা ফুলধনু! ধন্য তব বাণ!
অবন্ধ্য সন্ধান! যার সেনা কলকলে
মুখরিত দিক দশ, সেই পৃথু তব
কোকিলের কলকণ্ঠে, ভ্রমরগুঞ্জিতে
অধীর বধির প্রায়; হায় রে সহস্র
অরাতি নারিল যার ছায়া স্পর্শিতে,
সে কি না হইল বদ্ধ কাপুরুষবৎ
ললনা-ললিত-কেশ-পাশ-নাগপাশে!!

পত্র করে কালকেতুর প্রবেশ।

কাল। (প্রণাম করিয়া) মহারাজের জয় হৌক, মহারাজ! এক খানি পত্র আছে—(প্রদান)

পৃথু। (গ্রহণ করিয়া বন্ধন মোচন করিতে করিতে) কাল-
কেতু ! এ পত্র কোথায় পেলে ?

কাল। অদ্য মৃগয়ায় গিয়াছিলেম, একটি সুন্দর হরিণশিশু
দেখে ইচ্ছা হলো তাকে জীবিত ধরে আন্‌বো, তদনু-
সরণে অনেক দূর গিয়ে পড়্‌লেম, আসৃতে আসৃতেই
বেলা দুই প্রহর হলো ; বড় ক্লান্তিবোধ হওয়াতে দুর্গের
সন্নিহিত একটি বটবৃক্ষের ছায়ায় এসে বস্‌লাম্—

পৃথু। তার পর ?

কাল। সহসা “ হায় এখন উপায় কি, ” এই করুণধ্বনি
আমার নিদ্রার ব্যাঘাত কর্‌লে—

পৃথু। (কালকেতুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাবেগে)
তার পর ?

কাল। আমি সেই শব্দানুসারে নেত্র সঞ্চালন কর্‌লেম্,
দেখ্‌লেম শশাঙ্কদেবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিবসেই উদ-
য়াচলে উদিত হয়েছেন।

পৃথু। আচ্ছা তুমি যাও আহারাদি কর গে—

[কালকেতুর প্রস্থান।

পত্রখানি খুলতেই ভয় হচ্চে তা পড়্‌বো কি! (যথাকথঞ্চিৎ
বন্ধন মোচন ও পাঠ।)

“ জীবিতেশ্বর!

আপনি শুনিয়াছেন যে মন্ত্রী কন্যাপণে সন্ধির প্রস্তাব
করায় পুষ্পকেতু যার পর নাই শঙ্কিত হয়েছে। পাছে
মন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় মহারাজ অসত্যপ্রতিজ্ঞ হন্, এই ভয়ে সে

আপনার জীবন সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কারণ আপনাকে বিনষ্ট করিতে পারিলেই তার অভীষ্ট নিষ্কণ্টক হয়; কিন্তু আপনার সঙ্গে সম্মুখসমরে অগ্রসর হইতে তার সাহস হয় না।"

"এই নগরে গণপত মিশ্র নামে জনেক ব্রাহ্মণ বাস করে, সে অন্যান্য বিষয়ে পাগল বটে, কিন্তু মারণ ‡ কর্ম্মে বিলক্ষণ পটু। অদ্য অমাবস্যা, আজি নিশীথসময়ে সে ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত শ্মশানে আপনার মৃত্যুকামনায় অভিচার কর্‌বে। এতে আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইব এই অভিপ্রায়ে দুরাচার আমায় অগ্রে সংবাদ দিয়াছে, কারণ সে জানে যে আমি তারই প্রতি অনুরক্ত, এবং মন্ত্রীর প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি, এই সংবাদ শুনিয়া আমার হৃদয় সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে সত্বরে ইহার প্রতিবিধান করিবেন ইতি"

তোমারই চিরদাসী।

শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরী।

কি আপৎ! এমন কাপুরুষও থাকে! যা হৌক এ বড় গুরুতর বিষয়, উপেক্ষা করা কোন ক্রমেই উচিত নয় এক্ষণে একবার ভগবতীর নিকট যেতে হলো।

[চিন্তিত ভাবে নিষ্ক্রমণ।

---

‡ তান্ত্রিক ক্রিয়া বিশেষ; ইহা দ্বারা শত্রুর জীবন সংহার করা যায়।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

গঙ্গাতীরস্থ শ্মশান ভূমির অনতিদূরে বসন্ত

এবং গণপত মিশ্রের প্রবেশ।

বসন্ত। উঃ কি অন্ধকার! ছুঁচ দিয়ে বেঁধা যায় এই সব নিশাচরদের হাতে পড়ে প্রাণটা গেল।

গণ। আমার হাতে পড়ে প্রাণ যাবে না, আমি প্রেয়সীকে পরম সুখে রাখ্‌বো, মার মত ভক্তি কর্ব্বো, সন্তানের মত স্নেহ কর্ব্বো।

বস। আর সে তোমার পিণ্ডি চট্‌কাবে, এখন শ্মশানে চল।

গণ। যদি পুত্র না জন্মে তবে স্ত্রীতে পিণ্ড দেয়, আমার সন্তান হবার বয়স আছে আমি এখন হঠাৎ মর্‌ছি না।

বস। সেটা ঠিক করা আছে,এখন যমের বড় অরুচি, ঠাকুরদাদা! তুমি বড় নিঃস্বার্থ, তোমার স্বার্থানুসন্ধান কিছু মাত্র নাই।

গণ। কিসে? এই যে মারণ কর্‌তে এসেছি, এতেও বিলক্ষণ স্বার্থপরতা রয়েছে, কেন না যদি পৃথুকে মারণে মারতে পারি, তা হলে প্রেয়সীর পাণি গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বো।

বস। মারণ কর্‌তে আসাটা নিঃস্বার্থ নয় বটে, কিন্তু এই যে প্রেয়সীর পাণিগ্রহণ কর্‌বেন এটা ত নিঃস্বার্থ।

গণ। দুর শালা—আমি কি গয়াসুর! বলি হ্যাঁ নাতি! তুমি যে বলে ছিলে বাসর ঘরে কি করে, তা শিখিয়ে দিবে।

বস। (সহাস্যে) আমি ত যমের ঘরে গিয়ে ফিরে আসি নি, তা কি করে, কেমন করে বল্‌বো, স্বয়ং অনুভব করে সব জান্তে পার্‌বে।

গণ। পদ্মমুখীরে নাকি পদ্ম করে কাণ টেনে দেন? হেসে হেসে নাকি গায়ে ঢলে পড়েন! এত সৌভাগ্যেরই কথা।

বস। তোমার ভাগ্যে কি আর তা ঘট্‌বে, যমদূতিকারা বজ্র করে ঘাড় ধরে তোমার মুখ নরকে চুবিয়ে ধর্‌বে, তুমি যে পুণ্যাত্মা! যে পবিত্র কার্য্যে এসেছ!

গণ। হ্যাঁ নাতি! সেই যে বাসরে শয্যার কথা কি বলে-ছিলে?

বস। (সহাসে) যে স্থানে যাচ্ছো সেখানে তোমার বাসরের উপযুক্ত শয্যা ঢের আছে।

গণ। আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ঢের কোথা পাবো. কত লাগ্‌বে এই বেলা বল, আমি তার যোগাড় করে রাখ্‌বো।

বস। তারা শয্যাতোলানি কত চাইবে তা আমি কেমন করে জান্‌বো, ১০০ও চাইতে পারে,৫০ও চাইতে পারে।

গণ। উঃ—এত আর চাইতে হয় না।

বস। চাইলে কি বল্‌বে ?

গণ। বল্‌বো এক রাত্রে এত টাকা লাগে এমন তোমাদের মধ্যে কে আছে ?

বস। তাই একবার বলে দেখো—তারা সব ভদ্রলোকের মেয়ে মজাটি টের পাবে।

গণ। ভদ্রলোকের মেয়ে হলে কি টাকা চাই ত ?

হাঃ হাঃ (অট্টহাস্য।)

পুষ্পকেতুর প্রবেশ।

পুষ্প। (স্বগত) উঃ কি ভীষণ স্থান ! যদি ইষ্টলাভের পথ নিষ্কণ্টক কর্‌বার আশা বলবতী না হতো, তা হলে হয় ত এখানে আস্‌তে সাহস হতো না ! উঃ একে অমাবস্যা, তাতে আবার শনিবার ! আমি আপনারই পদশব্দে আপনি শঙ্কিত হচ্ছি। আজি প্রেয়সীর পরিণয়াকাঙ্ক্ষী পৃথু নিপাতিত হবে; আজি কি আনন্দের দিন। আমার ত সব আয়োজন হয়েছে, এঁরা এখন আস্‌ছেন না কেন ? বন্ধু যেরূপ ভীরুস্বভাব, বোধ হয় দেখে শুনে প্রত্যাগমন করেছেন। একটু অগ্রসর হয়ে দেখ্‌তে হলো। (অগ্রসরণ) বাহুবলেই হৌক আর দৈববলেই হৌক, শত্রুক্ষয় পরম প্রীতিকর—এক এক বার হৃদয় যেন আনন্দভরে স্ফীত হচ্ছে।

বস। ঠাকুরদাদা ! ঐ সেই শ্মশান, তুমি যাও, তোমার যাবার উপযুক্ত বটে—আমি ফিরে চল্লেম।

গণ। আরে আজি একে শনিবার, তাতে অমাবস্যা, আমি কি সঙ্গী না হলে যাই, আমার সঙ্গে এস।

বস। তোমার সঙ্গে আমি স্বর্গেও যাই না।

পুষ্প। এই ত এঁরা আস্‌ছেন, দেখি ভয় দেখালে বন্ধু কি করেন (সানুনাসিক বিকৃতস্বরে অগ্রসরণ।)

বস। (পেছুনে হঠিতে হঠিতে আর্ত্তস্বরে) দুর্গা দূর! দুর্গা দূর! দুউর্‌গা দূউর্‌-(পতন ও মূর্চ্ছা।)

পুষ্প। (সসম্ভ্রমে) বন্ধু ভয় কি! বন্ধু! ও বন্ধু! একি সর্ব্বনাশ ব্রহ্মহত্যা কর্‌লেম!!

গণ। "অদ্য বর্ষশতান্তে বা" লোকে যুবা দেখে মেয়ের বে দেয়, এই ত যুবা পুরুষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে পটল তুল্যেন্‌! আমাদের এসব পাকা হাড়—হাড়ে হাড়ে মর্জা! তবু লোকে বুড়ো বলে উপেক্ষা করে!

পুষ্প। বন্ধু! শঙ্কা কি? উঠ, আমি পরিহাস করে ভয় দেখিয়েছিলাম্‌।

বস। (উঠিয়া) বন্ধু! তবে চল।

[সকলের পরিক্রমণ।

বস। উঃ রাম! রাম! কি দুর্গন্ধ—থুঃ থুঃ আমি আর যাব না। বন্ধু! গেলেম—যাই—একটা পচা মড়ার উপর পা দিয়েছি।

পুষ্প। বন্ধু! অগ্রে জল আছে তথায় প্রক্ষালন করোএখন

[সকলের পরিক্রমণ।

বস। ওখানে নির্ব্বাণোন্মুখ চিতানলের কি ভয়ঙ্কর গুম্‌ গুম্‌

শব্দ! এদিকে সারমেয়গণ এক বস্তু লয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছে। বাহুবলে আমিষ নিষ্কণ্টক করা বীরের কার্য্য, ইহা সামান্য জন্তুরাও স্বীকার করে—

পুষ্প। (স্বগত) বন্ধুকে সঙ্গে এনে ভাল করি নাই, অধিক ভাল বাসি তাই এত বলে ও পার পেলেন্ (প্রকাশে) বন্ধু না হয় চল তোমায় বাড়ী রেখে আসি—

বস। (স্বগত) বন্ধু রেগেছেন! তেমন তেজ থাক্তো নিজে ও ফিরে যেতেন! (প্রকাশে) বন্ধু মাপ কর্‌বেন, আমি বুঝ্‌তে পারি নাই।

পুষ্প। (মিশ্রের প্রতি) এই শ্মশানের মধ্যভাগ, এই সেই সকল আপনার নির্দ্দিষ্ট সামগ্রী, এই দগ্ধাবশিষ্ট চিতা-কাষ্ঠ, এই সেই পিণ্ডাকার সহস্র আহুতি, এই মহা-তৈল, এই মহামাংস এই শিবাবলি—

গণ। তুমি তবে ঐ চিতানল প্রজ্বলিত কর অমি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই।

[উভয়ের তথানুষ্টান।]

[নেপথ্যে ঘোর নাদ ও অট্টহাস।]

বস। ও বাবা! এ আবার কি!

উগ্রচণ্ডা এবং চণ্ডভৈরবের প্রবেশ।

উগ্র। অরে নরাধম! দ্বিজকুল-কলঙ্ক! আর কতকাল এরূপ জঘন্য কার্য্য কর্‌বি—

গণ। (সকম্পে) মা মা মা (উত্তানশয়নে পতন।)

উগ্র। তুই অনেকবার এইরূপে আমায় বিরক্ত করেছিস্ বসুমতী আর তোর পাপভার সহিতে পারেন না স্বকর্ম্মের ফলভোগ কর (মিশ্রের স্কন্ধে খড়্গামূল প্রহার।)

চণ্ড। অরে ক্ষত্রিয়কুল-কুলাঙ্গার! অরে রে কাপুরুষ! আজ হতে নরকে তোর একাধিপত্য—অরে পামর! এই কি অবন্তিরাজ বীরবাহুর আত্মজের সমুচিত কার্য্য! তোর জননীকে ধিক্, সে এমন কুসন্তান গর্ভে ধারণ করেছে যদি অস্ত্র থাক্ত তাহলে এই দণ্ডেই তোকে শমন সদনের অতিথি করিতাম। আজি এই জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিস্ কাল আবার জনসমাজে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিবি ?

পতনোন্মুখ পুষ্পকেতুর বক্ষঃস্থলে ত্রিশূলমূল প্রহার।

যবনিকা পতন।

চতুর্থাঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চমাঙ্ক।

—০ঃ☰ঃ০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দুর্গ।

পর্য্যঙ্কে শয়ান পুষ্পকেতু এবং ঔষধলেপনে নিযুক্ত মালবিকা ও বসন্তের প্রবেশ।

বস। এই যে প্রভাত মালাকর গগনোদ্যান বিক্ষিপ্ত কুসুম-নিকরের ন্যায় নক্ষত্রপুঞ্জ ক্রমে অপহরণ কর্‌ছে, আকাশ রূপ রঙ্গভূমি হতে নটের ন্যায় চন্দ্রমা নিষ্ক্রান্ত হলে, যবনিকার ন্যায় বালাতপ সহসা প্রসারিত হলো, সরোবরে কুমুদবৃন্দ অল্প অল্প মুদিত, কমলনিকর অল্প অল্প বিকসিত হচ্ছে, সুতরাং উভয়েরই এ সময় তুল্যাবস্থা হওয়াতে কে প্রস্ফুট, কে মুকুলিত হচ্ছে, তাহা সম্যক্ নির্ণয় করা যাচ্ছে না। এক্ষণে বন্ধু নয়নোন্মীলন কর্‌লে বাঁচি—এই যে সহস্রাক্ষদিগঙ্গনার মুখ লোহিত-তিলক, সহস্রপত্র-মিত্র ভগবান্ সহস্রদীধিতি অক্ষিগোচর হলেন।

বন্ধুর ত এ পর্য্যন্ত চেতনার কোন চিহ্নই দৃষ্ট হচ্ছে না প্রহারটা তার একটু গাঢ়রূপে হলেই হৃৎপিণ্ড আহত

হতো বন্ধু যদি না বাঁচেন, তা হলে দেশে যাওয়া ভার হবে, কি বলে রাজমহিষীকে মুখ দেখাব ?

আমি আর বন্ধুর এ যাতনা দেখ্‌তে পারি না। দেবাদিদেব আমায় কেন অনাহত রেখে গেলেন? বন্ধুর সঙ্গী কর্‌লেই ভাল হতো। আহা সেই হতভাগ্য ব্রাহ্মণেরই বা কি অবস্থা ঘটেছে ? বন্ধুকে নিয়েই বিব্রত হয়ে পড়লাম তাকে আর দেখে কে ? বন্ধুকে এখানে রেখে আবার শ্মশানে যেতেও সাহস হলো না। যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, যেন এখনো চোখে দেখ্‌চি। অন্য কেহ যেতেও সাহস কর্‌লে না।

দূর হৌক, আর তার ভাবনা ভেবে কি কর্‌বো, এক্ষণে বন্ধু পুনর্জীবিত হলেই বাঁচি; একটা স্ত্রীর জন্য প্রাণ হারালেন! মহারাজ যে এখনো আস্‌ছেন না ? তিনি কাল সমুদায় শুনে বন্ধুর জীবনে একেবারে হতাশ হয়েছেন। এই যে মহারাজ আস্‌ছেন।

রাজা ও সুমতির প্রবেশ।

রাজা। তুমি ত বাপু অবোধ নও, তুমি কেন সেই জঘন্য ব্যাপার হতে তোমার বন্ধুকে নিবৃত্ত কর নি ?

বস। মহারাজ! অনুজীবীদের সাধ্য কি যে তারা প্রভুর ঈপ্‌সিতার্থ স্থিরনিশ্চয় মনকে ফিরায়? আমি কি সাধ্যমতে যত্নের ক্রটি করেছি ?

সুম। সদুপদেশ সুসময়ে কর্ণে কর্ণাভরণ, বিপৎকালে তাহা কর্ণপ্রবিষ্ট জলের ন্যায় সাতিশয় ক্লেশকর হয়ে উঠে; সে যা হৌক, পৃথু যে দেবানুগৃহীত তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাজা। তুমি যদি সেইরূপ প্রস্তাব না কর্‌তে, তা হলে আর এত কাণ্ড ঘটতো না।

সুম। আমি যা করেছি তা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলকর, তা হতে যে এরূপ অনিষ্টাপাত ঘটবে তা কে একবার স্বপ্নেও ভেবেছিল? বিবেচনা করে দেখ্‌লে এ অনিষ্টাপাতের মূল মহারাজের প্রতি পুষ্পকেতুর অবিশ্বাস, পাছে মহারাজ রাজ্যলোভে পৃথুকে কন্যা দিয়ে সন্ধি করেন এই ভয়ে পুষ্পকেতু স্বীয় আমিষ নিষ্কণ্টক কর্‌তে গিয়েছিলেন; যদি মহারাজের বাক্যে পুষ্পকেতুর বিশ্বাস থাক্‌তো, তা হলে ইনি কখন এরূপ কাপুরুষ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতেন না, এমন রাজনীতিজ্ঞ কেহই নাই যিনি সর্ব্বমনোরম নিয়ম স্থাপন কর্‌তে পারেন।

রাজা। তা বটে, কি বল্‌বো আমার কন্যা যে উহাতে একান্ত অনুরক্ত হয়েছে, নইলে ও দুরাত্মা যেরূপ কার্য্য করেছে তাতে ওর মুখ দেখতে নাই; যা হোক ওর জীবনে আর কোন আশা নাই যেহেতু জগতের পিতা মাতার কোপানলে পড়েছে।

সুম। একেবারে হতাশ হওয়া উচিত নয়, দৈবানুষ্ঠান করুন, "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্" শতাবৃত্তসম্পুট চণ্ডী পাঠ হোক, তা হলেই অশুভ নিবৃত্তি হবে সন্দেহ নাই।

রাজা। এ অতি সৎপরামর্শ, তোমরা উহাকে দুর্গের অন্তঃপুরে নিয়ে এস।

[পুষ্পকেতুকে লইয়া সকলের নিষ্ক্রমণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কামন্দকীর তপোবন।

উপবিষ্ট সুমতি ও কামন্দকীর প্রবেশ।

সুম। তার পর?

কাম। তার পর ভীমসেন চণ্ডভৈরব, এবং কালকেতু উগ্রচণ্ডা, সেজে শ্মশানে উপস্থিত।

সুম। আমিও ত তাই বলি—

কাম। কেন? তুমি কি বিশ্বাস করেছিলে?

সুম। অসম্ভব কি? বিশেষ পুষ্পকেতুর বন্ধু বসন্ত যেরূপে বর্ণন করেছিল, তাতে কোন ক্রমেই অবিশ্বাস হয় না। যাই হোক ভাগ্যে রাজপুত্রী অগ্রে জান্‌তে পেরেছিলেন তাই নিস্তার!

কাম। তার সন্দেহ কি? সে যা হোক এক্ষণে পুষ্পকেতুর অবস্থা কিরূপ? মহারাজ শুনে কি বল্লেন?

সুম। নানাপ্রকার স্বস্ত্যয়ন হচ্ছে, পুষ্পকেতুও দিন দিন আরোগ্য লাভ কর্‌ছে। ভাবে বোধ হয় তার প্রতি মহারাজের কিছু অশ্রদ্ধা জন্মেছে। মহিষী রাজপুত্রীকে বলেছিলেন "এখন ত কুমার অন্তঃপুরে এসেছেন, তা যাওনা একবার দেখে এস গে।"

কাম। তার পর?

সুম। তার পর অনঙ্গ বল্লেন "তার সঙ্গে আমার এমন কি সম্পর্ক যে তাকে দেখে আস্‌বো।"

কাম। তার পর ?

সুম। তার পর মহিষী একটু হেসে অনঙ্গের চিবুক ধরে বল্লেন "হবে গো সম্পর্ক হবে ;" অনঙ্গ বল্লেন "এ প্রাণ থাক্‌তে ত নয়" তার পর মালবিকা বল্লে "সখী এক দিনের তরেও বিশ্বাস করে না যে ওর এ বিবাহ হবে।"

কাম। এখন কাজের কথা কি বল দেখি ? পৃথু ত দেশে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে, হতেও পারে, সোমরাজ বড় পরিহাস করে পত্র লিখেছে, এবং লিখেছে মামুদ-ঘোরি হস্তিনা আক্রমণের সকল উদ্যোগ করেছে।

সুম। এক্ষণে কোন উপায় উদ্ভাবন করুন।

কাম। পৃথু যে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে এটা অনঙ্গের ইচ্ছা নয়, এবং সে স্বয়ং পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে পৃথুর কণ্ঠে বরমাল্য দিতেও চায় না।

সুম। পিতার জ্ঞাতসারে হওয়া বড় কঠিন, এ বিষয় তাঁর কর্ণগোচর হলেই বিষম বিভ্রাট ঘটবে, তাঁকে জানেন ত ?

কাম। তা আর কর্‌তে হয় না। অপত্য দম্পতীর দুশ্চ্ছেদ্য গ্রন্থি, রাজ্ঞীর কর্ণগোচর করা যাক্, তিনি নেত্রজলে মহারাজের ক্রোধানল নির্ব্বাণ কর্‌বেন।

সুম। সেই ভাল, আমরাও তাতে যোগ দিতে পার্‌বো। পুষ্পকেতুর উপর মহারাজের এক প্রকার বিদ্বেষ জন্মে দিয়েছি।

কাম। কিরূপে ?

সুম। বলেছি মহারাজ! পুষ্পকেতু আপনাকে অসত্যসন্ধ মনে করেছে, তাইতে এই বীরগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

কাম। সাধু! কালে উপ্তবীজ কালে সুফল প্রসব করে চল এক্ষণে মহিষীর নিকটে যাই—

[উভয়ের নিষ্ক্রমণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুর্গ।

রাজা ও রাজ্ঞীর প্রবেশ।

রাজা। (সকোপে) কি ? তুমি আবার এবিষয়ে অনুরোধ কর ? আমি আর এ জন্মে অমন কন্যার মুখ দেখ্‌তে চাই না।

রাজ্ঞী। আপনাকে বুঝানও যা, আর দিননাথকে দীপ দিয়ে পূজো করাও তাই, ভেবে দেখুন তার কোন অপরাধ নেই।

রাজা। তুমি নাকি অপত্যস্নেহে অন্ধ, এইজন্য তার কোন অপরাধ দেখ্‌তে পাচ্ছ না—যে আমার শত্রুতে আসক্ত সে যে এখন জীবিত আছে, এই কালের করাল জিহ্বা অসিলতা এখনো যে তার প্রত্যগ্রশোণিত পান করে নাই, তোমার লঘুচিত্ততাই তার একমাত্র কারণ !

রাজ্ঞী। অনুরাগের কি শত্রু মিত্র জ্ঞান আছে! তোমার পায়ে ধরি ক্ষমা কর (চরণ ধারণ।)

রাজা। যদি প্রতিকৃতি দর্শনে তার অনুরাগ হয়েছিল, তবে আমায় অগ্রে বলেনি কেন ?

রাজ্ঞী। লজ্জায় হোক, আর পাছে তুমি অস্বীকার কর এই ভয়েই হোক, সে মনের ভাব ব্যক্ত করে নি। তার কি মার্জ্জনা নাই ?

রাজা। ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রতেজ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর, অতএব প্রসন্ন হও, এরূপ অন্যায় বিষয়ে আর বৃথা অনুরোধ করো না ; লোকধিক্কার সহ্য করা কি আমার সাধ্য ?

কামন্দকীর প্রবেশ।

কাম। মহারাজ ! আপনি লোকধিক্কারের কি কাজ করে-ছেন যে, সে আশঙ্কা কর্‌ছেন ?

রাজা। আপনি সমুদায় জান্‌তেন, অগ্রে আমায় বল্যে আমি পৃথুকে ডেকে এনে কন্যাদান কর্‌তেম, কিন্তু এখন আর পারি না।

কাম। অগ্রে বল্‌বার সময় হয় নি তাই বলি নাই, এক্ষণে আপনি পারেন না কেন ? বাধা কি ?

রাজা। এক্ষণে কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না যে রাজপুত্রী প্রতিকৃতি দেখে পৃথুর প্রতি অনুরাগিণী হন্, এক্ষণে সকলেই বল্‌বে যে রাজা অতিকাপুরুষ কন্যাবিনিময়ে রাজ্য রক্ষা কর্‌লে।

কাম। মহারাজ! আপনি কুলবিদ্যা রাজনীতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ বিচক্ষণ হয়ে, এমন কথা বল্‌ছেন কেন? শাস্ত্রই সুক্ষমার্থদর্শী চক্ষুঃ স্বরূপ, তদ্বিহীন ব্যক্তি বিশাল নেত্রযুগল থাক্‌তেও অন্ধ। চক্রবর্ত্তী পৃথুর মুকুটরত্নে রঞ্জিত হয়ে আপনার এই চরণ যুগল নিখিল রাজন্যগণের ছত্রশূন্য মস্তকে নিহিত হউক।

রাজা। আমি পরসাহায্যে বড় হতে ইচ্ছা করি না, যে যার সাহয্যে বড় হয় সে সর্ব্বদা তার সমক্ষে সঙ্কুচিত থাকে। দিনকর-করলালিত চন্দ্রমা ক্ষণকাল সূর্য্যসমক্ষে উজ্জ্বল ভাবে থাক্‌তে পারে না; তার মূর্ত্তিতেই তার হৃদয়ের কালিমা সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়, লোকধিক্কার সহ্য করে বড় হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর।

কাম। মহারাজ! লোকধিক্কার সহ্য কর্‌তে হবে না। দেশে এই জনরব "পৃথু রাজপুত্রীর শয়ন-গৃহে প্রবেশ করে, তাঁর প্রতিমূর্ত্তি দেখে, একে বারে অধীর হয়েছে। মহারাজের নিকট কন্যা প্রার্থনা করাতে তিনি যার পর নাই পৃথুর অবমাননা করেছেন্, তথাপি সে অবমানিত মনে করে না, বারম্বার সমরে আহূত হয়ে ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না। এ কি আপৎ! আমরা কতকাল এরূপ অবরুদ্ধ

অবস্থায় কালযাপন করবো ? সকলে এস আমরা মহারাজের নিকট যাই, তাঁকে দুঃখ জানাই, যদি কন্যার্পণ কর্‌লে সব উৎপাত চুকে যায়, তবে তিনি তা কেন না কর্‌বেন্ ? পৃথু সর্ব্বাংশে রাজপুত্রীর যোগ্য বর, তাঁর করে কন্যা অর্পণ করা কার না প্রীতিকর ? অনলে অর্পিত আহুতি লোকদ্বয়ে হিতকরী।" অতএব মহারাজ ! লোকনিন্দার শঙ্কা কি ?।

রাজা। পুষ্পকেতু কি মনে কর্‌বে ?

কাম। পুষ্পকেতু যাতে কিছু মনে কর্‌তে না পারে মন্ত্রী তার উপায় স্থির করে রেখেছে। যার অমন মন্ত্রী তার আবার কোন বিষয়ে চিন্তা ?

রাজ্ঞী। অমন গুণের মন্ত্রী আর হবে না, কিন্তু উনি তেমন নন্। কাল তারে যে অপমান করেছেন, ভগবতি ! তিনি নাকি আমার অনঙ্গকে কেতকী অপেক্ষা ভাল বাসেন, তাই সব সহ্য করে গেলেন্, নইলে আর কেউ হলে সইত না।

রাজা। সুমতি কি ক্ষুব্ধ হয়েছে ?

রাজ্ঞী। তার ত আর রক্তমাংসের শরীর নয় যে ক্ষুব্ধ হবে ?

কাম। ক্ষুব্ধ হয় নাই এমন কথা বল্‌তে পারি না।

রাজা। তাকে ডাকান যাক, এখন কোথায় আছে ?

কাম। এখন আপনি নিজে না গেলে সে আস্‌বে না, এখন মন্ত্রভবনে আছে।

রাজা। আমি একবার তথায় যাই। (স্বগত) "যা লোক-

দ্বয় সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী ” ফলেও পুষ্পু-কেতুর প্রতি আমার আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই সেটা বড় কাপুরুষ।

[প্রস্থান।

কাম। মহিষি ! মহারাজের মন অনেক নরম হয়েছে।

রাজ্ঞী। যেন তালপাতর আগুণ। দপ্ করে জ্বলে উঠেন।

কাম। আবার নিব্‌তে ও বিস্তর ক্ষণ লাগে না। আমি এখন্ আসি, দেখুন্ মালবিকা যেন এবিষয়ের বিন্দু বিসর্গও না জান্‌তে পারে।

রাজ্ঞী। যে আজ্ঞা।

[উভয়ের নিষ্ক্রমণ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—•—

দুর্গস্থ পুষ্পকেতুর বাস গৃহ।

বসন্ত আসীন।

বস। বন্ধু যে এখনো অস্‌ছেন না, আজ বন্ধুর ভাগ্য-পরীক্ষার দিন, এবং মহারাজেরও কতদূর বাক্যনিষ্ঠা তাহাও সম্যক্ বিদিত হবে।

পুষ্পকেতুর প্রবেশ।

পুষ্প। যিনি সম্প্রদাতা তিনি আমার পক্ষে, যাঁকে সম্প্রদান কর্‌বেন তিনিও আমার পক্ষে, তবে মন্ত্রী কি কর্‌তে পারে? পৃথুর পত্রের অবস্থা দেখ—

[খণ্ড খণ্ড পত্র প্রদান।]

বস। বন্ধু! যোড়া দিয়ে একবার পড় দেখি শুনি—

[ছিন্ন পত্র একত্র করিয়া পুষ্পকেতুর পাঠ।]

"মহারাজ!

আমি আর অনর্থক কালক্ষেপ করিতে পারি না, আপনি বিলক্ষণ জানেন যে গিজনীর অধিপতি যবনরাজ মামুদ-ঘোরী সর্ব্বদা সিন্ধুরাজ্য সমুচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছে। চিতোরাধিপতি সোমরাজ লিখিয়াছেন, যে সে অনতিবিলম্বেই হস্তিনা অবরোধ করিবে; অতএব আমাকে সত্বরই বাটী যাইতে হইবে। এক্ষণে হয় আপনি যে পণে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা নিষ্পন্ন করুন, নতুবা যুদ্ধ করুন ইতি।"

বস। তার পর?

পুষ্প। তার পর মহারাজ পত্র পাঠ মাত্র পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিলেন, পত্রের উত্তর দিবেন না বলে প্রথম স্থির করেন, কিন্তু আমি বল্লেম কাজ্‌টা ভাল হয় না, পত্রের উত্তর দিন্‌। তার পর বল্লেন তবে তুমি একখানা পাণ্ডুলিপি কর; আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর আদেশ প্রতিপালন কর্‌লাম এই সেই পাণ্ডুলিপি—

বস। দিন্ আমি পড়ি।

(গ্রহণ ও পাঠ।)

" হস্তিনাপতে !

আপনার স্মরণ থাকিবে যৎকালে হতবুদ্ধি মন্ত্রী কন্যা-পণে সন্ধির প্রস্তাব করে তৎকালে আমি প্রহারমূর্চ্ছিত ও অচৈতন্য অবস্থায় ছিলাম। আমি ঐ সন্ধির বিন্দু বিসর্গও জানি না। আমি পুষ্পকেতুকে কন্যাদান করিবার সংকল্প করিয়াছি, এবং আমার কন্যাও পুষ্পকেতুর প্রতি অনুরা-গিণী, অতএব এই পণ ভিন্ন যদি অন্য কোন নিয়মে সন্ধি করিতে সম্মত হন, তাহাতে আমার অমত নাই, অন্যথা অচিরেই আপনার সহিত সমরাঙ্গণে সাক্ষাৎ হইবে, ইতি। "

পুষ্প। বন্ধু ! কেমন হয়েছে ?

বস। উত্তম।

[উভয়ের প্রস্থান।

াঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।
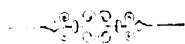
দুর্গ।

অনঙ্গমঞ্জরীর প্রবেশ।

অন। মা বলেছেন পিতার মন অনেক নরম হয়েছে। ভাল তাই যদি হবে, তবে কেন তিনি আমার হস্তিনারাজের পত্রে অত অনাদর প্রকাশ কর্‌লেন? পাঠ করেই পত্রখানি ছিঁড়ে ফেলেছেন।

হস্তিনাধিপতি লিখিয়াছেন. পুষ্পকেতুর প্রতি তাঁর একামিষপ্রভব বৈর জন্মেছে। তাঁর ইচ্ছা তাঁর সহিত পুষ্পকেতুর মল্লযুদ্ধ হউক, রণে জয়লক্ষ্মী যাঁর গলে জয়মাল্য দিবেন সেই জয়পতাকার সহিত রাজপুত্রীর কর গ্রহণ করবে, কিন্তু বাবা তা কখনই কর্‌তে দিবেন না। তিনি পুষ্পকেতুর বলবিক্রম সকলি জানেন; বলেছেন নাকি, কেমন করে ক্রুদ্ধ সিংহের মুখে ক্ষুদ্র করিশাবক সমর্পণ কর্‌বেন। এ পত্রের উত্তর যে পিতা কি দিবেন তা আমি ভেবে ঠিক্

কর্‌তে পার্‌ছিনা। মালবিকা পুষ্পকেতুর নিকট সংবাদ আন্‌তে গিয়েছে, সেও ত এখনো ফির্‌লো না। সখি! তোমায় হর্ষাবেগ দেখে আমার হৃদয় কাঁপছে।

মালবিকার প্রবেশ।

মাল। সখি! যথার্থই আহ্লাদে পথ দেখ্‌তে পাই নে।

অন। মর্ দেখিস্, একেবারে যেন মহাপথ দেখে বসিস্ নে। যদি আর কিছু পূর্ব্বে মর্‌তিস্ তা হলে আমি বাঁচ্‌তেম।

মাল। সত্যি ভাই অনেকে আহ্লাদে মরেও গিয়েছে। কিন্তু এখন আর মর্‌তে ইচ্ছা নাই।

অন। তুই এখনি মর্ আমার মাথায় সাতটা বাজ্ পড়ুক।

(নেপথ্যে) বুদ্ধিই বুদ্ধিমানের অস্ত্র—

অন। এই আর এক সুর্পণখা আস্‌ছেন্। আমাকে হাড়ে নাড়ে জ্বালালে।

কেতকীর প্রবেশ।

কেত। সখি! এবার আর তোমায় জ্বালাতে আসি নাই। তোমার কাটা ঘায় বিশল্যকরণী দিতে এসেছি।

অন। (সবিষাদে আত্মগত) অরে প্রাণ! আর কেন— এদের হর্ষচিহ্ন দেখেও কি তোর বিশ্বাস হয় না— আরও স্পষ্টরূপে অপ্রিয় সংবাদ শুন্‌তে ইচ্ছা করিস্? হায়! এত দিনে আমার সকল আশা ফুরালো, এ সুখ-ময় সংসার আজি হতে জীর্ণ অরণ্য হলো—চারি দিক্ শূন্য দেখ্‌ছি (প্রকাশে) সখি আমায় ধর (পতন)

কেত। একি সখি! তুমি এখন হলে কেন? উঠ উঠ, এমন শুভ সংবাদ এনেছি যা শুনে তোমার শরীর অমনি শীতল হবে।

অন। (উঠিয়া) এ জন্মে কি আর কেউ আমাকে শুভ সংবাদ শুনাবে?

কেত। তুমি যে কল্লাপনা কর, আমরা শুনাবার অবসর পাই নে। মালবিকে! একবার চিটি দুখানা দেখা ত।

(মালবিকার পাণ্ডুলিপি প্রদান।)

অন। (গ্রহণ করিয়া)

"স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীল শ্রীযুক্ত হস্তিনাধিপতি রাজাধিরাজ সমীপেষু—

আপনি যে পুষ্পকেতুর সহিত মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করেছেন, আমি তাহাতে সম্মত হইতে পারি না। আমি মধ্যবৃত্ত হইয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করি—আপনি ও পুষ্পকেতু উভয়ে বরবেশে সভায় আসীন হউন, আমার কন্যা স্বেচ্ছায় যাঁহার কণ্ঠে বরমাল্য দিবে তিনিই তাহার পাণিগ্রহণ করিবেন ইতি।"

কেত। কেমন সখি! হয়েছে ত?

অন। সখি! আমি প্রবুদ্ধ অবস্থায় আছি ত?

কেত। আছো বৈ কি। মালবিকে! এই পত্রের উত্তর খানা দে?

মাল। এই ন্যাও সখি! (পত্র দান।)

অন। (গ্রহণ করিয়া)

" মহারাজ !

আপনি একান্ত পক্ষপাতী, উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। আপনার ত্রিভুবনললামভূত কন্যার মনোরথ পরিপূর্ণ হউক। অনুরক্ত স্ত্রী সংসারের সার সুখ, স্বয়ম্বর অনুরাগ পরীক্ষার প্রথম সোপান। আপনি স্বীয় কন্যাকে পতিনির্ব্বাচন করিতে নিয়োগ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আমার সুখের বিষয় কি হইতে পারে ? আপনি লিখিয়াছেন আপনার কন্যা পুষ্পকেতুতে অনুরক্ত, কিন্তু আমাতে যে তিনি বিরক্ত তদ্বিষয়ে আপনি কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহার মনের ভাব কি তাহা কে বলিতে পারে ? ভাগ্যলক্ষ্মী কখন কাহার প্রতি কিরূপ কটাক্ষপাত করেন, তাহা অগ্রে কে জানিকে পারে ? অতএব আমি হতাশ হইলাম না, আপনার মতেই আমার মত ইতি। "

মাল। পোড়াকপাল! আশা দেখ্ ?

অন। এই কি বড় আশা ? তিনি আমার আশা করেন, আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য ! সে যা হোক, সখি ! বাবার পত্র খানি ত বাবার হাতের লেখা নয় ?

মাল। তিনি ত কিছুই করেন নি, সব কুমার করেছেন। কুমারের বুদ্ধি কৌশল দেখে বাবা তাঁর কত সুখ্যাতি কর্‌লেন।

অন। কুমার বেশ কৌশল করেছেন। সখি ! আজ আমার যথার্থ আনন্দের দিন। অনেক দিন হাসি নাই অনেক দিন তোর গান শুনি নাই একটি আজ গা, কেতকি ! তুই একটু বাজা।

মালবিকার সঙ্গীত।

রাগিণী সাহানা।

কেতকীর বাদ্য।

তাল আড়াঠেকা।

মন-সুখে চকোরিণি ! কর সুধাপান
দুখ দুরদিন তব হল অবসান,
বহে মন্দ সমীরণ
গেল মেঘ আবরণ
ঐ দেখ পূর্ণ শশী আকাশে প্রকাশমান।
তুমি স্বয়ম্বর বধূ
স্বয়ং বর নিজ বঁধূ

অন। মধ্যে বুধ-গ্রহ বসে হবে কেতু হতমান॥

সখি ! তুমি কি দিয়ে মিলুতে ?

মাল। বাসরে আসর করি আছে বসি তারাগণ॥

অন। তোমার কিন্তু ভাল মিল হয় নি।

কেত। ভাল নাই মিলুক কিন্তু ওর কথার অর্থ বুঝা গেল ; তুমি যা বলেছ তার অর্থ বুঝা গেল না।

অন। (সহাসে) সে কি সখি ! এক ঝুড়ি অর্থ থাক্‌তে অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌লে না ?

কেত। না ভাই তোমার কথার বড় কঠিন ভাব।

অন। অরে হাবি ! সেই যে মুদ্রারাক্ষসে পড়েছিস্ যদি মধ্যে বুধ গ্রহ থাকে তা হলে কেতু চন্দ্রমণ্ডল গ্রাস কর্‌তে পারে না।

কেত। যাই বল, বলি বাবার কুমন্ত্রণায় পড়োনি ত ?

অন। তিনি কি কুমন্ত্রণা দিবার লোক ? মালবিকে ! গানটি আর একবার গা।

মালবিকার পুনঃ সঙ্গীত।

অন। তোমরা আজ বেশ গেয়েছ, বেশ বাজিয়েছ, আজ্ তোমাদিগকে মনের মত বখ্শীষ দিব, চলো এখন সরোবরে যাই।

[সকলের নিষ্ক্রমণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০ঃ✱ঃ০—

রাজ ভবন—কৌতুক গৃহ।

উজ্জ্বলবেশে পৃথ্বু এবং অনঙ্গমঞ্জরী আসীন।

রাজ্ঞী, মন্ত্রিপত্নী, কামন্দকী, অপরাজিতা, মালবিকা, কেতকী, লবঙ্গিকা এবং নটীদ্বয়ের প্রবেশ।

রাজ্ঞী। (বরণ ডালা লইয়া) মা ! তুমি বরণ কর আমার কেমন বাধ বাধ কচ্ছে।

মন্ত্রিপত্নী। না মা—এ মাকেই কর্‌তে হয়—আপনি করুন—কর্‌তে কর্‌তে হাত সর্‌বে এখন।

[রাজ্ঞীর সংকুচিত ভাবে বরণ এবং কাঁপিতে কাঁপিতে ডালার অবতারণ।]

অপরা। মহিষি! এ সময়ে এত আকুল হলে কেন?

লবঙ্গিকা। নতুন নতুন অমনতর হয়ে থাকে।

রাজ্ঞী। (চক্ষু মুছিয়া) ভগবতি! আমি আহ্লাদে আর চোখে দেখ্‌তে পাই না—অনঙ্গ আমার একটি মেয়ে—সে অনুরূপ বরে মিলিল, এ আহ্লাদ আমার শরীরে ধরে না।

কামন্দকী। মহিষি! শুদ্ধ আপনার কেন? অনঙ্গের চির-প্রতিপালিত মনোরথ সফল হওয়াতে আপামর সাধারণের বিশেষ সন্তোষ জন্মেছে।

[রাজ্ঞীর পুনর্ব্বার বরণ।]

কেত। হ্যাঁ গা! বলি তোমাদের এ কেমন ধারা বিয়ে?

রাজ্ঞী। এ্যাঁ কি? কেন?

কেত। কেন আবার? কেউ উলু দেয় না, তার বিয়ে কি?

[রাজ্ঞীর ঈষৎ হাস্য।]

মাল। তাও বটে ভাগ্যিস্ মনে করে দিলি।

[সকলের উলুধ্বনি ও শঙ্খবাদ্য।]

রাজ্ঞী। (বরণ সমাপণান্তে) বরণ হয়েছে এখন সকলে আশীর্ব্বাদ করুন্।

[যথাপ্রধান সকলের আশীর্ব্বাদ।]

মন্ত্রিপত্নী। হ্যাঁ লা কেতি! তুই কি সুবাদে আশার্ব্বাদ কর্ত্তে যাচ্ছিস্?

কেত। কেন? সখী যে একদিন আমায় ঠাক্‌রুণ বলেছিলেন।

মন্ত্রিপ। সে বড় মিথ্যা বলে নি—(সকলের হাস্য।)

কাম। মহিষি! দেখুন দেখি নব বরবধূর কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে—শ্রীবৃন্দাবনে রাধাগোবিন্দজীর যুগল রূপ দেখে আমার যে আহ্লাদ হয়েছিল আজও সেইরূপ হচ্ছে।

মন্ত্রিপ। গ্রহ সুপ্রসন্ন তা একবার কেন? দেবানুগ্রহ না হলে কাল যিনি পরম শত্রু ছিলেন—কাল—

রাজ্ঞী। মা ও কথা আবার তুল্‌ছ কেন? পুত্রের বীরত্ব দর্শনে কার না হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে।

পৃথু। (স্বগত) অহো! স্নেহের নিকট পরাজিত হলেম!

[সলজ্জ ভাবে স্থিত।]

কেত। এই যে দুটি নর্ত্তকী এয়েছে, এরা সারা রাত্‌ হা করে থাকবে না কি?

রাজ্ঞী। তা কেন? এরাও মঙ্গল উৎসবে মঙ্গল গীত আরম্ভ করুক না।

[নেপথ্যে আনন্দ কোলাহল।]

কাম। পুরবাসিনীরা আনন্দ রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করে নব বরবধূ দেখ্‌তে আস্‌ছে।

রাজ্ঞী। ও মা কেতু! ও মা মালু! সকলের যথোচিত সম্মান রক্ষা করো।

[রাজ্ঞী, কামন্দকী, অপরাজিতা এবং মন্ত্রীপত্নীর প্রস্থান।

মাল। গা লো গা, কালাংড়া সুরে গাস্‌—

নটিদ্বয়। আপনার কাছে গাইতে আমাদের ভয় ভয় করে, একটু সাহায্য কর্‌বেন।

নটীদ্বয়ের সঙ্গীত।

রাগিণী কালাঙড়া তাল আড়াঠেকা।

আয়রে নগরবাসী রমণী সমাজ।
ভূতলে অমরাবতী করিছে বিরাজ।
ইন্দ্রাণী পুলোম-কন্যা
সুরাসুর-নর-ধন্যা
দেখে যা বিরাজে বামে, দক্ষিণেতে সুররাজ॥
সুখশশী বাতায়নে
রাখি কেন ও ললনে
কৌতুকে মারিছ উঁকি, এ যে দেখি ভারি লাজ।
তুই কেনে লো দ্বার দেশে
দেখ না সম্মুখে এসে
পেটে খিদে মুখে লজ্জা তাতে কি লো আছে কাজ।
কেন মিছে করিস কাপ
দেখে ঘুচা চোখের পাপ
এতে যে দূষিবে তার শিরে পড়ুক শত বাজ—
তুই কেনে লো সসম্ভ্রমে
চন্দ্রহার কণ্ঠে ভ্রমে
পরে এলি, বেশ্ বেশ্ একি লো অপূর্ব্ব সাজ॥—

কেত। তা নাচ্‌টা বাকী থাকে কেন?

পৃথু। সখি! তুমি না নাচ্‌লে মঞ্জুর নয়।

কেত। মহারাজ সঙ্গে না থাক্‌লেও ত পারি না, কিন্তু তা হলে কি সখী আর রক্ষা রাখ্‌বে?

[নটীদ্বয়ের নৃত্য।]

পৃথু। অতি সুন্দর হয়েছে—আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি—এই নাও—যৎকিঞ্চিৎ উপহার নাও—

[হার প্রদান ও নমস্কার পূর্ব্বক
নটীদ্বয়ের গ্রহণ।]

মাল। কই সখি! কিছু দিলে না?

অন। এতে কি আমার দেওয়া হলো না?

পৃথু। তা আজ্ অধিক রাত্রি হয়েছে, তোমরা এখন বিশ্রাম কর গিয়ে।

নটীদ্বয়। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[নমস্কার করিয়া প্রস্থান।

মাল। কাল্ আস্‌তে হবে?

কেত। আমরা কিন্তু উঠ্‌ছি না।

পৃথু। উঠ্‌লেই বা হবে কেন?

কেত। ভাল সখি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার ভিতর ভিতর যদি এইটেই ছিল তা আগে কোন্ আমাদের বলেছিলে?

মাল। সত্য সত্যই ভাই, আমাদের ভেকা বানিয়ে দিয়েছিল এই যে বলে—

কাটি আমি তলে তলে ডুবে খাই জল।
অন্য জনে চিন্তে নারে প্রেম ফাঁসির কল॥

অন। কেন ? আমি ত সবি বলেছিলেম।

মাল। যাই হৌক্ পুষ্পকেতুর কিন্তু আচ্ছা হয়েছে।

কেত। কাজেই এখন তাই বল্‌বে বৈ কি। চল সখি আমরা ঘরে যাই, এখানে বসে একজনের শাঁপে মর্‌বে কেন।

মাল। চ ভাই।

পৃথু। কেন সখি! যাবে কেন ? বেস্‌ত, কজনে বেস্ আমোদ হচ্ছে।

কেত। আর মহারাজ ও কাষ্টলৌকতায় কাজ কি, (মালবিকার প্রতি) মর্--বসে রৈলি কেন ?

[উভয়ের প্রস্থান।

অন। (সাবেগে) ও মা তোরা যে চল্যি ?

পৃথু। চল আমরাও শয়ন গৃহে যাই।

[উভয়ের নিষ্ক্রমণ

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-ভবন কক্ষান্তরে।

বসন্ত আসীন।

বস। এমন মনস্তাপ কেহ কখন পায় নি—বন্ধু কাল ধৈর্য্য-গুণের একশেষ দেখিয়েছেন। যখন রাজপুত্রী পৃথুর দিকে অগ্রসর হলেন, এবং যখন মালবিকা বল্যে

"সখি! কোথায় যাও, যুবরাজ এই মঞ্চে বসে আছেন।" তখন আমি নিদ্রিত কি জাগ্রত কিছুই স্থির কর্‌তে পারি নাই। ক্ষণকাল পরে দেখি, বন্ধু স্তম্ভিতের ন্যায়, উৎকীর্ণের ন্যায়, প্রতিবিম্বিতের ন্যায়, নিস্পন্দ ভাবে স্তিমিত-নয়নে বসে আছেন; তত জয় কোলাহলেও চৈতন্য হয় নাই। বহুপ্রযত্নে চৈতন্য সঞ্চার হওয়াতে বল্লেন "বন্ধু! স্ত্রীলোকের প্রকৃতি এত দুর্ব্বোধ এ আমি অগ্রে জান্‌তেম না।" এখন বন্ধু এলে হয়, আজ তাঁকে দেশে লয়ে যেতে হবে।

পুষ্পকেতুর প্রবেশ।

পুষ্প। (স্বগত) আপন চক্রে আপনিই পড়েছি। উঃ! আশা ভঙ্গের কি অসহ্য কষ্ট! স্ত্রীলোকেও এত বজ্জাতি কর্‌তে পারে, যদি এর পরিশোধ নিতে পারি, তবেই এ প্রাণ রাখ্‌বো। (প্রকাশে) বন্ধু! তুমি বাড়ী যাও।

বস। তুমি?

পুষ্প। আমি এখন যাচ্ছি না।

বস। মহারাজ কি বল্লেন?

পুষ্প। আর তাঁর বলাবলিতে কি হতে পারে? তাঁর সেই কথা "এখানে সুখে রাজ্য কর, কাশীরাজের কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিয়ে আমি বনে যাই, আমাকে অগত্যা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ কর্‌তে হয়েছে।"

বস। তাই কর, মহারাজের মনে কষ্ট দিও না, একটা সুখে

বঞ্চিত হয়েছ বলে ইচ্ছা করে অন্যান্য সুখে বঞ্চিত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

পুষ্প। বন্ধু! সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি, এক্ষণে রাজপুত্রীর সুখে ব্যাঘাত করাই আমার পরম সুখ।

বস। মহারাজের মুখের দিকে চাইতে হয়, ভেবে দেখ তোমার প্রতি তাঁর কত স্নেহ, রাজকন্যারও বিশেষ দোষ নাই, আমাদেরই বুঝিবার ভুল অতএব হয় বাড়ী চলো, না হয় মহারাজের অনুরোধ রক্ষা কর।

পুষ্প। বন্ধু! এস্থলে আর উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই, ইহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, কিন্তু উপদেষ্টার মনে যার পর নাই আত্মগ্লানি জন্মে। একবার আমায় আলিঙ্গন কর, আর বিলম্ব কর্‌তে পারি না পৃথু এতক্ষণে অনেক দূরে গেল।

বস। বন্ধু! তুমি কোথায় যাবে? আমি এঅবস্থায় তোমায় ছেড়ে যেতে পারি না, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

পুষ্প। না বন্ধু! তা হবে না। তোমার স্বভাব অতি পবিত্র, আমি এক্ষণে জঘন্য কার্য্যের সঙ্কল্প করেছি, আমার স্বভাবে পূর্ব্বে যা কিছু মধুর ছিল তাহা এক্ষণে অকাণ্ডে বিষাক্ত হয়েছে, বোধ হয় আমার শরীরে ভুতাবেশ হয়েছে। আমি এক্ষণে জীবনে নিরপেক্ষ, তুমি সঙ্গে থেকে কেবল কষ্ট পাবে, কেবল বৈরশোধ বাসনায় এ জীবন বহির্গত হয় নাই, আরম্ভেও কষ্ট, পরিণামেও কষ্ট, তদপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই।

বস। বন্ধু! জ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত একদণ্ডও তোমার সঙ্গ ছাড়া নই, তোমার বিরহ আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না।

পুষ্প। চিন্তায় যত কঠিন বোধ হয়, কাজে তত হয় না পার্‌বে বৈ কি, যাও, বন্ধু মনে থাকে যেন, চল্লেম—

[একদিক দিয়া পুষ্পকেতুর অপরদিক দিয়া বসন্তের নিষ্ক্রমণ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০ঃ০—

জাহ্নবীতীরে—নৌকাভ্যন্তরে।

লবঙ্গিকার অঙ্কে নিহিত চরণ মালবিকা কর্ত্তৃক আশ্বাস্য-মান দীনভাবে অনঙ্গমঞ্জরী শয়ান, মৃগয়াপ্রতিনিবৃত্ত পৃথুরাজের প্রবেশ।

পৃথু। (সাশঙ্কে অগ্রসর হইতে হইতে স্বগত।)

বিপৎ ঝটিকাগমে অটল অচল
প্রশান্ত প্রণয় সিন্ধু; বিনয়স্খলন
অণুমাত্র করে তায় অতি আন্দোলিত—
অমনি দুর্জ্জয়মান-বড়বা-কৃশানু
জ্বলে উঠে; না জানি কি দোষে আজি দূষী
হয়েছি, করিতে স্থির নারিনু স্মরিয়া
পরিজন হতে এর কভু কি সম্ভবে
অপমান? (প্রকাশে)

প্রিয়ে! এ অসুখের কারণ কি? বিশেষ চিন্তা করে দেখলাম জ্ঞাতসারে ত কোন অপরাধ করি নাই, যদি অজ্ঞাতসারে করে থাকি, তিরস্কার কর্‌তে পার, তার জন্য মৌনাবলম্বন কেন? তোমার কপোল—বিন্যস্ত অশ্রুজলে ক্ষালিতপ্রায় কুঙ্কুম পত্রলতা আমার নেত্রবিষাদ জন্মে দিচ্ছে, কি জন্য কৃশোদরি! কথার উত্তর দাও না? হায়! হরিণেক্ষণে! তোমার শোকের কারণ না জান্‌তে পেরে আমি ভীতও হচ্ছি লজ্জিতও হচ্ছি। যদি গুরুজনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাক, বল, এই দণ্ডেই কান্যকুব্জে প্রত্যাগমন করি।

অন। (গাত্রোত্থান করিয়া) জীবিতেশ্বর! জন্মান্তরে কত পুণ্য করেছিলেম তাই তোমাকে পতিভাবে পেয়েছি। তোমা হতে আবার প্রণয়স্খলন!! নাথ! এমন কথা মুখে ও আন্‌বেন্ না। গুরুজনের জন্য ও উদ্বিগ্ন হই নাই—তোমার মত স্থিরপ্রসাদ চিরানুকূল পতির নিকটে থেকে কে গুরুজনের স্মরণ কর্‌তে অবসর পায়?

পৃথু। তবে এরূপ অবস্থা কেন?

অন। কাল্ রাত্রে বড় একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

পৃথু। কি রূপ?

অন। "হ্যাঁ গা! এখান হতে হস্তিনা কত দূর? এই নগর কি ঠিক্ যমুনাতীরে? দূর হতে দেখ্‌তে কেমন?" যখন দেখলেম তুমি এই সকল প্রশ্নের অস্ফুট উত্তর দিতে লাগ্‌লে তখন স্থির কর্‌লেম, তোমার নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে আমিও আর বিরক্ত না করে পাশ ফিরে রইলাম্—

আজ্ চারি দিন পিতামাতার চরণ দর্শন করি নাই, হয়ত মা এতক্ষণে অবসর পেয়ে আমায় স্মরণ কর্‌ছেন। এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন ঘুমিয়ে পড়্‌লেম্ তা মনে হয় না।

পৃথু। তার পর?

অন। সহসা বোধ হল কে যেন এসে আমায় তুলে নিয়ে তরঙ্গাকুল জাহ্নবীজলে নিক্ষেপ কর্‌লে—আমি চীৎকার করে উঠ্‌লেম, তুমিও যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়্‌লে—আমি এক বার নিমগ্ন এক বার উন্মগ্ন হচ্ছি, তুমিও এই ধরেছি বলে যার পর নাই উদ্যম কর্‌তে লাগলে, এবং ঠিক লক্ষ্যে স্থিরদৃষ্টি হয়ে আমার অনুসরণে প্রবৃত্ত হলে।

মাল। তার পর? তার পর?

অন। তার পর একটা প্রকাণ্ড কুম্ভীর এসে নাথকে—

(উৎকম্প।)

পৃথু। প্রিয়ে! ভয় কি? এ স্বপ্নবৃত্তান্ত—বাস্তবিক নয়—

লব। শেষে কি হলো?

অন। জীবিতনাথ প্রচণ্ডবেগে তাকে পদাঘাত করলেন, সেটা দশ হাত হটে গিয়ে আবার দ্বিগুণ বেগে আস্‌তে লাগ্‌লো।

মাল। এসে আবার ধর্‌তে পেরেছিল?

অন। তা আর বল্‌তে পারি না ঐ আবার আস্‌ছে বলে আমার এরূপ আবেগ হয়েছিল যে তাতেই আমার

নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল জেগে দেখি সর্ব্বাঙ্গ থরথরে কাঁপছে-- প্রাণেশ্বর পূর্ব্ববৎ নিদ্রা যাচ্ছেন দেখেও বিশ্বাস হলো না।

মাল। এ দিব্যি স্বপন, পরিণামে ভাল আছে—

পৃথু। স্বপ্নে কে কি না দেখে থাকে? চল একবার এই রমণীয় সময়ে জাহ্নবীতীরে বেড়ান যাক্। সখি! তোমরা ঐ স্থানে গিয়ে আহারাদির উদ্যোগ কর।

(নেপথ্যাভিমুখে)

নাবিক---

(নেপথ্যে ।)　　আজ্ঞে—

পৃথু। তোমরা ঐ পুরোবর্ত্তী মুচুকুন্দ বৃক্ষের সম্মুখে নৌকা বাঁধ। এস্থান অপেক্ষা ঐ স্থানটি রম্যতর—

(নেপথ্যে।)　　যে আজ্ঞে—

[পৃথু এবং অনঙ্গমঞ্জরীর উত্তরণাভিনয় এবং নৌকার নিষ্ক্রমণ।

পৃথু। প্রিয়ে! দেখ এই বনরাজির কি মনোহর শোভা, ঐ তীরভুমি অংস্কৃত ভাষার ন্যায় বহুব্রীহিশালিনী, এই পশ্চিমদিক ভগবতী কামন্দকীর ন্যায় রক্তাম্বরধারিণী, ঐ তীরতরু মহারাজ জয়চন্দ্রের ন্যায় দ্বিজাশ্রয়দাতা, এই বনস্থলী আর্য্য সুমতির ন্যায় অদৃষ্টান্তা, ঐ পূর্ব্বদিঙ্-মুখ পুষ্পকেতুর হৃদয়ের ন্যায় তমো মলিন—

(নেপথ্যে।)

(পটহ নিনাদ, শঙ্খবাদ্য এবং কাঁসরের ঝনৎকার।)

পৃথু। (সচকিতে) একি ? এই নিবিড় অরণ্য লোকের বাসস্থান না কি ?

অন। একি ! সহসা অগুরুধূপে দিক আমোদিত হলো যে !

সমিৎপুষ্প হস্তে জনেক তাপসকুমারের প্রবেশ।

পৃথু। (নিকটে যাইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক) মহাভাগ ! আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? এ কোন মহর্ষির আশ্রম-পদ ?

তাপস। আমি এই তপোবনে যাচ্ছি, এ কোন নির্দ্দিষ্ট মহর্ষির আশ্রম নয়, এখানে অনেক মহর্ষি এবং রাজর্ষি তপস্যা করেন, তন্মধ্যে দুই জন সস্ত্রীক রাজর্ষি প্রধান— একজন হস্তিনার ভূতপূর্ব্ব রাজা, অপর দাক্ষিণাত্যের—

পৃথু। (সকৌতুকে) এ বাদ্যোদ্দম কিসের ?

তাপস। অদ্য প্রসিদ্ধপ্রভাবা বর্ষীয়সী কামন্দকী কান্যকুব্জ হতে এখানে এসেছেন ; ঐ রাজর্ষিদ্বয় তাঁর মুখে শুনেছেন হস্তিনার অধিপতি সুগৃহীতনামা মহারাজ পৃথুর সহিত কান্যকুব্জেশ্বর রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা অনঙ্গমঞ্জরীর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে—এই সংবাদে তাঁরা আজ্ ভুবনেশ্বরীর মহতী পূজা কর্‌বেন সেই উপলক্ষে এই বাদ্যোদ্দম।

পৃথু। (সানন্দে জনান্তিকে) প্রিয়ে ! আজ্ কি সৌভাগ্যের দিন, সকল গুরুজন একস্থানে !! চল অনেক দিনের পর জীবন সার্থক করে আসি, আমার পিতা, মাতা, মাতুল, মাতুলানীর অনেকদিন উদ্দেশ পাই নাই, অগ্রে যখন যে

তীর্থে যে তপোবনে যেতেন, আমায় সংবাদ দিতেন, এক্ষণে ক্রমে আমার প্রতি মমত্বের হ্রাস হচ্ছে, দেখা সাক্ষাৎ হলে সাতিশয় চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মে, সে দিন ভগবতীকে কত জীদ্ করে জিজ্ঞাসা কর্লেম। তিনিও কোন ক্রমে বল্লেন না---আজি সকলকেই একস্থানে দেখ্তে পাবো—(তাপসের প্রতি) মহাভাগ ! আমরা এই তপোবন দর্শন কর্তে ইচ্ছা করি।

তাপস। তপোবন ধন্য ! আমার সঙ্গে আসুন।

[সকলের নিষ্ক্রমণ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

ভীষণ গিরিগুহা।

লব্ধসংজ্ঞা অনঙ্গমঞ্জরীর এবং তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট তিন জন দস্যুর প্রবেশ।

অন। (সবিস্ময়ে, সভয়ে স্বগত !) একি ! এ আমি কোথায় এসেছি ? এরাই বা কে ? দেখ্লেই বোধ হয় যেন যমের অনুচরবর্গে বেষ্টিত হয়েছি, উঃ কি ভয়ঙ্কর স্থান! বোধ হয় নরকবাসীরাও এখানে আস্তে ভয় পায়।

গুরুজনের দর্শন দূরে থাক্ সেই তপোবন কৈ ? সেই তপোধন যুবাই বা কোথায় গেলেন? জীবিতনাথকে দেখ্ছি না কেন ? বনে প্রবেশ কালে একবার একটা চীৎকারধ্বনি

আমার কর্ণগোচর হয়েছিল, তদ্ভিন্ন আর ত কিছুই স্মরণ হয় না, এরা নিশ্চয়ই জীবিতনাথের প্রাণসংহার করেছে। তিনি প্রাণ থাক্‌তে কখনই আমাকে এদের হস্তগত হতে দেন নাই।

হায়! এ আমার কোন্ দুষ্কর্ম্মের ফল? হা জীবিতনাথ! তুমি কোথায়? একবার দাসীর কথায় উত্তর দাও, অরে হতহৃদয়! তুই কেন এখনো বিদীর্ণ হচ্ছিস্ না? মা গো! তোমার সাধের অনঙ্গ দস্যু-হস্তে পতিত হয়েছে। মা! যে চ'লে গেলে তুমি মনে ব্যথা পেতে, সে আজ্ দস্যু-হস্তে পতিত হয়েছে। দস্যুহস্তে! যাহাদের কোন বিচার নাই। হা প্রিয়সখি! মালবিকে! তোমার সখীর কি দশা ঘটেছে একবার এসে দেখ্‌লে না? হায় হায়! আমার দুষ্কর্ম্মের এ কি নিদারুণ পরিপাক। আমি কান্যকুব্জেশ্বর রাজা জয়-চন্দ্রের কন্যা, মহারাজ হস্তিনাপতির মহিষী, আমি কি না দস্যুহস্তে পতিত হলেম্! হে মাতঃ ত্রিভুবনজননি! হে মহি-ষাসুরমর্দ্দিনি! মা গো! বড় বিপদে প'ড়েছি, মা এ বিপৎ সংকট হতে আমায় রক্ষা কর। ভগবতি! তোমার পাদ-পদ্ম দেখ্‌বো বলে বড় আশা করে এসেছিলাম—

(প্রকাশে) বলি হ্যাঁ গা! তোমরা কে? কেন আমায় এখানে এনেছ? যদি অলঙ্কারলোভে এনে থাক, তবে কি জন্য মুর্চ্ছিতাবস্থায় আমার প্রাণ সংহার কর নাই? কি জন্য এই বিষম কষ্টকর চৈতন্যাবস্থা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌লে? যা করেছ করেইছ এক্ষণে শীঘ্র আমায় জীবিতনাথের সঙ্গী

কর। যদি স্ত্রীহত্যার ভয় থাকে, তবে আমায় অস্ত্র দাও—এই অলঙ্কার লও—

দস্যুপতি। আমরা দস্যুবৃত্তি করি বটে, কিন্তু আমরা তোমায় অলঙ্কারলোভে ধরি নাই, আমাদের অন্য কোন দুষ্ট-বাসনাও নাই। তোমার স্বামীকেও আমরা মারি নাই। যিনি অর্থ দিয়া আমাদিগকে বশ করেছেন, যাঁর আজ্ঞায় আমরা তোমায় ধরে এনেছি, যিনি মুনি-বেশ ধরে কাল্ তোমাদিগকে ঠকিয়েছেন তিনিই তোমার জীবনমরণে প্রভু। তিনি অবন্তিরাজকুমার—তাঁর নাম পুষ্পকেতু।

অন। (সত্রাসে) দস্যুপতি! আজ্ হতে তুমি আমার পিতা। পুষ্পকেতু কি অভিপ্রায়ে আমায় ধরেছে তা সহজেই বুঝ্তে পেরেছ। আমি তোমার শরণাগত, আমায় এই বিপদ হতে রক্ষা কর। পুষ্পকেতুর কি আছে সে কি দিবে—তার সর্ব্বস্ব আমার এই একা-বলীর একটি রত্নের মূল্য হবে না। তোমাদের অর্থেই প্রয়োজন—আমার এক্ষণে যা আছে তৎসমুদায় লও, তা হলে তোমাদের কেবল অর্থলাভ নয় সতীর সতীত্ব রক্ষা জন্য বিপুল ধর্ম্মলাভও হচ্ছে—সতীর সতীত্বরত্ন একবার বিকৃত হলে তার পুনঃসংস্কার বিশ্বকর্ম্মারও অসাধ্য। তোমার পায়ে ধরি আমার এ রত্নে যেন কীট স্পর্শ না হয়, আমি আর কিছুই চাই না আমায় পবিত্র অবস্থায় মর্তে দাও—

[রোদন ও চরণে পতন ।]

দস্যুপতি। উঠ উঠ, আমার পায়ে ধর্‌লে কি হবে আমি পরাধীন---

পুষ্পকেতু এবং তৎপার্শ্বে চারি জন দস্যু কর্ত্তৃক
বাহ্যমান শৃঙ্খলাবদ্ধ পৃথুর প্রবেশ।

পুষ্প। রাজপুত্রি! স্মরণ হয় কি? এ দাস এক দিন আদিষ্ট হয়েছিল "পৃথুকে প্রাণে নষ্ট কর না, তাকে জীবিত বেঁধে এনো" আজ্ সেই আদেশ পালন করে চরিতার্থ হলেম—

[দস্যুদের পৃথুকে ভুতলে স্থাপন।]

[অনঙ্গমঞ্জরীর সহসা উত্থান, এবং পতিকে তদবস্থ দেখিয়া
ভয়ে ও বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া ভুতাবিষ্টার
ন্যায় ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে স্থিতি।]

পুষ্প। রাজপুত্রি! কথা কচ্ছনা যে? মুখ যে বড় মলিন হয়েছে? এখন তুমি কার?

অন। (সক্রোধে) অরে ক্ষত্রিয়াধম! তোর লজ্জা নাই? অরে নির্লজ্জ! নিকৃষ্টাশয়! তুই তাই এমন ক্ষত্রিয়-বিরুদ্ধ কাজ করে শ্লাঘা কর্‌ছিস্! তুই আমার সম্মুখ হতে দূর হ। তোর মুখ দেখ্‌লে পাতক জন্মে। অরে নৃশংস! তুই কেন প্রথম গর্ভে সহস্রধা বিশীর্ণ হস্ নাই। কেন তোর ঐ মস্তকে এখনো বজ্রপাত হচ্ছে না? তোর জন্মে ধিক্! তোর কর্ম্মে ধিক্! এখনো

তোর ঐ জিহ্বা অবিদীর্ণ রৈল? জানি না কি জন্য তোর এই দুষ্কৃত এখনো পরিণত হচ্ছে না।

দস্যুগণ! তোমরা যাঁকে পাশবদ্ধ করেছ, যিনি বদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় আপন তেজে আপনি দগ্ধ হচ্ছেন্ উনি সেই বিখ্যাতনামা মহারাজ হস্তিনাপতি, আমি কান্যকুব্জের অধীশ্বর সুগৃহীতনামা মহারাজ জয়চন্দ্রের কন্যা—আর এই অনামক নরাধম ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক পুষ্পকেতু, আমার পিতার জিতদাস-পুত্র। যদি তোমাদের অর্থে প্রয়োজন থাকে তবে হস্তিনাপতিকে বন্ধনমুক্ত করে যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ কর, তা হলে আর তোমাদের এরূপ জঘন্য-বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্ব্বাহ কর্‌তে হবে না।

পুষ্প। রাজপুত্রি! এর সমক্ষেই তোমায় গ্রহণ কর্‌বো, এজন্য এ পর্য্যন্ত এর প্রাণ সংহার করি নাই, এক্ষণে কৃতকার্য্য হয়েছি সমীহিত সাধন করি---(খড়্গ খুলিয়া পৃথু হননে উদ্যত।)

অন। একি? তোমরা যে এখনো কিছু বল্‌ছ না? দুরাচার! চণ্ডাল! এখনো তোর এই পাপ দেহ ভস্মসাৎ হচ্ছে না। (বল পূর্ব্বক পুষ্পকেতুর হস্ত ধারণ।)

পৃথু। ছি ছি! প্রিয়ে! ঐ নরাধমের হস্ত ছেড়ে দেও, ওর কি গাত্রস্পর্শ কর্‌তে আছে? পুষ্পকেতু! শোন্ অগ্রে আমার এই দক্ষিণহস্ত কেটে ফেল্। যখন এ হস্ত এ পর্য্যন্ত তোর মস্তকে যমদণ্ডের ন্যায় পড়্‌তে পেলে না; পরে এই রসনা উৎপাটন করে খণ্ড খণ্ড কর্, যেহেতু

এ অদ্যাপি তোর ঐ বক্ষঃস্থলের ঈষদুষ্ণ শোণিত পান কর্‌ছে না;তৎপরে এই নেত্রযুগলে সুতীক্ষ্ণ লৌহশলাকা প্রবিষ্ট কর্‌. কেন না এরা জীবিতেশ্বরীর এরূপ অবস্থা দেখেও তোকে এপর্য্যন্ত জীবিত দেখ্‌ছে; ওরে ক্ষত্রিয়াধম! রণভীরু! এখনো তুই আমার এই ভুজপঞ্জরে পড়ে নিস্পেষিত হলি নে? এখনো তোর পক্ষে নরক দ্বার রুদ্ধ রয়েছে? কীচকের ন্যায় এখনো তোর ঐ শরীর পিণ্ডীকৃত হলো না? জীবিতেশ্বরি! ও পাপের হস্ত পরিত্যাগ কর—(ক্রোধে স্বীয় শরীর পুষ্পকেতুর দেহে নিপাতিত করণ, এবং পুষ্পকেতুর ছিন্নতরুর ন্যায় ভুতলে পতন।)

জন। (পুষ্পকেতুর হস্ত হইতে খড়্গ লইয়া) দুরাচার! দুর্ব্বৃত্ত! পাষণ্ড! পামর! তুই আর আমার কি কর্‌তে পারিস্‌? অরে কৃতঘ্ন! এই খড়্গো তোর ঐ শরীর কবন্ধের ন্যায় মস্তক শূন্য কর্‌বো—(প্রচণ্ড বেগে খড়্গ ঘুরান।)

দস্যুপতি। (সবিস্ময়ে) একি! যেন উগ্রচণ্ডা অসুর সঙ্গে রণে মেতেছেন!

পুষ্প। (উঠিয়া) সুন্দরি! মুক্তকেশ বন্ধন কর, গলিতপ্রায় উত্তরীয় বসন যথাস্থানে স্থাপন কর। খড়্গ ত তোমাদের অস্ত্র নয়, তোমাদের যে অস্ত্র তাহা খড়্গ অপেক্ষা সহস্রগুণে তীক্ষ্ণতর, তুমি একা আর এই সব ভীষণমূর্ত্তি দস্যুগণ আমার সহায় তবে তুমি খড়্গ ধরে কি কর্‌বে?

অন। (সক্রোধে) আরে মূর্খ! তুই জানিস্ না হরমহিষী একাকিনী মহিষাসুর-মর্দ্দিনী। অরে মূঢ়! আমার কি ক্ষত্রিয়বীর্য্যে জন্ম নয়? তোরে এখনো বল্‌ছি আমার সম্মুখ হতে দূর হ, দূর হ—

পুষ্প। তোমার সর্ব্বনাশ না করে দূর হবো—

(খড়্গগ্রহণোদ্যম।)

দস্যু। রাজকুমার! ক্ষান্ত হৌন্ সতীর গাত্রে হাত দিবেন না; যে অর্থ দিয়েছিলেন তার চার গুণ নিয়ে যান্, আপনি যা দিয়েছিলেন তা সেইখানেই আছে এবং তার ঠিক্ দক্ষিণদিকে বেলগাছের তলায় অনেক অর্থ পোঁতা আছে, নিয়ে যান্। আমরা মহারাজের বন্ধন খুলে দিই—(বন্ধনমোচনের উপক্রম।)

পুষ্প। এই কি ধর্ম্ম?

দস্যুপ। এর চেয়ে ধর্ম্ম আর কি আছে? আগে জান্‌তে পার্‌লে এমন কাজে হাত দিতেম না। মহারাজ! অর্থ লোভে যা করেছি তার মার্জ্জনা আছে।

[পুষ্পকেতুর বেগে পলায়ন।

পৃথু। (উঠিয়া) তোমরা অপকারও করেছিলে আবার উপকারও কর্‌লে।

(দস্যুগণের চরণে পতন।)

পৃথু। ভয় কি? কোন চিন্তা নাই। আমি তোমাদিগকে কান্যকুব্জ এবং হস্তিনার কিয়দংশ জায়গীর স্বরূপ

প্রদান কর্‌বো। যাতে তোমরা পুরুষানুক্রমে পরমসুখে জীবনযাপন কর্‌তে পার্‌বে—পুষ্পকেতুকে যেতে দিলে কেন? আমি ওকে কিছু বল্‌তেম না, কেবল একটি কথা বল্‌তেম্। যাক্ ওর ছায়াস্পর্শ কর্‌তে নাই। যার স্বভাব মলিন তার কার্য্যও মলিন। মলিনস্বভাব মেঘ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হয়, ঊর্দ্ধে নীত হয়, আবার সেই সূর্য্যকেই আবরণ করে। ঐ দুরাত্মা রাজা জয়চন্দ্রের প্রতিপালিত, আবার দেখ তাঁহারই কেমন অপকারে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এক্ষণে আমাদের সঙ্গে নৌকায় এসো—

[সকলের নিষ্ক্রমণ।

ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

সপ্তমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনাপুরী।

পর্য্যঙ্কে শয়ান অনঙ্গমঞ্জরী, পার্শ্বে
উপবিষ্ট—তমালিকা ও মালবিকার প্রবেশ।

মাল। সখি! এবার তোমার খোকা হবে।

অন। সখি! আপ্তবর্গে কন্যা হলেও পোয়াতীকে শুনায় "তোমার খোকা হয়েছে।"

তমা। তুমি কিসে জান্‌তে পার্‌লে? গুণ্‌তে জান নাকি?

মাল। সখী আমার বড় কাহিল্‌ হয়েছেন্‌, তাতেই জান্‌তে পেরেছি খোকা হবে। "মেয়ে পেটে রূপসী ছেলে পেটে মসী।"

অন। সখী! যেদিন থেকে শুনেছি দুরাচার পুষ্পকেতু আমার পিতার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী চুরি করেছে, সেই দিন হতে আমার বড় ভাবনা হয়েছে।

তমা। সখি! সে বিষয় ত মহারাজের কর্ণগোচর হয়েছে, তিনি তার বিহিত কর্‌বেন্‌, তার জন্য তোমার চিন্তা কেন? পেটে পোয় চিন্তা করতে নাই, পোয়াতীকে সর্ব্বদা আনন্দে রাখ্‌বার্‌ জন্য লোকে সাধ সীমন্তের আড়ম্বর করে।

অন। (তমালিকার চিবুকে হস্তদিয়া) দিদিমণির কথা গুলি বাটালিকাটা! দিদির গুণে কেতকীকে ভুলে গিয়েছি, চিতোররাজ কোন্ পর্ব্বতে বসে কতকাল কি তপস্যা করেছিলেন বল্‌তে পারি না।

তমা। গৌরীই পঞ্চতপ করে সেইরূপ পতি পেয়েছেন, দিদি! সেই ধন্য যে তোমায় দেখেনি আমি কিন্তু খোকা না দেখে যাব না।

অন। এও কি তোমায় বল্‌তে হবে।

লবঙ্গিকার প্রবেশ।

লব। (সসম্ভ্রমে) হ্যাঁ গা! মহারাজ মুখ মলিন করে আস্‌ছেন্ কেন?

অন। বলিস্ কি? কেন? ওমা!

তমা। তিনি একা আস্‌ছেন্?

পৃথুর প্রবেশ।

[তমালিকার লজ্জাসংকোচ এবং অনঙ্গমঞ্জরীর উঠিবার উদ্যোগ]

পৃথু। প্রিয়ে! বড় আশায় হতাশ হয়েছি।

[পর্য্যঙ্কৈকদেশে উপবেশন।]

অন। নাথ! তোমার সহসা আগমন, ম্লানমুখ, এবং এই সকল কথায় আমি বড় ভীত হয়েছি।

পৃথু। ভয়ের বিষয় কিছুই নয়।

অন। তবে কি?

পৃথু। বড় আশা ছিল ইচ্ছা এবং ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ সমা-

য়োছে তোমার সীমন্তোন্নয়ন নির্ব্বাহ কর্‌বো—তা হলো না।

মাল। কেন? কেন?

লব। ও মা! সে কি কথা!

তমা। (স্বগত।) বুঝি কোথায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে।

অন। দুরাত্মা বুঝি সেই অঙ্গুরী দ্বারা কোন চক্রান্ত করেছে?

পৃথু। তা এখনো স্পষ্ট কিছু অবধারিত হয় নাই—তোমার স্মরণ আছে, বিগত ক্যাগারক্ষেত্রে যে যবনরাজ নিঃশেষে পরাস্ত এবং হতশেষ সৈন্য লয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করে?

অন। হাঁ, নখপ্রবিষ্ট কণ্টকের ন্যায়, নেত্রপতিত কীটের ন্যায়, কষ্টকর সেই শত্রুকণ্টককে স্মরণ আছে—তার পর?

পৃথু। তার রাজ্যে গূঢ়চারী সুমন্ত্র পত্র লিখেছে যবনরাজ কোন হিন্দুরাজার সাহায্যে পুষ্টবল হয়ে, হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করেছে।

মাল। শুনেছি আর্‌বারে তাকে কেশে ধরেও ছেড়ে দিয়েছেন।

পৃথু। কি করি, সে বল্যে "আমি শরণাগত" কেমন করে আর্ তার অঙ্গে অস্ত্র প্রহার করি?

মাল। এখন সে, সে ঋণ বেশ শুধ্‌লে!

লব। "নেড়ের নেই ইষ্টি, তেঁতুলও নয় মিষ্টি।"

পৃথু। তথাপি সে পুষ্পকেতু অপেক্ষা সহস্রাংশে উৎকৃষ্ট,

যদি বাস্তবিক সেই সাহায্যকারী হয়, তবে ভেবে দেখ সে কেমন জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছে।

অন। লোকে বলে " পড়াবি ত পো, নয় ত সভায় নিয়ে থো " পুষ্পকেতু যে এত দিন পিতার সভায় ছিল তার কি ফল দর্শিল ?

পৃথু। যার যেমন স্বভাব কিছুতেই তার অন্যথা হয় না ; দেখ সর্ব্বপাবন সলিলে মৎস্য নিয়ত অবস্থান করে, তথাপি তার দুর্গন্ধ কিছুতেই যায় না।

অন। সামান্য পশুপক্ষীরাও পরিচয়ের অনুরোধ রাখে—

পৃথু। খলের প্রকৃতি স্বতন্ত্র—তৈল করলালিত, মস্তকে ধৃত হলেও সে যে কটু, সেই কটুই থাকে।

অন। পিতা সমুদায় অবন্তি দেশ হস্তগত করেন, কেবল পুষ্পকেতুর ক্রন্দনে সমুদায় ফিরিয়ে দেন।

পৃথু। সে ত এই রূপে তাঁর প্রত্যুপকার কর্‌বেই ?

যবে কিছু দন্তমূলে বেঁধে কষ্টকর
তবে রসনা কেমন
নিবারিতে তার দুখ, অনুক্ষণ অভিমুখ
থাকে, কিন্তু দেখহ দশন
রসনারে ক্ষত করে পেলে অবসর ॥

এক্ষণে চল্যাম সমরসজ্জার উদ্যোগ কর্‌তে হবে, পথেই তার গতি রোধ কর্‌তে হবে, নইলে নগরে এসে পড়্‌লে অনেক অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা।

[প্রস্থান।

তমা। অপরাপর রাজ্যে গিয়ে যেমন আক্রমণ করেন যবন-রাজ্যে গিয়ে কি সেরূপ পারেন না ?

অন। ও বোন্! তোমার মত আমারও এ বিষয় জান্‌তে ইচ্ছে হয়েছিল—জিজ্ঞাসাও করেছিলেম। বল্যেন, "আমাদের কি সিন্ধুনদীর পরপারে যেতে আছে ? তা হলে যে জাতি যাবে। তা পার্‌লে কি একটা শত্রুকণ্টকের জন্যে এত উদ্বেগে কাল যাপন কর্‌তেম ? কবে গিজ্‌নি ভুমিসাৎ করে আস্‌তেম।"

লব। তাকে যেন আর ফিরে যেতে না হয়, যেমন সে আমাদের সাধ আহ্লাদে এত বাদ সাধ্‌লে—

তমা। তা তোমায় বলে দুঃখ পেতে হবে না, এঁরা দুই জনে যবনের পালকে ছাগলের পাল মনে করেন।

মাল। যদি রে ভাই! পুষ্পকেতু এসে মিশে থাকে তবে বড় সোজা কাণ্ড নয়, সে পোড়ার্‌মুখো বড় কুচক্কুরে।

অন। চল অলিন্দে গিয়ে যুদ্ধযাত্রা দেখি গে—বীরপত্নী-দের সমরে শঙ্কা কি ?

[সকলের নিষ্ক্রমণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০:*:০—

রাজভবন প্রাঙ্গণে।

আসীন ভীমসেন, কালকেতু, এবং দণ্ডায়মান
জনৈক ভৃঙ্গেকহস্ত সৈনিকের প্রবেশ।

ভৃঙ্গে। স্বামিন্! আপনি এত শঙ্কিত হচ্ছেন্ কেন? জ্যোৎস্নায় দশদিক্ আলোকময় হয়েছে, সুশীতল শেফালিকা-মকরন্দবাহী মৃদুমন্দ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চার কর্‌ছে — তথাপি আপনার নিদ্রা হচ্ছে না, সমরশ্রান্তি এবং প্রহারবেদনায় সাতিশয় কাতর হয়েছেন্ এজন্য নিদ্রা মুগ্ধার ন্যায় আপনার নেত্রপথের অতিথি হচ্ছে না। কিঞ্চিৎ সুরা সেবন করুন, তা হলেই নিদ্রা অচিরে আপনার নয়নাভিমুখী হয়ে সকল যাতনা দূর কর্‌বে। অদ্য মহারাজের আজ্ঞায় সকলেই সুরাপানে সমরশ্রম অতিবাহিত কর্‌ছে; সকলেই কিন্নরকণ্ঠী বেশ্যায় পরিবৃত হয়ে সুখে নিশা যাপন কর্‌ছে, আমরাই কেবল জাগ্রদবস্থায় ক্ষণদাকে যাতনাময়ী যামিনীর ন্যায় অতিবাহিত কর্‌ছি।

ভীম। তুমি ঠিক্ বলেছ, বাস্তবিক যার পর নাই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কি করি, মহারাজ আমাদিগকে পুরীরক্ষার্থে নিযুক্ত করেছেন, অতএব আমাদিগকে আত্মসুখ নিরপেক্ষ হয়ে স্বামি কার্য্য সাধন কর্‌তে হবে। মনে কর যদি আমাদের সুরোন্মাদজনিত কোন অনিষ্ট ঘটে তা হলে মহারাজ

কি মনে কর্‌বেন ? কি বলেই বা তাঁর ক্রোধ শান্তি কর্‌বো ?

ভগ্নে। জানি না আপনি কা হতে অনিষ্ট আশঙ্কা কর্‌ছেন অদ্য তিরোরিক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হয়েছে, তাতে সেই যবন-রাজের ত বল বিক্রম অবগত হয়েছেন সে মহারাজের নিকট প্রাণে প্রাণে পলায়নের ভিক্ষা লয়ে হতাবশিষ্ট সৈন্য সহ স্বদেশে প্রস্থান করেছে।

ভীম। মহারাজ যবন হতে অণুমাত্র আশঙ্কা করেন না, পুষ্পকেতু নামে জনেক রাজকুমার মহারাজের পরমশক্র আছে, তার ন্যায় কপটী এ জগতে আর দুটি নাই, সে নিয়ত ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

কাল। মহারাজের যেমন কাণ্ড! সেই দিন শ্মশানে তাকে যমালয়ে পাঠালেই পাপ চুকে যেত, তা করতে দিলেন না, বল্লেন বিনা যুদ্ধে মলে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গ হয় না।

ভগ্নে। সে কি ?

ভীম। পুষ্পকেতু মহারাজের মৃত্যুকামনায় শ্মশানে অভিচার করতে গিয়াছিল ; আমি চণ্ডভৈরব, এবং কালকেতু উগ্রচণ্ডা সেজে সহসা শ্মশানে আবির্ভূত হয়ে উহাদিগকে প্রহার করেছিলেম্‌।

ভগ্নে। (সাশ্চর্য্যে) এমন! (স্বগত) আমিও ত তাই বলি! আচ্ছা আজ্‌ এর পরিশোধ নিতে পারি তবেই এ প্রাণ রাখ্‌বো, (প্রকাশে) তা যে ব্যক্তি মহারাজের সহিত সম্মুখ সমরে অগ্রসর হতে ভীত হয় তা হতেই বা মহা-

রাজের ভয় কি? আমি ভেবেছিলেম না জানিই বা কে যবন হতকের সহকারী হয়েছে! আসুন সুরাপান করা যাক্। ওহে দ্বারপালগণ! তোমরা দ্বার রুদ্ধ করে ভিতরে এসো একটু আমোদ করা যাক্।

দ্বারপালদ্বয়ের প্রবেশ।

দ্বার। সেনাপতির কি আদেশ?

ভীম। দ্বার রুদ্ধ করে এসেছ?

দ্বার। আজ্ঞে হাঁ—

ভগ্নৈকহস্ত সৈনিকের সোপচার সুরানয়ন এবং সকলের পানাভিনয়।

ভীম। কৈ তুমি পান করলে না?

ভগ্নৈ। পরিবেশকের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না, আবার আন্‌ছি।

কাল। তুমি বাবা! গা—গাইতে পার?

ভগ্নৈ। কিছু কিছু এসে।

কাল। তবে বা—বাবা! এ একটা গা—গাও—

ভগ্নৈকহস্ত সৈনিকের সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ—নেপথ্যে তাল আড়াঠেকা।

কিবা বেশ মনোহর
কে না পূজে সুরা তোরে যক্ষ রক্ষ নর।
শুষ্ক-মাংসা ক্ষীণোদরী
রক্তনেত্রা দিগম্বরী
সাট্টহাসা ভয়ঙ্করী বর্ণটি ধূসর॥

জরা মৃত্যু তব কাছে
ধিনিতা ধিনিতা নাচে
তবু মা প্রসাদে তব নাহি লাগে ডর॥

ভীম। ও কি? যেন কোন বস্তুর পতনশব্দ শুনা গেল না?

ভগ্নে। কৈ? কোন্ দিকে? (উঠিয়া অন্বেষণ এবং গ্রহণ) সেনাপতে! এই দেখুন একখানা তরবাল পড়েছে। আবার অগ্রভাগে কি ঝুল্‌ছে (খুলিয়া) একটি অঙ্গুরীয়, এতে আবার কি লেখা আছে পড়ুন।

(প্রদান।)

ভীম। (পাঠান্তে) শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও, মহারাজ জয়চন্দ্র এসেছেন, তাঁর আজ্ কাল্ আস্‌বার কথা, আমাদের বিশ্বাসের জন্য স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করেছেন।

ভগ্নে। এক হাতে সে দ্বার মোচন করা আমার সাধ্য নয়।

ভীম। আমিই খুল্‌ছি।

[স্খলিতগমনে প্রস্থান।

[নেপথ্যে মহাকলরব।]

ভগ্নে। (নেপথ্যাভিমুখে)—(স্বগত) এসো বাবা! কানা মেঘে ভর করে এসো। (প্রকাশে) হা ধিক্! এ কি? পবনেরিত কালিন্দী-তরঙ্গের ন্যায় যবনসেনা অপ্রতিহতবেগে পুরী প্রবেশ কর্‌ছে। কালকেতু! দেখ্‌ছেন কি? সেনাপতির মস্তক অঙ্গনে লুণ্ঠিত হচ্ছে—

কাল। (সাবেগে) বল কি—কি সর্ব্বনাশ !

[ভগ্নৈকহস্ত সৈনিক ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

ভগ্নৈ। (স্বগত) এই ত সাগরমন্থন আরম্ভ হল, এখন দেখি কার ভাগ্যে সুধা উঠে। (উচ্চৈঃস্বরে) হায় হায় কি সর্ব্বনাশ! যবনেরা যাকে দেখ্‌ছে তাকেই যে নিমেষে বধ কর্‌ছে—কোথা নাথ হস্তিনাপতে! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, শীঘ্র আসিয়া রক্ষা করুন্‌! চিতোররাজ কি এখনও নিদ্রা যাচ্চেন ?

ছিন্নমস্তক হস্তে অশ্বারোহণে সোমরাজের প্রবেশ।

সোম। ভয় নাই, ভয় নাই ! (ভূতলে মস্তক নিক্ষেপ।) কোথা গেল, একবার সেই কৃতঘ্ন দুরাচার যবনাধমকে দেখ্‌তে পেলে হয় !

অরে রে যবন নিকৃষ্টাশয় !
এই না তিরোরি সমর স্থলে
দাঁতে তৃণ করি, রণ পরিহরি,
যাচিলি অভয় ?—পৃথ্বু সদাশয়
দিল অনুমতি, করিয়া প্রণতি
সদলে স্বদেশে যাই লি চলে ?

এ কায কেমনে করিলি বল।
কিছুকি হৃদয়ে হল না ভয় ?
জাননা হেথায় জাগে সোমরায় ?
না ডরি শমনে,—গণি কি যবনে !

পলালি কোথায়, আয়না হেথায়
এখনি পাঠাব শমনালয় !
আয়রে সম্মুখে, আয়রে আয় !
কোথায় রহিবি লুকায়ে ভয়ে ?
এত যদি ভয়, অরে দুরাশয় !
করিয়া চাতুরী ঘেরিলি এ পুরী
চরণ দললে, দলিলি কেমনে
নরেন্দ্র কেশরী,—শৃগাল হয়ে ?
বিশাল দেহলী রাজত্ব পাট
করেছ বাসনা লইতে ছলে ?
জাননা হেথায়, জাগে পৃথুরায় ?
জাগে যবে ফণী,—তার শিরোমণি
কে পারে লইতে ?—কে পারে সহিতে
সে ঘোর দংশন, সে বিষ যাতন ?
আছে কি কেহ এ মহীতলে ?
বিধাতা বিমুখ ! তাই পুনরায়
নিয়তি প্রেরিত এলি হস্তিনায় !
বাসনা ত্যজ রে যাইতে ভবনে
গুহায় মৃগেন্দ্র আছে রে শয়নে !
হেনকালে যদি দলে রে চরণে
তবে কি বাঁচে করি—কলভ ?
জ্বলিছে প্রদীপ বিনাশি তিমির
সোণার বরণ অতিশয় স্থির,

না জানিয়া তার শিখার অনল,
না বুঝিয়া তার আপনার বল
লঙ্ঘিবারে তারে বড়ই চঞ্চল
মরে রে পুড়ি অবোধ শলভ !

আয় রে, আয় রে, আয় রে শলভ !
দেখাব আজি রে বীরত্ব বিভব
এত দিনে কালী দিয়াছেন কূল,
জনম ভূমির হৃদয়েরি শূল
তুলিব যবনে করিয়া নির্ম্মূল
বহাব অরাতি রুধির ধার।

এত যে যতনে মাতা বসুমতী
ধরেন হৃদয়ে ক্ষত্রিয় সন্ততি,
এত যে পালেন যতনে সবারে,
এত যে তোষেন্ রত্ন উপহারে,
মারি আজি এই দুষ্ট দুরাচারে
শুধিব আজি মাতার সে ধার !

[নিষ্ক্রমণ—নেপথ্যে আর্ত্তনাদ।

কেশাকর্ষণে জনৈক যবনকে টানিতে টানিতে অশ্বারূঢ়
পৃথুর প্রবেশ।

পৃথু। দুরাচার ! কৃতঘ্ন !
যবন। তোবা আল্লা ! মুই দুরণাগত—

পৃথু। তবে এই সোজা পথে চলে যা—(যবনকে ভূতলে নিক্ষেপ ও তাহার বেগে পলায়ন।)

ভট্টে। মহারাজ! এখনও যবনের প্রতি দয়া প্রকাশ! দুরাচার যবন হতক মহারাজ জয়চন্দ্রের অঙ্গুরী লয়ে সেনাপতিকে প্রতারিত করেছে।

পৃথু। (সাবেগে) কৈ—সে নরাধম কোথায়! আর কাকেও চাই না—সেই দুর্বৃত্ত পুষ্পকেতুর বক্ষঃস্থলের উষ্ণশোণিত পানে এ সমরশ্রান্তি পরিহার কর্‌ব—

[প্রস্থান।

ভট্টে। (স্বগত) ভাল, একটু অপেক্ষা কর, দিব্য করে পান কর্‌বে—

রক্তাক্ত সোমরাজের পুনঃ প্রবেশ।

সোম। যবনদেহরাশিতে অঙ্গন প্রদেশ দুঃসঞ্চর হয়ে উঠেছে, অহে! তুমি কে? শীঘ্র একখান রুমাল দিতেপার? আমার সর্ব্বাঙ্গ অরাতিরক্তপ্রবাহে আর্দ্র হয়েছে, খড়্গা হাতে থাকছে না, পিছ্‌লে পড়ছে।

ভট্টে। এই লন (রুমাল প্রদান।) আহা সম্ভ্রম হেতু শরীরে বর্ম্ম পর্‌তে অবসর পান নাই।

সোম। (গাত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে)

কাকেও দেখি না এ রণ উৎসবে?
নাদিছে দুন্দুভি, নিমন্ত্রিছে সবে,
বৃংহিছে মাতঙ্গে, হেষিছে তুরঙ্গে
কেন রে মাতনা সমর তরঙ্গে?

এ হেন সময়ে কোন্ ক্ষত্রবীর
হয় রে অলস, হয় রে সুস্থির ?

আয় রে, আয় রে এ রণ উৎসবে
নাদিছে দুন্দুভি, নিমন্ত্রিছে সবে !
 ললিত-ললনা-ভুষণ শিঞ্জিত,
 কোকিল কাকলী, বীণার ক্বণিত
ভুলায় অলস বিলাসী মানবে ;—
মাতে বীরগণ সমর আসবে !

চলরে তুরঙ্গ, যেথা রণস্থল ;
চরণ তুলিয়া নেচে নেচে চল !
 কি কায অপরে এ তুচ্ছ সমরে ?
 একা সোমরাজ যবন নিকরে
 পাঠাইবে আজি শমন নগরে !—
কোথা গেল সেই দুরন্ত যবন ?

চল রে তুরঙ্গ ! চল রে সমরে !
যবনে কে গণে ?—গণিনা অমরে !
 এই যে করেতে করাল কৃপাণ,
 যবন রুধির করিবারে পান
 কালের রসনা যেন লেলিহান—
ইহার সহায়ে করিব নিধন !

[বেগে নিষ্ক্রমণ , (নেপথ্যে আর্ত্তনাদ ।)

ভয়ে পলায়মান জনেক যবনের অনুসরণে
পৃথুর প্রবেশ।

যবন। দোহাই খোদাবন্দ্ ! মুই হেঁদু নই। মোরে ঝা বলে ফোক্‌রাচ্চেন, তানারে মুই কভি দেখিনি।

পৃথু। তুই কি যবন ?

যবন। হুজুর—

পৃথু। তোর দাড়ি নেই কেন ?

যবন। খামিন্দ্ ! খোদা মোরে ওডা দের নাই ! দোহাই হুজুর—আমি ঝুট্ না কয়তেছি। মোর আর কেও নিই, মুই দ্যাশের ছাবাল, দ্যাশে চলি যাই—

পৃথু। যা বেটা সুমুখ হতে যা ; তোর মুখ দেখলে যাত্রা ভঙ্গ হয়।

[বেগে যবনের প্রস্থান।

ভগ্নে। মহারাজ কর্‌ছেন কি ? ওরা যে যবন, নিদান পেয়াদা হয়ে জ্বালাতন কর্‌বে।

পৃথু। ক্ষত্রিয়ের অন্তরে এইরূপ মহত্ব থাকা চাই ; ছেলে ঢোঁড়া মেরে কি হবে ?

[বেগে প্রস্থান।

ভগ্নে। ঢোঁড়াই মার আর কেউটেই মার—(দেখিয়া) উঃ তাইত দুজনে বাস্তবিকই যবনকুল নির্ম্মূল কর্‌বে না কি ? করুক্, মরে ভাল, থাকে ভাল, আমার ত কর্ম্ম উদ্ধার হয়ে এল।

রক্তাক্ত সোমরাজের পুনঃ প্রবেশ।

সোম। রাম রাম! বোধ হয় যবন শোণিত উদরস্থ হল, ওহে ভাই শীঘ্র আর এক খানা কিছু দাও।

ভগ্নে। (স্বীয় উত্তরীয় প্রদান পূর্ব্বক) মহারাজ আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি ত্বরায় আপনার কবচ এনে দি-তেছি, আপনি ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা করুন (যাইতে যাইতে স্বগত।) এই বেলা একবার কেষ্ট কেষ্ট বলে ন্যাও।

[প্রস্থান।

সোম। (গাত্র মার্জ্জন করিতে করিতে—)

ধিক রে ক্ষত্রিয়গণ তোদের জীবনে!
পান ভূমে মত্ত এবে মদিরা সেবনে?
মদে কি এত মাধুরী! বিপক্ষে পূরিল পুরী,
আয় আয় ত্বরা করি, কাট'রে যবনে!
দেখাবি কেমনে মুখ আত্মীয় স্বজনে?

এই কি মদিরা পানে প্রকৃত সময়
তোদের, অরে রে মূঢ় ক্ষত্রিয় তনয়?
এবে মৃত্যু সবান্ধবে, বসিয়া অরাতি শবে
যবন রুধিরাসবে পিতেছে সঘনে;
কেমন করিছে পান দেখ রে নয়নে!
শ্মশ্রুল যবন শিরে পূরিল অঙ্গন
মুকুটে দীপের মত জ্বলিছে রতন!

জয়লক্ষ্মী তুষিবারে, কাটি তীক্ষ্ণ তরবারে
ছাগ মুণ্ড উপহারে করিনু অর্চ্চন।
কিবা শোভা রণ ভুমি করেছে ধারণ!

তোদের সাহায্য মোরা চাই না সমরে
কেবল আসিয়া দেখ দাঁড়ায়ে অন্তরে
একাকী রজনীকান্ত বিনাশে নিখিল ধ্বান্ত,
তারা-পুঞ্জ অরে! ভ্রান্ত! শুধু শোভা করে।
বিনাশে মৃগেন্দ্র একা অসংখ্য কুঞ্জরে।

অম্বরে নাচিছে দেখ আনন্দে অধীর
রুণু রুণু বোলে কিবা বাজিছে মঞ্জীর!
তালে নাচে সুরবালা, শিরে ধরি বরণ্ডালা,
বীরকণ্ঠে দিতে মালা, সম্মুখ সমরে
যে বীর মরিবে আজি জন্ম ভূমি তরে।

চপলা-চঞ্চলা হেথা কামিনী যৌবন
অনন্ত-যৌবন হোথা সুরনারীগণ!
অবতরি রণাঙ্গনে, চেষ্টা করি প্রাণপণে,
হয় মারি শত্রুগণে ভুঞ্জ মর্ত্ত্য সুখ;
না হয় অপ্সরা সনে কর্‌রে কৌতুক।

পৃথু সহ পূর্ব্ব বৈর করিয়া স্মরণ,
এবে কি বাসনা তাহা করিতে মোচন?
যাক শত্রু পরে পরে এই কি ভাবি অন্তরে,
রয়েছ বসি অন্তরে? শোন রে অবোধ
এ নয় স্বদলে দ্বন্দ্ব, স্বদলে বিরোধ!

এ যে রণ ধর্ম্মদ্বেষী যবন সহিত!
আয় রণে, সাধ আজি স্বধর্ম্মের হিত !
অই ধর্ম্ম শূন্য মনে বসি শূন্যে যোগাসনে
দেখিছেন ক্ষণে ক্ষণে চকিত নয়নে!
থানেশ্বর দশা কি রে পড়ে নাক মনে ?

সমরে পৃথুর আজি জয় পরাজয়ে
উভয় প্রকারে তোরা শিখিবি পামর !
জয়ে, কাল স্ব স্ব দেশ করিব রে ভস্মশেষ
যাবি যমালয়ে !
বনিতার অশ্রুধার বক্ষে বহে অনিবার
বক্ষের মুকুতাহার ঝরিবে বর্ব্বর
তবে ত পৃথুর ক্রোধ নিবিবে বর্ব্বর !

পরাজয়ে, যবনের হইয়া অধীন
করিবি নরক ভোগ যাবত জীবন !
যবনের অত্যাচারে ভাসি দুঃখ পারাবারে,
অরে অপ্রবীণ !
স্মরিবি রে পরিশেষ পৃথু যেন হৃষীকেশ,
সহোদর নির্ব্বিশেষ, করিত পালন।
হায় কেন তার মন্দ সাধিনু তখন।

রণস্থলে বহুবার হয়ে অগ্রসর
প্রভু ভক্তি দেখায়েছ অটল অচল !
কেমনে যবনরাজ করিল এ হেন কাজ

কিছু কি হল না লাজ করিতে এ ছল,
তাই কি বিস্ময়ে ভয়ে হয়েছ বিকল ?

তাই কি স্থগিত-গতি, হৃদয়ে ব্যাকুল ?
নতুবা জানি না কিসে হইলে শঙ্কিত ;
এই সেই মেষপাল   সেই পৃথু নরপাল
সেই তীক্ষ্ণ তরবাল সেই ত ত্রিশূল
আস্ফালি যবনদলে করিছে নির্ম্মূল !

সেই সোমরায় রণে যথা অন্তঃপুরে
ভ্রমিছে অকুতোভয়ে ; তবে কেন ভয় ?
দল্‌রে শত্রু চরণে,   " কা চিন্তা মরণে রণে "
তোরা ক্ষত্রিয় তনয়।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র করে ধরি,   আয় আয় ত্বরা করি,
অরে ক্ষত্রিয় তনয়।
দল রে শত্রু চরণে,   " কা চিন্তা মরণে রণে "
চিন্তে যারা, কভু তারা ক্ষত্রিয় ত নয় ?

(নেপথ্যে—কা চিন্তা মরণে রণে।)

কঞ্চুক হস্তে সসম্ভ্রমে ভগ্নৈকহস্ত সৈনিকের প্রবেশ।

ভগ্নৈ। মহারাজ আমাদের সৈন্য সামন্ত সকলেই এসেছে, কিন্তু যবনেরা দ্বার রুদ্ধ করেছে বলে কেহই এ পুরীতে প্রবেশ করতে পারছে না। শীঘ্র এই বর্ম্মাবৃত হয়ে দ্বার খুলে দিন, আমার এক হস্তে সে দ্বার উন্মোচন করা সাধ্যাতীত।

সোম। (সোল্লাসে) বল কি এসেছে ? দাও শীঘ্র কবচ—
(অশ্ব হইতে অবতরণ, সৈনিকের হস্তে খড়্গ দান এবং বর্ম্মগ্রহণ করিয়া পরিধানোদ্যোগ; ইতিমধ্যে ভগ্নৈকহস্ত সৈনিকের সঙ্কেত, এবং বেগে কুটবুদ্দিনের প্রবেশ ও সোম রাজের পৃষ্টে অস্ত্রাঘাত)—আঃ পাপ এই কি যবনের রণ-কৌসল ! অরে রে—(সদর্পে কুটবের বক্ষে মুষ্টাঘাত।)

বেগে মামুদঘোরির প্রবেশ এবং সোমরাজের
পৃষ্টে অস্ত্রাঘাত।

সোম। হা সখে ! (পতন।) হা ভারত ভু—(মৃত্যু।)

ভগ্নৈ। বাবা একেবারে যোড়া মোষ পড়্‌ল না ? (উচ্চৈঃ-স্বরে) হায় কি হল ! হা সোমরাজ ! হা বীরচূড়ামনি ! এইরূপে বিশ্বাসঘাতক যবনের হস্তে নিহত হলে ? হায়! হস্তিনাপতি এতদিনে সহায়শূন্য হলেন্? কোথায় মহারাজ ! দেখুন আপনার সর্ব্বস্ব অপহৃত হয়েছে—

[সোমরাজের অশ্ব ও অস্ত্রাদি লইয়া কুটব ও মামুদের প্রস্থান।

বেগে পৃথুর প্রবেশ।

পৃথু। কি কি হয়েছে ? (দেখিয়া) একি, একি ? (অশ্ব হইতে অবতরণ) হায় হায় ! নক্ষত্র তেজে সূর্য্যরশ্মি আবৃত ? সখে ! এই কি তোমার শয়ন শয্যা, কুরুক্ষেত্র তুল্য মহারণে জয়ী হয়ে অবশেষে এই সামান্য যুদ্ধে

নিপতিত হলে ? অথবা তোমাতে শোকের বিষয় কিছুই নাই, তুমি বীরজনোচিত উৎকৃষ্ট লোক পাইয়াছ, কিন্তু আমাকে অসহায় রাখিয়া তোমার একা যাওয়া উচিত হয় নাই। উঠ, আইস যবন শোণিতে হ্রদ প্রস্তুত করি, তাহারই তীরে আমাদিগের সৎকার হইবে। কই উঠিলে না ? তবে কি একান্তই আমায় তোমার সহায়তায় বঞ্চিত করিলে ? হা সখে ! (পতন ও মূর্চ্ছা।)

ভগ্নে। (খড়্গ তুলিয়া) এই ঘুচাই মনের কালী (প্রহারে নিবৃত্ত হইয়া) না না না এ হলে ত চুকেই গেল ; চকের সামনে দেখাতে দেখাতে না খেলে মজা কি ? (পৃথুর মস্তকে পদাঘাত) এই মস্তক না অনঙ্গের অঙ্কে উঠ্‌ত ? (শিশ দ্বারা সঙ্কেত এবং তৎপরে পৃথুর মস্তক অঙ্কে রাখিয়া) মহারাজ ! আপনি এরূপ অধীর হলে জন্ম ভুমির উপায় ? দুরাত্মা যবনদের অসাধ্য কি আছে, যদি এই অসহায় অবস্থাতে আপনার উপর অত্যাচার করে ? (দেখিয়া) হায় হায়। যা ভাবছি তাই উপস্থিত, মহারাজ উঠুন উঠুন এখনও সময় আছে।

[কুটব মামুদ এবং অপর দুই জনের প্রবেশ ও পৃথুকে বন্ধন পূর্ব্বক সোল্লাসে প্রস্থান।

ভগ্নে। অরে পাষণ্ড যবন ! (অস্ফুটস্বরে) যাও বাবা শ্বশুর বাড়ী যাও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

অন্তঃপুর। অনঙ্গমঞ্জরীর শয়নগৃহ।

অনঙ্গ, তমালিকা, মালবিকা এবং লবঙ্গিকার প্রবেশ।

অনঙ্গ। জীবিতনাথ অনেকক্ষণ অন্তঃপুরে আসেন নি কেন? প্রতি মুহূর্ত্তে যা হচ্ছিল তিনি এসে সংবাদ দিয়ে যাচ্ছিলেন্ আর অসছেন না কেন? যতক্ষণ হয়েছে এর মধ্যে পাঁচ বার আসতেন।

তমা। দিদি আমার প্রাণের ভিতর কেমন হু হু করছে আর এই ডান্ চোক্‌টা ক্রমাগত নাচ্‌ছে—এতক্ষণ ত এমন ছিল না।

মাল। ডানচোক্ নাচ্ছে বাঁ পায়ের ধূলা দাও, এত উতলা হলে চল্‌বে কেন?

(নেপথ্যে) হা ভারত ভুমি! হা বীর প্রসবিত্রি! তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল। শেষে যবন হস্তে পতিত হলে। মা গো! এর পর না জানি তোমার অদৃষ্টে কি আছে—

তমা। সখি! ঐ শুন— হা নাথ! এ দাসীকে এ চিরদাসীকে কি জন্মের মত পরিত্যাগ কল্লে? (মূর্চ্ছা)

অনঙ্গ। লবঙ্গিকে! দেখ্‌ছিস কি? শীঘ্‌ঘির গোলাপদানটা নিয়ে আয় (লবঙ্গিকার তথাকরণ এবং তমালিকার বদনে জল সেক) আহা সখি তুমিই ধন্য! ঈশ্বর করেন

যেন তোমার আর চেতনা না হয়। হৃদয়! তোমায় ধিক্! তুমি এখনও বিদীর্ণ হলে না? তুমি না পুষ্পের ন্যায় কোমল? তোমার সকলই কি অলীক? না তোমার এখন ও বিশ্বাস হয় নি?—"ভারত যবন হস্তগত এখনও বিশ্বাস হয় নি? না দয়িতের অপ্রিয় সংবাদ শুন্‌তে নিতান্তই ইচ্ছা হয়েছে?—না না এই অশ্রবণীয় বার্ত্তা স্ফুটতর না হইতে, সতধা বিদীর্ণ হও। নতুবা তোমার প্রণয় অলীক তোমার অনুরাগও অলীক! উঃ তুমিই কি আমাদের পথদর্শক হয়ে আস্‌চ্ছ?

ত্রস্তভাবে ভগ্নৈকহস্ত সৈনিকের প্রবেশ।

ভগ্ন। দেবি! কি বলব---

অনঙ্গ। তোমার কিছু বল্‌তে হবেনা—আমার শুন্‌তে ইচ্ছা নাই, কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তেও চাই না। আমার প্রাণ বজ্রের অপেক্ষাও কঠিন—আপনি বাহির হলো। না—শীঘ্র আমায় একখান অস্ত্র এনে দাও, দেখি বাহির হয় কি না! মালবিকে! তমালিকা যেমন আছে তেমনি থাক, আর আর পরিজনদিগকে ডাক, ওরে নৌকায় নিয়ে যাক। যদি দুঃখ ভোগ করবার জন্য ওর পুনর্ব্বার চৈতন্য হয়, তবে সঙ্গে করে কান্যকুব্জে লয়ে যেও; তা না হলে যমুনায় ওর দেহ নিক্ষেপ করিও। আর এখানে থেকো না, যবন হস্তে পড়্‌লে মরণ অপেক্ষা যন্ত্রণা পাবে; এই সব সামগ্রী আছে যত ইচ্ছা নিয়ে

যাও। লবঙ্গিকে! মা কেবল আমায় প্রসব করেছিলেন এস তোমার গলা ধরে একবার মা বলে কাঁদি।

ভগ্ন। দেবি! মহারাজ জীবিত আছেন। আপনি অশ্রুপাতে কেন তাঁর অমঙ্গল করেন?

লব। আহা! বাছা তুমি চিরজীবী হও—অনঙ্গ ঐত শুন্‌লে একটু স্থির হও। ভাল করে শোন, তুমিত অবুঝ নও—

অন। ও কথা শুনিস্ কেন—

ভগ্ন। আপনাকে শপথ করে বল্‌তে পারি পৃথুরাজ জীবিত আছেন! তবে কিনা যবনের হস্তগত—

অন। কি? যবনের হস্তগত?

ভগ্ন। বায়ু রজ্জুপাশে বদ্ধ হয়েছে বল্লে অলীক বোধ হয় বটে, কিন্তু তিনি যখন প্রিয়বন্ধুর শোকে বিচেতন হয়েছিলেন, তখন যবনেরা এসে তাঁকে বেঁধে নিয়ে গিয়েছে।

অন। তবে সোমরাজ কি এ জগৎ পরিত্যাগ করেছেন?

তমা। ও দিদি! এমনি ব্যস্ত হয়ে গেলেন যে গায়ে সাঁজোয়া পর্‌তে পেলেন না;—তাঁর মৃতদেহ কোথায়? (নিদ্রাবেশ।)

মাল। যাঃ এইবার বুঝি দম্ আটকে গেল, এতক্ষণ নিশ্বাস পড়্ ছিল।

অন। ওরে কিছু ভয় নাই, এখন বাজে পুড়েছে, আমিও ত তাই বলি, গায় বর্ম্ম না থাকাতেই এই কাণ্ড হয়েছে।

ভগ্ন। না তাতে কিছু হয় নাই, তিনি সেই অবস্থাতেই সহস্র সহস্র যবননিপাত করেছেন; কিন্তু আমার নিকট একটি

বর্ম্ম পেয়ে যেমন পর্‌বার উদ্যোগ কর্‌ছেন, আর সেই সময়ে যবনেরা এসে তাঁর অঙ্গে খড়্গাঘাত কর্‌লে।

অন। কি এত অন্যায়? নিরস্ত্রের অঙ্গে প্রহার?

ভগ্ন। দেবি! তারা কি ক্ষত্রিয়?—আমি আর অপেক্ষা কর্‌তে পারিনা, আমি মহারাজের একটি সংবাদ লয়েএসেছি।

অন। (সাবেগে) সংবাদ—তা এখনও বল নি?

ভগ্ন। মহারাজের চৈতন্য হলে আমায় ডেকে কাণে কাণে বল্লেন, "শীঘ্র অন্তঃপুরে যাও দেবীকে বল যে পুষ্প-কেতু নিহত হয় নাই এবং আমায় প্রাণে নষ্ট না করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে।"

লব। ওমা কি হবে—ওমা আমরা কোথা যাব!

অন। দেখ আমি এখন শোক দুঃখ ভুলে গিয়েছি, ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে, যদি তুমি বল্‌তে যে যবনেরা মহারাজকে খণ্ড খণ্ড করে কাট্‌ছে তবু আমি এত ভীত হতেম না। যদি তোমার স্বামিভক্তি থাকে ত শীঘ্র এক খান অস্ত্র দাও, মহারাজের আদেশ পালিতে অস্ত্র সাহায্য ভিন্ন গতি নাই। পুষ্পকেতু জীবিত!

ভগ্ন। (স্বগত) হুঁ এত বিরাগ! (প্রকাশে) দেবি! এত উতলা হবেন না। আপনার গর্ভে রাজপুত্র অবস্থান কর্‌ছেন। আমাদের সে আশায় বঞ্চিত কর্‌বেন না।

মাল। সখি! স্থির হও; বোধ হয় পুষ্পকেতু জীবিত নাই।

তমা। (সহসা উঠিয়া) দিদি! তোর ভয় কি? আমাদের কি ক্ষত্রিয় বীর্য্যে জন্ম নয়? আসুক না কে আসবে—

মাল। বোন্ তুমিও এ সময়ে পাগল হয়ে বস্‌লে ?

ভগ্নৈকহস্ত সৈনিকের সঙ্কেত ; হল্লারবে কয়েকজন
যবনের প্রবেশ।

(স্ত্রীলোকদিগের প্রতিআক্রমণোদ্যোগ, আর্ত্তনাদ।)

তমা। এঁ্যা ; আমাদের ধর্‌বেন ; আয় না আয় না ! কৈ এখানে কিছু অস্ত্র নাই যে। হৌক ; আয় না আয় না দেখি ! (অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক যবনদিগের প্রতি নিক্ষেপ।)

(আর্ত্তনাদ, স্ত্রীলোকদিগের পলায়নোদ্যোগ এবং
যবনদিগের অনুসরণ।)

অনঙ্গ ও তমা। তোরা পালাস্ কেন ? (অলঙ্কার প্রক্ষেপ।)

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০ঃ০—

রাজ ভবন-কক্ষান্তর।

দুইজন যবন রক্ষিত শৃঙ্খলবদ্ধ পৃথু এবং তৎপার্শ্বে,
বহির্বদ্ধদ্বার গৃহে মূর্চ্ছিত শয়ানা অনঙ্গমঞ্জরীর প্রবেশ।

পৃথু। এ পুরী কি এখন যবনদাসের অধিকৃত ?

১ম যবন। আজ্ঞা এ পুরী এক্ষণে আমাদিগের রাজপ্রতিনিধির অধিকৃত।

পৃথু। (ঈষদ্ধাস্যে) ভাল তাহাই। এক্ষণে পুরজনেরা কে কোথায় কি ভাবে আছেন?

১ম য। আজ্ঞা ক্ষমা কর্বেন—সে বিষয় জ্ঞাপনে আমাদের প্রতি আদেশ নাই।

পৃথু। কি! আদেশ নাই!—আদেশ নাই? দিল্লীশ্বর পৃথু আজ্ঞা করিতেছেন,—আমি আজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে এই দণ্ডেই পুরজনের সংবাদ বলিতে হইবে।

২য় য। মহাশয় এক্ষণে দিল্লীপ্রাসাদ শিখরে ঘোরিবিজয়-নিশান উড্‌ডীয়মান, একথা স্মরণ করে কথা কহিলে ভাল হয়।

পৃথু। হুঁ! (মৌনভাবে প্রহরীদিগের প্রতি পশ্চাৎ করিয়া উপবেশনান্তর স্বগত) অদৃষ্টচক্র এইরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করে বটে!—উঃ! সখে সোমরাজ! তোমাকে আর ভারতের দুর্গতি দেখ্‌তে হলনা, তুমি এখন সুরনারীদের সহিত ক্রীড়া করিতেছ, আর আমি হতভাগ্য—অথবা তায় দুঃখ কি? তায় ভয় কি? আমার শরীরে ত এখনও ক্ষত্র শোণিত প্রবাহিত হইতেছে! কিন্তু অনঙ্গ?—অনঙ্গ, প্রিয়ে! তুমি কোথায়? অনঙ্গ অসহায়া, যবনগণ বহুসংখ্যক, নিকৃষ্টাশয়, নীচাচার! তবে কি আমার প্রাণসমা যবন হস্তগত--- কি? পৃথু জীবিত থাকিতে অনঙ্গ যবন হস্তগত! (সহসা উত্থান।) কি অনঙ্গকে শত্রুমুখে ফেলিয়া পৃথু অক্ষত শরীর! পৃথু নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছে! (বেগে গমনোদ্যোগ এবং

শৃঙ্খল বাধিয়া পতন।) হা! শৃঙ্খল! তুমিও এ সময়ে বাধা দিলে (দীর্ঘনিঃশ্বাস।) অনঙ্গ! আমি জীবিত থাকিতে তোমার এ দুর্গতি? (অশ্রুপাত) অথবা এত অধৈর্য্য হই কেন? এ সময়ে আমার চক্ষে জল দেখিয়া শত্রুগণ কি মনে করিবে? আর অনঙ্গের জন্যই বা চিন্তা কিসের? আমার অনঙ্গ, সেই অনঙ্গ—সেই জয়-চন্দ্রতনয়া, পৃথুমহিষী ক্ষত্রিয়াণী অনঙ্গ! (কিয়ৎকাল স্তম্ভিত ভাবে স্থিতি।) ভাল তোমাদের মহারাজ এখন কোথায়?

১ম প্র। তিনি নোমাজ কর্‌ছেন—এলেন ব'লে।

পৃথু। হুঁ! নোমাজ করেন?

২য় প্র। এই যে খামিন্দ্‌ আস্‌ছেন।

মহম্মদঘোরির প্রবেশ।

(ভুতলে কর ও জানু রাখিয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রণিপাত।)

মহম্মদ। মহারাজের কুশল ত?

পৃথু। (সহাস্যে) যবনরাজ! ম'নে করিয়াছেন এ অবস্থায় কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আমার মর্ম্মপীড়া দিবেন; কিন্তু সেটি আপনার ভ্রম। এক্ষণে সমস্ত কুশল! নিশ্চয় জানিবেন, যখন পৃথুর ক্ষত্রিয় অন্তঃকরণ অবিকৃত, স্বাধীন, নির্ভীক রহিয়াছে, তখন সকলই মঙ্গল।

মহ। আপনার এই সগর্ব্ব উত্তর দানে পরম পরিতুষ্ট হলাম, এক্ষণে যদি কিছু প্রার্থনা করেন, আহ্লাদ সহকারে তা পূর্ণ করব।

পৃথু। (উচ্চহাস্যে) হাঃ হাঃ হাঃ! মরুনিবাসী চীরধারী যবন আজি ভারত সম্রাটের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন! হাঃ হাঃ হাঃ!

মহ। মহাশয় আপনি শিষ্টাচার অতিক্রম করছেন, আপনার স্মরণ থাকা উচিত যে আপনার জীবন আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে—

পৃথু। হাঁ! ভাল কথা স্মরণ করে দিলেন; এ বিষয়ে আমারও সাতিশয় কৌতূহল জন্মেছে। আমার শরীর যে এ পর্য্যন্ত অক্ষত রয়েছে এর কারণ কি? যখন আপনার কোন অপকার করি নাই, তখনও পদে পদে আমার অপকার করতে ত্রুটি করেন নাই; অতএব এখন নিঃসহায় দেখিয়া যে আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করছেন, এ সঙ্গত বোধ হয় না। আপনার ধর্ম্ম জ্ঞান থাক্‌ত ত বুঝিতাম, যে মূর্চ্ছিত অবস্থায় আমার প্রাণ সংহার করতে শঙ্কিত হয়েছিলেন। তবে কি আমার অলৌকিক রণকর্ম্ম দেখে আপনার মনে বিস্ময়রসের আবির্ভাব হয়েছে? তা হওয়াও আশ্চর্য্য নয়, তবে বলিতে পারি না, যে কাপুরুষ শত্রুকে পৃষ্ঠ দর্শন করায়, তার মনে সেরূপ ভক্তি বিস্ময় স্থান পায় কি না! যা হউক আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, আপনার মনে কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি আছে। আপনি কি সন্ধি করিবার অভিলাষ করেন? তা মনেও করবেন না যে, গ্রহবৈগুণ্যবশে আপনার হস্তগত হয়েছে বলে, পৃথুরাজ অনার্য্য

যবনের সহিত সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হয়ে স্বীয় যশঃশশ-
ধর কলঙ্কিত করবে! তা হবে না! তবে আসুন আমায়
বন্ধনমুক্ত করুন; হয় পৃথু সমরাঙ্গনে আপনার রক্তে
অচির মৃত বন্ধুর তর্পণ করুক, না হয় আপনি তাহাকে
নিহত করে ক্ষত্রঋণ হতে মুক্ত করুন।

মহ। আমার সৈন্য নিঃশেষ হয়েছে, এ অবস্থায় আপনার
সহিত যুদ্ধ করা অপরামর্শ।

পৃথু। উত্তম! স্বচ্ছন্দে চলে যান---পৃথুর খড়্গ কখনও
শরণার্থীর গাত্রে পতিত হবেনা,—আর সিন্ধুর পূর্ব্বপারে
ঘোরির কেশাগ্র স্পর্শ করতে কাহার সাহসও হবেনা।

মহ। সে অতি মূর্খ যে এইরূপে চিরাভিলষিত ভারত রাজ্য
হাতে পেয়ে ছেড়ে দেয়—

পৃথু। আমিও ছেড়ে দিতে বলছি না। আসুন বীরের ন্যায়
ভারত সাম্রাজ্য হস্তগত করুন। যখন বীরপুরুষেরা
জিজ্ঞাসা করবে কি উপায়ে পৃথুরক্ষিত ভারতরাজ্য
অধিকার করলেন, তখন কি বলবেন যে তিরোরি
ক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে পৃথুর নিকট প্রাণ ভিক্ষা করে
পলায়ন করি, এবং নিশীথে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে, জয়চন্দ্রের
অঙ্গুরীয় দ্বারা পুরী মধ্যে প্রবেশ লাভ করে জয়োন্মত্ত,
মধুপানে অবসন্ন, নিরস্ত্র রক্ষিদিগকে নিহত করি, তৎ-
পরে সম্মুখে অগ্রসর না হতে পেরে, কার্য্যান্তর ব্যাসক্ত
সোমরাজকে ধরাশায়ী এবং তাঁর শোকে বিচেতন ভূপ-
তিত পৃথুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাজ্য লাভ অথবা রাজ্যা-

পহরণ করেছি ? ছি ছি ! লোকের নিকট কি করে একথা বলবেন্ ?—আপনি যবন হউন, আপনার মনে ত মনুষ্যত্বের লেশ মাত্রও আছে ? এই দুষ্পরিহর পরীবাদ কিরূপে সহ্য কর্‌বেন ? অতএব আসুন বীর-বৃত্ত অনুসরণ করে, আমায় বন্ধন মোচন করুন, পুন-রায় রণমহোৎসব প্রবৃত্ত হোক, শোণিততরঙ্গিণী অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হোক, অস্ত্রচ্ছিন্ন হস্তিপদ পংক্তি কূর্ম্মের ন্যায় তাতে ভাসতে থাকুক, ছিন্ন অশ্ব-চামর রাজহংসের ন্যায় সন্তরণ করুক এবং শ্মশ্রুল যবন শিরঃ তদুপরি ভ্রমরাভিনীল নীলোৎপল-লীলা ধারণ করুক। সমস্ত জগৎ বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে ভারত সন্তানের কীর্ত্তি অবলোকন করুক !

মহ। এ উত্তেজনা বাক্য এখন সর্ব্বথা নিষ্ফল ! সমর লভ্য ভারতরাজ্য যখন বিনায়াসে লব্ধ হল, তখন সমরে প্রয়োজন ? আর তুমি আমাদের বিস্তর অনিষ্ট করেছ, অতিকষ্টে তোমায় পঞ্জরবদ্ধ করেছি, সুতরাং ছেড়ে দিতে পারিনা, তোমায় উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি।

পৃথু। কি রূপে ? যাতনা দিয়ে ? মনেও করো না যে পৃথু শারীরিক কোন যাতনাকে ভয় করে। আর যদি বিনা রণে প্রাণ নাশ করতে মনে করে ছিলে, তবে কি জন্য অচৈতন্য অবস্থায় তা কর নাই ?

মহ। সে অবন্তীরাজকুমার পুষ্পকেতুর ইচ্ছা। তোমায় যে

কি হইবে, আমারও সে বিষয় জান্‌তে কৌতূহল জন্মেছে। পুষ্পকেতুর কৌশলেই এরাজ্য আমার হস্তগত এবং তাঁর সঙ্গে এই সন্ধিপণ যে, যদি জয় লাভ হয় ত ভারতরাজ্য আমার এবং অনঙ্গমঞ্জরী তাঁর—

পৃথু। কি বলিলি কি বলিলি দুরাত্মন্! নারকী—পিশাচ—

মহ। কেবল কি বলিলাম?—অনঙ্গমঞ্জরী আনীতা হয়ে ঐ গৃহে রুদ্ধা আছে।

পৃথু। আঃ—বজ্র! বজ্র! আমার মস্তকে একবারে সহস্র বজ্রপাত হলনা কেন? রে নারকী যবন পিশাচ! তুই কি বজ্র অপেক্ষাও কঠিন? যদি তাই হইস ত শীঘ্র আমার প্রাণ সংহার কর। সেই পুষ্পকেতুর অভীষ্ট সিদ্ধ হবার পূর্ব্বেই আমায় ধরাশয়ী কর্ তার-পর পুষ্পকেতুর যা মনে আছে সে তা করুক্—

অনঙ্গ। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া, সক্রোধে)আঃ কে এ বাক-ছলে বিষবর্ষণ করে রে? কি! পুষ্পকেতুর যা মনে আছে সে তা করুক্? (গবাক্ষ দিয়া দৃষ্টিপাত।) অহহ! নাথ! তোমার এই দশা! ইহাই দেখ্‌বার জন্য আমার অযত্নে সংজ্ঞালাভ! হায়! এখনকার শরণাগত হই? হা সখে সোমরাজ! এই কি তোমার সুরধামে থাক্‌বার সময়? বন্ধুর— জীবনাধিক প্রিয় বন্ধুর— তোমার সেই অভিন্নহৃদয় বন্ধুর এ অবস্থা দেখে ত নিশ্চিন্ত রয়েছ? হা নাথ তুমি এত—ওঃ—(মূর্চ্ছা।)

পৃথু। তোমায় অনুনয় কর্‌ছি এখনই আমার প্রাণ সংহার কর। আমি আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করেছি এবিষয়ে কাহারও দোষ নাই—পুষ্পকেতু জয়চন্দ্রের অঙ্গুরীয় অপহরণ করেছে, সংবাদ পেয়েও সেনাপতিকে সতর্ক করি নাই। তুমি রাজ্যলাভ করেছ, সচ্ছন্দে ভোগ কর। যবনরাজ! একটি ভিক্ষা দেও এখনি আমার প্রাণ নাশ কর!—তুমি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর্‌তে চেয়েছিলে তখন আমি উপহাস করেছি। তজ্জন্য ক্ষমা কর, এখন আমি তোমার অনুগ্রহের প্রার্থী—আমি আর এ দেহ-ভার বহন কর্‌তে পারি না, আমায় এখনি বধ কর!—আমি কতবার তোমার উপকার করেছি—তারই প্রত্যু-পকার কর, অনুগ্রহ কর, দুরাত্মা পুষ্পকেতু রাজরাজে-স্বরীর শরীরস্পর্শ না কর্‌তে কর্‌তেই আমায় ভূতল-শায়ী কর।

অনঙ্গ। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) কি! পুষ্পকেতু আমার শরীর স্পর্শ কর্‌বে? তার সাধ্য কি যে সে আমার ছায়াও স্পর্শ করে!—কি! আমি কি জয়চন্দ্রের বীর্য্য-সম্ভবা ক্ষত্রিয়া নই?—যেন সিংহই দৈববশে ব্যাধের বাগুরায় বদ্ধ হয়েছে, তা বলে শৃগালের কি শক্তি যে, সে তৎপত্নী সিংহীর অঙ্গ স্পর্শ কর্‌বে! ছি নাথ! তুমি ভার্য্যার দুর্দ্দশা দেখে আত্ম-বিস্মৃত হয়েছ? কৈ সে দুরাত্মা কোথায়? সে দুরাচার কাপুরুষ তোমার অপ-কার কর্‌বার জন্য চিরকাল পরের সাহায্য গ্রহণ করেছে।

ভগ্নৈক হস্ত সৈনিকের প্রবেশ।

ভগ্ন। রাজপুত্রি! সূর্য্যকে গ্রাস করবার জন্য রাহু কি অমাবস্যার আশ্রয় লয় না?—এ আর সেই ক্ষুদ্র-চেতা দস্যু নয়, যে অর্থে বশীভুত কর্‌বে। এখনি পৃথুর শরীর কবন্ধ করে হয় তোমায় আত্মসাৎ, নয় যবনসাৎ কর্‌বো। তুমি মনেও এটা ভেবোনা যে পুষ্পকেতু যবন সাহায্যে বৈর মোচন কর্‌লে। জিজ্ঞাসা করে দেখে যবনরাজ আমার সাহায্যে ভারতরাজ্য অধিকার করেছে কি না? গতরাত্রে যা কিছু ঘটেছে সকলই আমার কৌশলে, যবনেরা ত চলেই গিয়েছিল, আমি ফিরায়ে এনে সৈনিক বেশে হস্তিনায় প্রবেশ করি।

পৃথু। কি! তুই! তুই! এঁ্যা তখন তোকে চিনেও চিন্‌তে পারি নাই।

অন। অরে দুর্জ্জাত! ক্ষত্রিয়াধম! বল্‌না হস্তিনাপতি তোর কি অপকার করেছেন? আমি কি তোর প্রতি অনু-রক্ত ছিলেম, আর উনি বলে আমায় অপহরণ করে এনে-ছেন, সেই জন্য তোর ক্রোধ জন্মেছে? না আমি পূর্ব্বে তোর প্রতি বদ্ধ ভাব ছিলাম, পরে ওঁকে দেখে তোরে ঘৃণা করেছি? বল্‌না কি দোষে তুই এই জঘন্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিস্? না হয় হস্তিনাপতিই তোর অপকার করেছেন, সনাতন ধর্ম্ম ত তোর অপকার করেন নাই, তুই কি বলে ধর্ম্মকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিস? না হয় আমিই যেন তোর মনে কষ্ট দিয়েছি, এই জন্মভুমি

ভারত ত তোরে বক্ষঃস্থলে ধারণ করে আছেন, তুই কি বলে পদতলে দলিত হবার জন্য মাতাকে রিপুহস্তে অর্পণ কর্‌লি ? ধিক্ মূঢ়! ভেবে দেখ সামান্য বৈরনির্য্যাতন করতে গিয়ে তুই কি সর্ব্বনাশ করে বসেছিস্ ! তোর জন্যে সনাতন ধর্ম্ম নিরাশ্রয় হল, সমুদায় আর্য্যজাতি বিপন্ন হল, একি এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ছিস না ? আমি তোরে পরামর্শ দিচ্ছি, সুবোধের ন্যায় এখনও হস্তিনাপতিকে বন্ধনমুক্ত কর্, দুজনে মিলিত হয়ে সাধারণ শত্রু হতে জন্মভূমিকে উদ্ধার কর্ ? এখনও চৈতন্য হল না ? তুই সাহায্য করতে না পারিস্ উদাসীন থাক্, একা হস্তিনাপতিই যবন হতে ভারতভূমি উদ্ধার করবেন। হিরণ্যাখ্য দানব হতে মেদিনীমণ্ডল উদ্ধার করতে মহাবরাহ কারও সাহায্য চান নাই।

পুষ্প। (সহাসে) আজি না, কাল হতে তোমার উপদেশ সম্মানিত হবে। এখন এইমাত্র বল্‌তে পারি দুষ্টের দমন করতে গেলে কখন কখনও শিষ্টের অপকার হয়ে থাকে। অসুর নিধনোদ্যত হরি কি বসুন্ধরাকে রসাতলে নিমগ্ন করেন না ? না তমোনাশে প্রবৃত্ত দিনকরের করজালে নক্ষত্রমালা তিরোহিত হয় না ? জন্মভূমি যবন হস্তগতই হউক আর আর্য্যজাতি যবনের শাসনে কষ্টই পাউক, আমি বৈর মোচনের অবসর পেয়েছি, কোন মতেই ছাড়্‌বো না, বৈরনির্য্যাতনই আমার পরম ধর্ম্ম।

পৃথু। হা চণ্ডাল! বৈরশোধই যদি তোর পরম ধর্ম্ম তবে আয়? দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে বৈর নির্যাতন কর! অকারণে পাপে পতিত হস্ কেন? আয় যুদ্ধ কর্, হয় শত্রু মেরে আমিষ নিষ্কণ্টক কর্, না হয় রণে মরে স্বর্গে যা—না হয় দুজনেই সমরে শয়ন করে স্বর্গে গিয়ে সুরাঙ্গনা লয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হই, আয় না—যদি তোর ক্ষত্রিয়াভিমান থাকে তবে কেন বিলম্ব করিস্। পৃথু তোরে রণে আহ্বান কর্‌ছে! আয় না চিন্তা কি? এই অনঙ্গমঞ্জরী, ঐ সুরযোষিৎ; এই অসার সংসার, ঐ সার সুরলোক; এখানে অদ্য পর্য্যঙ্কে শয়ন, কল্য চিতারোহণ, ওখানে চির-অম্লান মন্দার পুষ্পবিরচিত-ললিতশয্যা; এখানে এমন কি বস্তু আছে, যা পেয়ে লোকে সুখী হতে পারে? অন্য বস্তুর ত কথাই নাই, একবার সর্ব্বলোক বাঞ্ছনীয় রাজ্যলক্ষ্মীর বিষয় ভেবে দেখ্, সে কারে না প্রতারিত কয়েছে? আমার সেই সাম্রাজ্যলক্ষ্মী এখন কোথায়? লোকোত্তর বল বীর্য্যে কি ফল দর্শিল? প্রভুত্ব কেবল অলীকাভিমান! বিষয়তৃষ্ণা মৃগতৃষ্ণার ন্যায় কেবল ইন্দ্রিয়গণের মোহ বিধান করে; নহিলে সূর্য্যও যাঁকে কখন দেখ্‌তে পায় নি, তুই কিনা তাঁরি প্রতি ঘন ঘন কুদৃষ্টি কর্‌ছিস্ এবং তথাপি তোর শরীর এখনও অক্ষত? হায়! পৃথু জীবিত রয়েছে! নিকটেই বসে আছে? তথাপি উদাসীন!

পুষ্প। (সহাসে) অরে! যদি তোর সংসার অসার বলেই

বোধ হয়ে থাকে, যদি ঐহিক সুখ ক্ষণভঙ্গুর বলে বুঝে থাকিস্, তবে যবনেরা পুরীপ্রবেশ কর্‌লে কিজন্য শস্ত্র-পাণি হয়ে সমরে অবতরণ করেছিলি ? কিজন্য বিপৎ-পাত অপ্রতিবিধেয় ভেবে তখনই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে বনে যাস্ নাই ? সেখানে লতায় অনঙ্গমঞ্জরীর প্রেম, অক্ষমালায় শস্ত্রগ্রহণ প্রয়াস, ইন্দ্রিয়জয়ে যবন জয়াভিলাষ স্থাপন করে কি জন্যই বা পরব্রহ্মে মনো-নিবেশ করিস্ নাই ? এখন তোর বৈরাগ্য জন্মেছে ? মনে করেছিস্ যুদ্ধে মরে স্বর্গে যাবি ? তোর যে দুজন সেনাপতি উগ্রচণ্ডা ও চণ্ডভৈরব সেজে আমার এই বক্ষঃস্থলে ত্রিশূল নিক্ষেপ করেছিল, তাদের নরকে পাঠিয়েছি, এখন তোকে এই অবস্থায় খণ্ড খণ্ড করে নরকে পাঠাতে বাকি আছে। দেখ্ এই আমার বাম হস্ত তোর ঐ শরীর পেষণে একবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে গিয়েছে, আজ তার সম্যক্ প্রতিফল নেবো। তুই যেমন সেই দস্যুদুর্গে তোর শরীর আমার গাত্রে নিক্ষেপ করে আমায় ভুতলশায়ী করেছিলি, আমিও আজ তোরে সেইরূপে নিক্ষেপ করে খণ্ড খণ্ড কর্‌বো। (বেগে পৃথুকে ভুতলে নিক্ষেপ।)

পৃথু। যবনরাজ! এখন তুমি সসাগরা বসুন্ধরার ঈশ্বর হয়েছ , এখানে কেহই তোমার শাসনকর্ত্তা নাই, কিন্তু একবার পরলোক প্রতি দৃষ্টিপাত করো। (নীরব।)

পুষ্প। বেটারে এক কোপে কাটা হবে না, ওর কবচ খোল

লোহা পুড়িয়ে সর্ব্বাঙ্গে ছেঁকা দাও (সকলে পৃথুর অঙ্গবস্ত্র উন্মোচনে প্রবৃত্ত।)

অন। হায় ! ইহাই দেখ্‌তে এখনও আছি ? যবনরাজ ! এই কি তোমার উচিত ? তোমাতে কি মনুষ্য ধর্ম্ম কিছুমাত্র নাই ? ওরে দুর্ব্বৃত্ত ! ক্ষান্ত হ ! ক্ষান্ত হ ! (সসম্ভ্রমে গবাক্ষ দিয়া বহির্গমনের উদ্যম।) হায় নাথ ! এই রাক্ষসীই তোমার যত বিপত্তির মুল (সহসা ভুতলে পতন।) হায় ! আমার মত হতভাগিনী পাপকারিণী এ জগতে আর কে আছে ? তমালিকে ! আর তোমাকে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা নাই ; তুমি আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাগ্যবতী। তুমি স্বামীর মৃত্যু স্বচক্ষে দেখ নাই, আমি হতভাগিনী দেখ্‌লাম। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরি বহিষ্করণ।) ছোরা ! তুমিই এ বিপদে আমার সহায় ! দুরাত্মা চারিদিক্ বন্ধ করেছে, কিন্তু তোমার কিছুই কর্‌তে পারে নাই ; তুমি যবনের কোষে ছিলে বটে, কিন্তু তুমি এক্ষণে আমার পরম বন্ধু ! হায় তোমাকে যখন পাই তখনই যদি কণ্ঠের আভরণ করি, তা হলে আর নাথের এ বিপত্তি দেখ্‌তে হতো না, তা হয় নাই, নাথের কষ্ট দেখা এ রাক্ষসীর ললাট লিখন, এখন আমি অশরণা, তোমার শরণাগত হলেম।

পুষ্প। রাজপুত্রি ! এই তোমার সেই সকল দুঃখের নিদান পৃথুকে ঘোর নরকে প্রেরণ করি।

(অস্ত্র গ্রহণ।)

পৃথু। তুই নাকি অতি নৃশংস, তাই এ পর্য্যন্ত আমার এই ভারভুত শরীর অক্ষত রেখেছিস্ ?

পুষ্প। এই যে তোমায় নরকের একাধিপত্য প্রদান করি ! (পৃথুর স্কন্ধে খড়্গ প্রহার।)

পৃথু। জীবিতেশ্বরি ! তোমার ভাবনায় সুখে মর্‌তেও পেলেম না। তুমি আমার—(বাক্‌রোধ।)

অন। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া) এখনই অনুগমন কর্‌বো ! নাথ ! চিন্তা কি ? তুমি মনে করোনা যে দুরাত্মা আমার ছায়া স্পর্শ করতে পারবে। নাথ ! তুমি যাচ্ছ,—তুমি উপস্থিত হবার পূর্ব্বেই এ দাসী তোমার সেবার জন্য পরলোকে উপস্থিত হবে।

পুষ্প। (দ্বার মোচনান্তে) রাজপুত্রি ! এখন তুমি কার ?

অন। নিষ্ঠুর ! নিশাচর ! পিশাচ ! নরকাক ! এখন আমি অনাথা ! যদি আমায় চাস্, তবে আগে এই দূতীকে রুধির দানে সন্তুষ্ট কর্ ? (পুষ্পকেতুর উদরে বেগে ছুরিকাঘাত এবং তদাকর্ষণ।)

পুষ্প। ওরে বাবারে গেলাম রে, মেরে ফেলেছে, ওরে কে আছিস্ ? তোরা (চীৎকার ও পতন।) ও বাবা যাই আঃ উঃ এ পিশাচী অস্ত্র কোথায় পেলে ওঃ গেলেম উঃ ওমা (আর্ত্তনাদে যবনদিগের স্তব্ধভাবে স্থিতি।)

অন। নাথ ! প্রাণনাথ ! জীবিতেশ্বর ! যে উদ্দেশে এ দাসী এতক্ষণ জীবন রেখেছিল, তা সিদ্ধ হয়েছে যবনের ভয় না থাকলে দুরাত্মার উষ্ণ শোণিতে তোমার

তর্পণ কর্‌তাম, তা পার্‌লাম না। তোমার ঔরস সন্তানকে এই রক্ত পান করাই (স্বীয় উদরে অস্ত্র নিখাত করণ।) মা গো মা! বাবা গো! তোমাদের আদরের অনঙ্গ জন্মের মত চল্‌ল। (পতন ও অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া) হে দীনশরণ! হে অন্তর্যামী তুমি সাক্ষী, আমি এআত্মঘাতিনী হলাম না, জীবিতেশ্বরের অনুগমন কর্‌লাম। (নিকটে গমন ও পৃথুকে বাহু দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক।) প্রাণনাথ! প্রিয়তম জীবিতেশ্বর! দাসী তোমারই—(মৃত্যু।)

মহ। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) ইউসফ্! আমি কোথায়?

১ম প্র। আজ্ঞা।

মহ। কি আশ্চর্য্য! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম? কে যেন আমায় স্তম্ভিত ও নিশ্চেষ্ট করে রেখেছিল। হেঁদুর মধ্যে এত সহিষ্ণুতা এত মহত্ব! এত তেজ! যা হোক যে দিক দিয়েই যাক আমারই লাভ। দেখ আর সকলকে ডেকে দেহগুলা স্থানান্তর কর।

১ম প্র। যে আজ্ঞা।

[সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপ।

ইতি সপ্তমাঙ্ক।

সম্পূর্ণ।

Printed at the Khavya prakasa Press,
7, Har-pal's Lane, Cacutta.

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক যাঁহাদের আবশ্যক হইবে তাঁহারা এই যন্ত্রালয়ে, চিনাবাজার পদ্মচন্দ্র নাথ এণ্ড কোং দোকানে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরি এবং আর্য্যদর্শন যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। যাঁহারা একত্র অনধিক ২০ খানা লইবেন তাঁহাদিগকে ১৫ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

শ্রীনবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।